পঞ্জাবেতিহাস।

অর্থাৎ

পঞ্জাব, কাশ্মীর, কাবল, কান্দহার,

প্রভৃতি দেশের।

প্রাচীন ও নবীন

যুদ্ধাদি বৃত্তান্ত সহ দেশেতিহাস।

শ্রীযুত রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত ও

কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৫৪ সাল। ইং ১৮৪৭ সাল।

CALCUTTA:—A. Lawrence, Printer, Sumachar Chundrika Press.

নির্ঘণ্ট পত্র।

গ্রন্থ সমাপ্তঃ

কৃতজ্ঞতা।

এতৎ গ্রন্থারম্ভকালে যে সকল পরোপকার পরায়ণ সজ্জন মহাশয়েরা পুস্তক গ্রহণাঙ্গীকারে অস্মদীয় উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন তত্তন্মহাত্মার নাম কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ভরসাকরি যাঁহারা এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিবেন তাহারা তত্তন্নাম বিলুপ্ত করত কীর্ত্তিলোপ করনীয় প্রত্যবায় স্বীকার করিবেন না।

শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তস্য আত্মীয়গণ ২৬
" গোপাললাল ঠাকুর ১
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১
" নীলরত্ন হালদার ১
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১
" নীলমণী মতিলাল ১
" নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১
" মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১
" বানীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ১
" চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় ১
" বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১
" গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১
" শিবনাথ রায় ৮
" চন্দ্রশেখর লাহিড়ি ২
" প্রাণকৃষ্ণ রায় ২
" পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী ২
" জয়কৃষ্ণ ভাদুড়ী ১
" রামনিধি লাহিড়ী ১
" রামধন চক্রবর্ত্তী ৬
" শিবনারায়ণ রায় ৪
" ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ১
" বুদ্ধুত্তম ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য .. ১
" উমেশচন্দ্র রায় ১
" গর্গরাম বড়ুয়া ১
" রাজা যোগীন্দ্রচন্দ্র রায় ৫
" উমাচরণ বসাক ১
" শিবচন্দ্র চৌধুরী ১
" কালাচাঁদ রায় ১

শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক ও তস্য অমাত্যগণ ১০০
" হরগোবিন্দ ঘোষ ও তস্য বান্ধব গণ ৪৮
" রামরত্ন রায় ২৫
" বৈকুণ্ঠনাথ মুনশি ৪
" মধুসূদন ঘোষ চৌধুরী ১০
" প্রাণনাথ বসু ও তাঁহার আত্মীয় গণ ১৫
" প্রসন্নগোপাল পাল ১
" কাশীনাথ বিশ্বাষ ১
" রঘুমণি দে ১
" সূর্য্যনাথ রায় ১
" দেবনাথ রায় ১
" গোপীমোহন গোস্বামী ৮
" বংশীকলাল সিংহ ১
" অন্নদাপ্রসাদ সেন ১
" গোপিমোহন সিংহ ১
" দেবীপ্রসাদ সিংহ ও তাঁহার আত্মীয়গণ ৯
" দেওয়ান কালীনাথ সেন ১
" রামচন্দ্র হাজরা ৪
" পূর্ণচন্দ্র মিত্র ১
" ভুবনমোহণ ঘোষ ১
" গোবর্দ্ধন মল্লিক ১
" কিশোরিমোহণ সরকার ১
" গোপালকৃষ্ণ ঘোষ ১
" চন্দ্রমোহণ সেন ১
" গিরিশচন্দ্র রায় ১

ভূমিকা।

প্রথমত গ্রন্থারম্ভে সগুণ নিগুর্ণাত্মক গীর্ব্বাণ গণবন্দ্য বিশ্বাদ্য বিশ্বাত্মা প্রকৃতি পরতর পরদেব স্মরণ পুরঃসর বৃন্দারক বৃন্দ বন্দ্যা বিঘ্ন বিঘাতিনী বীণা পাণি বাগ্‌বাদিনী পদার বিন্দে পুনঃ২ প্রণামানন্তর নিখিল গুণালয় সদাশয় সজ্জন গণ সমীপে নিবেদন যে এই পঞ্জাবেতিহাসাখ্য পুস্তক বহ্বায়াসে রাজতরঙ্গিণী, আইন আখবরী, সয়রল মতাক্ষরীন্ প্রিন্সিপ্‌স রণজিৎ সিংহ, মেজর লারেন্স সাহেবের কৃত এডবেন্‌টিউরর ইন্‌দি পঞ্জাব, মাগ্রিগর সাহেবের কৃত শীক্‌স হিষ্টোরি ও শীক জাতির বিচিত্র নাটক প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক সমন্বয় করত তত্তৎ গ্রন্থের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক আন্দূল নিবাসি স্বদেশ হিতৈবি শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে মুদ্রিত করিলাম মহাশয়েরা গ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রম প্রমাদাদি জনিত দোষ মার্জনা ক্রমে কৃপাবলোকনে মদীয় শ্রম সাফল্য করিবেন।

নিবেদক।

শ্রীরাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

নিবাস মাজিদা পরগনে পাটুলি

জিলা বর্দ্ধমান।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং॥

প্রথম খণ্ড।

দুষ্প্রাপ্য

পঞ্জাব রাজ্যের বিবরণ।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে পঞ্জাব নামে বিখ্যাত বৃহদ্রাজ্য বিবিধ বিপিনাদ্রি দ্বীপোপদ্বীপ নদ নদী হ্রদ সরোবর নগর পত্তন এবং রম্য হর্ম্ম্যারাম উদ্যানে সুশোভিত, উক্ত রাজ্যের ভূমি শতদ্রু, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, ও সিন্ধু নদীনীরে বর্ষে২ উৎসেচন হয়, তত্তাৎপর্য্যাধীন পুরাখ্যায়িকা পুরাণে পূর্ব্বনাম পঞ্চাপ প্রসিদ্ধ, পরে যবনেরা ভারতবর্ষাধিকার পূর্ব্বক স্বভাষায় পঞ্চশব্দে (পঞ্জ) ও অপ শব্দে (অব) ইত্যর্থে পঞ্চাপের নাম পঞ্জাবাখ্যায় বিখ্যাত করিয়াছেন, যেহেতু নদ নদী নগর পত্তন পর্ব্বতাদির প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নবাভিধান বিধান করণ যবন জাতির স্বাভাবিক কার্য্যছিল যথা দ্বীপের নাম দোয়াব, হিমালয়ের হিন্দুকোষ, হস্তিনার দিল্লী, প্রয়াগের এলাহাবাদ, পাটলি

পুত্রের পাটনা বা আজীমাবাদ, এবং শতদ্রু নদীর শতলেজ, চন্দ্রভাগার চুনাব, ঐরাবতীর রাবী, বিতস্তার জীলম ও সিন্ধু নদীর নাম অটক হইয়াছে। পুরাবৃত্ত গ্রন্থে কথিত আছে যে পূর্ব্বে পঞ্জাবের প্রত্যেক ভূপ্রদেশ ভিন্ন২ স্বাধীন রাজার অধিকার প্রযুক্ত শাল্ল, গান্ধার, মদ্র, সিন্ধু, পঞ্চাল, ও কাশ্মীর নামে বিভক্ত ছিল, উক্ত রাজ্য মধ্যে পঞ্চ নদী ভিন্ন অন্য যে সকল সরিৎ আছে তন্মধ্যে বিপাশা নদী প্রধানা ও পুণ্যতরা, বর্ষে২ প্রাগুক্ত নদী সমূহের জল প্লাবনে এই দেশের ভূমি অত্যুর্ব্বরা এবং শস্য শালিনী হয়, পঞ্জাব রাজ্য স্বল্প ও বৃহৎ দুইখণ্ডে বিভক্ত, ইহার স্বল্প খণ্ড দক্ষিণ পশ্চিম পঞ্জাব ও বৃহৎ খণ্ড উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব নামে প্রসিদ্ধ, শতদ্রু নদীর পরপারাবধি যমুনা নদীপর্য্যন্ত যেদেশ তাহারি নাম স্বল্প খণ্ড, এবং শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীর হইতে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত ব্যাপক রাজ্যের নাম বৃহৎ খণ্ড।

পঞ্জাবের বৃহৎ খণ্ড মধ্যে এই সকল নগর ও তৎসংসৃষ্ট ভূপ্রদেশ স্বনাম প্রসিদ্ধ বিশেষতঃ লাহোর, অমৃতসর, জলন্দর উজীরাবাদ, কাশ্মীর, পেশয়ার, জম্বূ, কচ, অটক, হোসেন আবদুল, রাওয়ল পিণ্ডী, মাণিক আলোক, জালালপুর, আগর, সিন্ধুসাগর, দোয়াববাড়ী, মূলতান, হাজারা, কিশতা ওয়ার, নাগরকোট, নাদন, সুজানপুর কলুদেশ, মন্দীদেশ, ও দক্ষিণ পশ্চিম খণ্ড মধ্যে থানেশ্বর এবং পাটিয়ালা।

পঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্বাংশে হিমালয় পর্ব্বতের শ্রেণী হিন্দু কোষ পর্ব্বত এবং উত্তরাংশে তীর্ব্বত পর্ব্বতীয় লাডাক দেশ, পশ্চিম সীমান্তে আফগান রাজ্য ও সিন্ধুনদী, পূর্ব্বভাগে হিমালয় শ্রেণী, দক্ষিণ সীমান্তে দিল্লী রাজ্য ও দক্ষিণ পশ্চিম কোণাংশে বিকানর ও আজমীর প্রদেশ। উক্তরাজ্য পূর্ব্বপশ্চিম দৈর্ঘে ৩০০ ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণ প্রস্থে ১৮০ ক্রোশ।

এক্ষণে বক্ষ্যমাণ ভূপ্রদেশীয় প্রত্যেক খণ্ডের বিবরণ কথনীয়।

লাহোর রাজ্য।

শুবা লাহোরের উত্তর সীমা কাশ্মীর দেশ ও সিন্ধু নদী তীর, দক্ষিণ সীমা দিল্লী ও আজমীর রাজ্য, পূর্ব্ব সীমা হিমালয় পর্ব্বতের শ্রেণী, পশ্চিম সীমা আফগান রাজ্য সিন্ধু নদীর দ্বারা ব্যবহিত হইয়াছে।

ইংরাজী ১৫৮২ সালে আখবর বাদশাহের অনুমত্যনুসারে আবল ফজেল ফৈজি দ্বারা উক্ত রাজ্যের সীমা এতদ্রূপে নির্ণীতা হইয়াছে বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে সরহিন্দ, পশ্চিমে মূলতান, দক্ষিণে বিকানর ও আজমীর দেশ, এবং উত্তরে কাশ্মীর। ইহার দীর্ঘতা ১৭০ ক্রোশ ও ১০০ ক্রোশ প্রস্থ। এতদ্রাজ্য মনুষ্যে পরিপূর্ণ ও প্রচুররূপে কৃষিকার্য্য বাণিজ্য ব্যাপারে পরিচালিত আছে। এই রাজ্য অতিশয় স্বাস্থ্য জনক কিন্তু শীত ঋতুর আতিশয্য বশতঃ ভিন্ন দেশীয় মনুষ্য পক্ষে

ক্লেশকর হয়। এতদ্দেশীয়া নদী গর্ব্ভে বালুকা মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্য ও স্থানে২ রঙ্গ লৌহ তাম্র ও সীসক প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রাজ্যের অন্তর্গত শতদ্রু বিপাশা ঐরাবতী চন্দ্রভাগা বিতস্তা এবং সিন্ধু এই ষট্‌সরিন্মধ্যে পঞ্চান্তর্ব্বেদ অর্থাৎ দোয়াব তাহা এতদ্রূপে ব্যবহিত যথা।

শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যভাগে যে দেশ তাহার নাম জলন্দর দোয়াব, বিপাশা হইতে ঐরাবতী নদী পর্য্যন্ত যে দেশ তন্নাম দোয়াব বাড়ী, ঐরাবতী হইতে চন্দ্রাভাগা নদী তীর পর্য্যন্ত যে দেশ তাহার নাম রেচনাবাদ, চন্দ্রভাগা অবধি বিতস্তা নদীতীর পর্য্যন্ত যে দেশ তাহার আখ্যা দোয়াব জিন্নত, অর্থাৎ স্বর্গতুল্য, এবং বিতস্তা নদীতীর অবধি সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত যে দেশ তাহা দোয়াব সিন্ধু সাগর নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্জাবের ষট্‌সরিন্মধ্যে পঞ্চ বিখ্যাত তাহার কারণ এই যে বিপাশা নদী শতদ্রুর সহিত সঙ্গতা হইয়া উভয়ে এক নদী রূপে গণ্যা হইয়াছে। এই রাজ্য তুল্যানুতুল্য দুই খণ্ডে বিভক্ত, তাহার দক্ষিণ পশ্চিম খণ্ডের নাম পঞ্জাব তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদেশ আছে এবং দ্বিতীয় খণ্ড পর্ব্বতীয় ও অরণ্যময় কোহিস্থান নামে বিখ্যাত, তন্মধ্যে কিশ্‌তওয়ার চান্দানী, জম্বু এবং কাঙ্গরা এই দেশ চতুষ্টয় আছে। পূর্ব্বোক্ত দোয়াবের অধিকাংশ নদীনাতৃক ও পর্ব্বতবেষ্টিত প্রযুক্ত অত্যন্ত শীতজনক হয়, এই রাজ্যের পূর্ব্বাপর রাজধানী লাহোর

নামে বিখ্যাত নগর। এই রাজ্য মধ্যে প্রায় এক কোটি মনুষ্য আছে, কিন্তু ইলিফিনষ্টন ও ফরেষ্টর সাহেব চত্বারিংশৎ লক্ষের অধিক অনুমান করেন নাই। আঁখবর শাহার সময়ে উক্ত পঞ্চ দেশ একশত, চত্বারিংশৎ জনপদে বা পরগনায় বিভক্ত ছিল।

লাহোর নগর।

লাহোর নামে প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর রাবী বা ঐরাবতী নদীর দক্ষিণ তীরে স্থাপিত আছে ঐ স্থানে নদী গভীরা নহে কিন্তু প্রায় পাঁচশত হস্ত পরিমাণে বিস্তৃতা, ঐ নগর মৃন্ময় প্রাচীরে ও শুষ্ক পরিখায় পরিবেষ্টিত কিন্তু প্রয়োজন বশতঃ ঐ খাত রাবী নদীর জলে পূর্ণ করিতে পারা যায়। নগরীয় প্রাচীন দুর্গের বাহ্য সৌন্দর্য্য উত্তম বটে কিন্তু তোপযুদ্ধে আশু বিনাশী, পূর্ব্বে অনঙ্গপাল ও বিজয় পাল রাজারা ও তদ্বংশীয় পুরুষেরা ঐ নগরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং যবন রাজারাও তন্নগরের মধ্যে ও বহির্ভাগে অনেক২ ধর্ম্মালয় ও সমাজ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন পরিশেষ রাজা রণজিৎ সিংহের বিদ্যমানতায় ঐ নগর নানা দিগ্‌দেশীয় ব্যবসায়ি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার অবর্ত্তমানতায় তদ্বংশাবতংস গণের বারম্বার বিগ্রহ ঘটনায় নগরৈশ্বর্য্য ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে এবং ধনাঢ্য লোকেরা স্ব স্ব সম্পত্তি লইয়া অমৃতসর ও শ্রীনগর প্রভৃতি নানাস্থানে গমন করিয়াছেন।

লাহোর নগর রাজধানী কলিকাতা হইতে ৬৭৮ ক্রোশ বোম্বাই হইতে ৫৩৫ ক্রোশ, লখ্নৌ হইতে ৩২৯ ক্রোশ এবং দিল্লী হইতে ১৯০ ক্রোশান্তরিত আছে। নগরের বহির্ভাগে প্রায় ক্রোশান্তরে রাবী নদীর পরপারে শাহাদারা নামক শাখা নগরে শাহা জাহাঙ্গীরের সমাজাট্টালিকা আছে। যদ্যপি ঐ গৃহ সুনির্ম্মিত ও সুশোভিত বটে তথাপি আগরার তাজ মহালের তুল্য নহে। ইং ১৮১২ সালে রাজা রণজিৎ সিংহ নগর বেষ্টন করিয়া এক প্রশস্ত ভিত্তিযুক্ত বৃহৎ প্রাচীর ও দুর্গ শৃঙ্গ অর্থাৎ মুর্চা সকল ও চতুঃপার্শ্বে প্রশস্ত পরিখা খনিতা করেন, শাহাদারা স্থানের প্রান্তরে নুরজাহান বেগমের এক অত্যুত্তম সমাধি গৃহ আছে, লাহোরের বহির্ভাগে শলিমার নামে যে রাজোদ্যান তাহা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও নানাজাতীয় পুষ্প ও ফলবান বৃক্ষে এবং সরোবরে সুশোভিত, তদ্ভিন্ন অন্য২ রাজা ও মন্ত্রিগণের মনোহর উদ্যান আছে। রণজিৎ সিংহের সময়ে লাহোর নগরে প্রতিনিয়ত প্রায় দেড়লক্ষ লোক বাস করিত এবং দশেরা অর্থাৎ বিজয়া দশমী দিবসে রাজ্যের তাবৎ সৈন্য একত্রিত হইত।

অমৃতসর নগর।

লাহোরের পূর্ব্বাংশে দ্বাবিংশতি ক্রোশান্তর অমৃতসর নামক সীকজাতির এক ধর্ম্ম নগর স্থাপিত আছে ঐ নগরাভ্যন্তরে

গুরুমাতা নামে এক সভায় বর্ষে২ ধর্ম্ম ও রাজকীয় কর্ম্মের আলোচনা হয়, পূর্ব্বে ঐ নগর চক নামে এক ক্ষুদ্র পল্লী ছিল পরে গুরু রামদাস ঐ স্থানে অমৃতসর অর্থাৎ এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া ধর্ম্মালয় স্থাপন করাতে ঐ নগর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া রামদাসপুর নামে কতককাল বিখ্যাত ছিল। কালক্রমে ঐ নগর বাণিজ্য দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া পঞ্জাবের মধ্যে অদ্বিতীয় এবং অমৃতসর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ঐ নগরে কাশ্মীর জাত কুঙ্কুম ও সালের ব্যবসায় দ্বারা বহুলোক উন্নত ও আঢ্য হইয়া তথায় বাস করিতেছে।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ সপ্তদশ ক্রোশান্তর হইতে রাবী নদীর এক খাল খনন করিয়া নগর পর্য্যন্ত আনিয়াছেন তদ্দ্বারা নৌকার গমনাগমন হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের অত্যন্ত হিতোৎপত্তি হইয়াছে ঐ নগরে রাজা রণজিৎ গড় নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ঐ দুর্গে রাজকোষ ও মুদ্রাযন্ত্র আছে তথায় নানকের নামাঙ্কিত হইয়া স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত হয়, গুরু রামদাসের খনিত অমৃত সরোবরের মধ্যে গুরুগোবিন্দের নির্ম্মিত এক ধর্ম্ম মন্দির আছে, তন্মধ্যে ঐ গুরুর কৃত পুস্তকের প্রত্যহ পাঠ ও প্রত্যাবৃত্তি হইয়া থাকে, তথায় প্রায় এক সহস্র আকালিক নামক সীকেরা পূজার্চ্চনা ও মন্দির রক্ষার্থ নিযোজিত আছে। আফিগানের রাজা মহম্মদ আবে দালি বারদ্বয় নগরের সহিত মন্দির ভঙ্গ করিয়া গোরক্তের

দ্বারা অপবিত্র করিয়াছিল পুনর্ব্বার সীক জাতিরা ঐ স্থান যবন রক্তে ধৌত করত শুদ্ধ করিয়া লইয়াছে, ঐ নগর অতুচ্চ অট্টালিকায় শোভিত কিন্তু নগরীয় বর্ত্ম অতি সংকীর্ণ ঐ নগরে নানা স্থানীয় বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয়।

জলন্দর দোয়াব।

শতদ্রু ও ব্যাস নদীর অন্তর্বর্ত্তি দেশের নাম জলন্দর, লাহোর রাজ্যের মধ্যে ঐ দেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা, হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রায় অনেক স্থানেই জলকষ্ট আছে কিন্তু এই রাজ্যের সকল স্থানেই জলের অভাব নাই, এবং দুই তিন হস্ত ভূমি খনীত হইলেই নীরোৎপত্তি হয়, এই রাজ্য মলয় সিংহ নামে বিখ্যাত, ইং ১৮০৮ সালে তদ্রাজ্য মধ্যে তারা সিংহ নামক এক রাজা পরাক্রান্ত ছিলেন কিন্তু ১৮১২ সালের মধ্যে তাঁহার পরাক্রম লুপ্ত হইয়া যায়, তৎপরে জলন্দর নগরে বুধ সিংহ, আলুওয়াল নগরের ফতে সিংহ এবং রাম গড়ের যোধ সিংহ একদা এই তিন রাজা পরাক্রম শালী হন কিন্তু তাঁহারদিগের রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ি হয় নাই তাঁহারদিগকে পরস্পর যুদ্ধে বিবদমান দেখিয়া রাজা রণজিৎ সিংহ ঐ দেশ অধিকার করিয়া লন ঐ দেশের প্রধান নগর জলন্দর ১৮০৮ সালে উক্ত রাজাদিগের পরস্পর যুদ্ধের গোলা বর্ষণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তৎপরে রণজিৎ

সিংহের অধিকার কালে ঐ নগরে প্রজারা পুনর্ব্বার বাস করিয়াছে। এই অন্তর্বেদের মধ্যে প্রধান নগর জলন্দর তাহা অমৃতসর নগর হইতে ২৬ ক্রোশান্তর, দ্বিতীয় নগর রাহুন ও তৃতীয় নগর ভুটি। এই দেশের ভূমির উর্ব্বরত্ব প্রযুক্ত নানা শস্যোৎপত্তি হয়।

দোয়াববাড়ী।

ঐরাবতী ও ব্যাস গঙ্গানদীর মধ্য দেশের নাম দোয়াব বাড়ী ঐ দেশ মুঞ্জা সিংহ নামে বিখ্যাত। ১৭৫২ সালে আবল ফজল ফৈজি ঐ রাজ্যমধ্যে ৫২ পরগনা ৪৫৮০০০২ বিঘা ভূমি থাকার বিবরণ লিখিয়াছেন ঐ দেশের এক সীমান্তে ঐরাবতী ও অপর সীমা শেষে ব্যাস গঙ্গা শতদ্রু নদীতে যোগ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, এতদ্দেশের অন্তঃপাতি অমৃতসর, লাহোর, কশোর ও ভৈরোবাল নগর চতুষ্টয় এবং অন্য২ গণ্ড গ্রাম আছে, ইংরাজী ১৮০৬ সালে ঐ রাজ্য রাজা রণজিৎ সিংহের ও আলুওয়ালা ফতে সিংহের ও রামগড়ের যোধ সিংহের অধিকার ভুক্ত ছিল কিন্তু ঐ রণজিৎ সিংহের অদৃষ্ট কুসুম প্রফুল্ল হইয়া সমগ্র দেশ তাঁহারি করাধীন হয়, উক্ত দুই রাজা তাঁহার পরাক্রমের আয়ত্ত হইয়া করদান করিতে লাগিলেন। তদ্দেশের ভূমি শস্য প্রদা বটে কিন্তু জলন্দর দোয়াবের

তুল্যা নহে। রাজা যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য সময়ে ঐ দেশ মদ্র নামে বিখ্যাত ও শৈল রাজার অধিকার ছিল।

দোয়াঁব সিন্ধু সাগর।

সিন্ধু ও বিতস্তা নদীর অন্তর্গত দেশের নাম সিন্ধুসাগর, তদ্দেশ সিন্ধু সিংহ নামে প্রসিদ্ধ, আইন আখবরী গ্রন্থে লিখিত যে ঐ দেশ ৪২ পরগনায় বিভক্ত এবং তন্মধ্যে ১৪০৯৯৭৯ বিঘা ভূমি আছে ঐ দেশের ভমি তাদৃশ উর্ব্বরা নহে তাহার অধিকাংশ অরণ্য ও পর্ব্বত বালুকা ব্যাপ্ত তন্মধ্য সিন্ধুরণ্য নামে উত্তর দক্ষিণ দেড়শত ক্রোশ দৈর্ঘ্যে এবং প্রশস্তে একশত ক্রোশ পরিমাণে এক মহারণ্য আছে পূর্ব্ব ঐ বিপিনে শাল্ব নামে দৈত্য বাস করিত এই দেশের অধিকাংশে শীক জাতির ও অপরাংশে আফগানীয়ের বাসস্থল।

মূলতান রাজ্য।

বিতস্তা ঐরাবতী এবং কৃষ্ণগঙ্গানদীর মধ্য দেশের নাম মূলতান তাহা নাকাই সিংহ আখ্যায় প্রসিদ্ধ ঐ দেশের রাজধানীর নাম মূলতান নগর তৎসান্নিধ্য একস্থানে ঐরাবতীর সহিত বিতস্তা নদীর সঙ্গম হয় এবং ঐ নগরের দুই ক্রোশান্তরে শতদ্রু বিপাশা নদীর সহিত একযোগ হইয়াছে ঐ দেশের মধ্যে পর্ব্বতের নিম্ন ভূমি বিশেষত উপত্যকা অধিক

সকল। তাহাতে দ্রাক্ষা ও অঙ্গুরাদি নানা স্বাদু ফলোৎপত্তি হয় ঐ দেশের মূলক নির্যাসে হিঙ্গু জন্মে, ঐ বস্তুর এমত তীব্রতা ও জারকতা শক্তি যে তাহা খরত্বচ্ ব্যতীত যে দ্রব্যের মধ্যে পূরিত হউক তাহাই ক্ষয় হইয়া যায় একারণ তাহা গর্দ্দভ চর্ম্মে পুটিত বা মণ্ডিত করিয়া ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়, ঐ দেশ আফগান জাতির অধিকৃত ছিল শীকেরা পরা ক্রমে প্রাপ্তহইয়াছে।

জম্বুদেশ।

লাহোর রাজ্যের অন্তঃপাতি কোহিস্থানের এক দেশ জম্বূ রাজ্য। তদ্দেশ পর্ব্বত ও অরণ্যময় প্রযুক্ত সীমার নির্দ্দিষ্টতা নাই, এই রাজ্যের রাজধানী জম্বূনামে বিখ্যাত নগর এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি স্থাপিত,আছে ঐ নগর অমৃতসর নগরের উত্তরাংশ প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশান্তর হইবে, তন্নগর পূর্ব্বে কাশ্মীর জাত শাল ও অন্য২ দ্রব্যের ব্যবসায় দ্বারা উন্নত ও শ্রীমান্ ছিল পরে শীক জাতির বারম্বার আক্রমণ প্রযুক্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে,. পূর্ব্বে কাশ্মীর দেশের বানিজ্য দ্রব্য এই দেশের পথে হিন্দ স্থান প্রেরিত হইত।

জম্বু দেশের রাজা বহুদিনাবধি শীক জাতির নিকট কর দায়ী আছেন। অপর বদ্দু ও চান্দানি এই দুই জনপদ কখন জম্বূ দেশের সংসৃষ্ট কখন বা অসংসৃষ্ট রূপে গণিত

হইয়াছে এতদ্রাজ্যের বার্ষিক রাজকর আট নয় লক্ষ মুদ্রার অধিক নহে, এই দেশীয় পর্ব্বতের মধ্যে বন্য দ্রাক্ষা ও নানা স্বাদুফল উৎপন্ন হয়, অমৃত সর হইতে ঐ নগরের গম্য পন্থা অতি দুর্গম্য বিশেষতঃ বালুকায় ও পর্ব্বতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ঐ দেশ অরণ্য ও প্রস্তর ময়, উক্ত নগর রাবী অর্থাৎ ঐরাবতা নদীতীরে স্থাপিত এবং রাজা ধান সিংহের দ্বারা পর্ব্বত শৃঙ্গে এক দুরাক্রম্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। চন্দ্রভাগা নদী তদ্দেশ ব্যাপিয়া আগমন করিয়াছেন ও তাঁহার সহিত তদ্দেশীয় পর্ব্বত জাতা কএকটা তটিনীর যোগ হইয়াছে। তদ্দেশীয় লোকেরা কহে ঐ দেশস্থ পর্ব্বতে যে জম্বু বৃক্ষ আছে তাহার ফলরস ঐরাবতী নদীতে পতিত হইয়া সুবর্ণ উৎপন্ন হয়, ইহাতেই তদ্বৃক্ষের নামানুরূপ দেশের নাম জম্বুদেশ হইয়াছে ঐ দেশ মধ্যে চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক বিখ্যাত প্রাচীন সূর্য্য মন্দির আছে।

নাগর কোট।

লাহোর রাজ্যের অন্তঃপাতি কোহি স্থানের দ্বিতীয় অংশ নাগর কোট নামে বিখ্যাত দেশ এবং দেশের নামানুসারে রাজধানীর নাম নাগর কোট। ঐ নগর এক উচ্চ পর্ব্বতো পরিভাগে স্থাপিত এতৎসন্নিহিত পর্ব্বতে কোট কাঙ্গরা নামে এক দর্ল্লঙ্ঘ্য প্রাচীন দুর্গ গ্রথিত আছে। ঐ নগরের নিকটস্থ

পর্ব্বতোপরি জলন্দর ও জ্বালামুখী নামে দুই মহাপীঠের মন্দির মধ্যে মহামায়া ও জ্বালামুখী বিরাজমানা আছেন জ্বালামুখীর মন্দিরে এক কুণ্ড হইতে অগ্নি নিঃসৃত ও হইত, তদ্দৃষ্টে অতৃরঙ্গজেব বাদসাহ আশ্চর্য্য কৃত্রিম কার্য্য জ্ঞান করিয়া দ্রবীভূত সীসক ঢালিয়া দেওয়াতে কুণ্ডরোধ হইয়া তদবধি কুণ্ডের চতুঃপার্শ্বে অগ্নি নির্গত হইয়া থাকে, বর্ষে২ ঐ স্থানে নানা দিগ্দেশীয় তীর্থযাত্রী সমাগত হয়। ঐ তীর্থের পূর্ব্ব মাহাত্ম্য কথিত আছে যে হস্তোপরি ঘৃত বিল্বপত্র লইয়া অগ্নি শিখার সমীপস্থ হইলে শিখা হস্তে পতিত হইয়া ঘৃতপত্র ভস্মসাৎ করিত অথচ হস্ত দগ্ধ হইত না। দ্বিতীয় পীঠের আশ্চর্য্য প্রকরণ আইন আখবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে সন্ন্যাসিরা স্ব২ জিহ্বা কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দান করিতেন কিন্তু কিয়ৎ কাল পরেই রসনা পূর্ব্ববৎ হইত, কোন২ বিজ্ঞেরা অনুমান করেন যে জিহ্বা স্বভাবত্ব সমতা প্রাপ্ত হয়। কাঙ্গরা নামক যে দুরাক্রম্য দুর্গ আছে তাহা স্বয়ং আখবর সা বাদসাহ সংপূর্ণ বৎসরের উদ্যোগে ও পরিক্রমে অধিকার করিয়াছিলেন। নাগরকোট নগরে প্রায় দুই সহস্র লোকাবাস আছে। ঐ নগর অমৃত সরের উত্তর পূর্ব্ব প্রায় পঞ্চচত্বারিংশৎ ক্রোশান্তরিত হইবে। এতদ্রাজ্যের ভূমি ভূরি শস্যোৎপাদিকা তাহাতে ধান্য ইক্ষু যব গোম অপরিমিত রূপে উৎপন্ন হয়।

ইং ১৮০৩ সালে নেপালীয় গোরখা নামে বিখ্যাত

সৈন্যেরা অধ্যক্ষ আমীর সিংহ তাপার আজ্ঞাধীন পঞ্জাব আক্রমণ পূর্ব্বক কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অধিকৃত করত সমগ্র পঞ্জাব গ্রহণীয় অভিলাষে তাহারদিগের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইয়া লাহোরাভিমুখে আগমন করিয়েছিল পথি মধ্যে কাঙ্গরা দুর্গ দ্বারা তাহারদিগের গত্যবরোধ হওন প্রযুক্ত প্রথমতঃ তাহারা দুর্গ বিনষ্ট করণার্থে অগ্রসর হয়, তাহাতে তদ্দেশের রাজা শঙ্করচন্দ্র সৈন্য লইয়া সাধ্যপর্য্যন্ত তাহারদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, ঐ আহবানল ইংরাজী ১৮১০ সাল পর্য্যন্ত সজীব ছিল, নেপালীয়েরা পরাক্রম ও উপায়ে ঐ দুরাক্রম্য দুর্গাধিকার করণে সমর্থ হয় নাই অনন্তর অভিনব পরাক্রম প্রাপ্ত রণজিৎ সিংহ সৈন্য সহিত শঙ্করচন্দ্রের সাহায্যার্থ আগত হইয়া গোরখাদিগকে তাড়াইয়া দেন, উক্ত রাজা শীক রাজের উপকারে উপকৃত হইয়া তাঁহাকে কাঙ্গরা দুর্গ ও তৎসংক্রান্ত বার্ষিক পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রোৎপাদক ভূপ্রদেশ অর্পণ করিয়াছিলেন কালক্রমে তত্ত্বাবদ্রাজ্য ঐ রণজিৎ সিংহের করায়ত্ত হয়।

নাদননগর।

অমৃতসরের পূর্ব্বোত্তর ত্রিচত্বারিংশৎ ক্রোশান্তরে এবং ব্যাস গঙ্গার দক্ষিণ ধারে নাগরকোট রাজ্যের দ্বিতীয় নগর নাদন ও তদধীন তন্নাম আখ্যাত যে জনপদ তাহা

পর্ব্বত ও অরণ্যময়, ঐনগর ১৮০৬ সালে নেপালীয় সৈন্যেরা ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল পরে রণজিৎ সিংহ তাহারদিগকে দূরী করণ পুরঃসর অধিকার করিয়া লন।

ঐনগর মৃণ্ময় প্রাচীরে বেষ্টিত তন্মধ্যে প্রায় সহস্র ঘর লোকের বাস আছে—

শুজানপুর।

নাগর কোটের পূর্ব্ব পঞ্চদশ ক্রোশান্তরে শুজানপুর নামে যে বিখ্যাত নগর আছে তাহা পূর্ব্বকালে সৌষ্ঠবান্বিত ও বহু লোকে পূর্ণিত ছিল, প্রাচীন লোকেরা কহে ঐ নগরের পূর্ব্বা য়তন দ্বাদশ ক্রোশ এক্ষণে তৎসম স্থান তাহার শাখাপল্লী হইয়াছে, ঐ নগর পুরাতন প্রাচীরে বেষ্টিত এতন্মধ্যে দুই সহস্র লোকের বাস গৃহের অধিক নাই।

কলুরাজ্য।

কাঙ্গরার উত্তরাংশে কলুদেশ পারিবত পর্ব্বতের দ্বারা চাম্বা দেশের সহিত অবিভক্ত আছে ইহার মধ্যদেশ ব্যাপিয়া বেয়ানদী গমন করিয়াছে। শতদ্রু নদীর তীর পর্য্যন্ত এই দেশের সীমান্ত হয়। এতদ্দেশের অধিকাংশ হিমাবৃত পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত প্রযুক্ত অত্যন্ত শীতার্ত্ত এবং ভূমি বিফলা। এতদ্দেশ ব্যাপিয়া তীর্ব্বত দেশ গমনীয় সুগম পথ আছে।

ইং ১৮০৪ সালে তদ্দেশের রাজা নেপালীয় সৈন্যদিগকে দূরী করণার্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়া শতদ্রুর পর পারে কিঞ্চিৎ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে কাশ্মীর ও তীব্বত দেশীয় বাণিজ্য দ্রব্য তদ্দেশের পথে হিন্দুস্থানে আনীত হইত, উক্ত দেশ হইতে অমৃতসরের পথাপেক্ষা কলুদেশীয় পথের দ্বারা অল্প দিবসের মধ্যে দ্রব্যাদি আনিতে পারা যায়, কিন্তু লোকের গতাগতির অভাব প্রযুক্ত তৎপথ বনময় হইয়াছে। তদ্দেশের বার্ষিক রাজকর আটলক্ষ মুদ্রার অধিক নহে।

মন্দি রাজ্য।

কলুদেশের দক্ষিণাংশে মন্দি নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের ভূমি অতি উৎকৃষ্টা ঐ দেশে শীতোষ্ণ উভয় ঋতুর উদয় হয়, তদ্দেশ মধ্যে এক লৌহের খনি এবং সৈন্ধব লবণের আকর আছে তদ্দ্বারা বার্ষিক প্রায় দেড়লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় এবং ভূমির বার্ষিক রাজকর তত্তুল্য মুদ্রা হইবে, মন্দিনগরে প্রায় এক সহস্র ঘর মনুষ্যের বাস আছে, ঐরাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে পর্ব্বতোপরি কমলগড় নামে যে দুর্গ স্থাপিত আছে তাহা বহুকালাবধি অজেয়রূপে বিখ্যাত।

কিসতাওয়ার দেশ।

লাহোরের উত্তর পূর্ব্বভাগে কিশতাওয়ার নামক রাজ্য কাশ্মী

রের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশান্তরে স্থাপিত আছে ঐ দেশের অধিকাংশ পর্ব্বতারণ্যে পরিবৃত, স্থানেং প্রজার বাস দৃষ্ট হয়, শীত ঋতুর আতিশয্য বশতঃ ঐ রাজ্য দুর্জ্জেয়, কখন যবন রাজারা আক্রমণ করেন নাই শীক জাতিরা বারম্বার বিপক্ষ দ্বারা পরাভূত ও তাড়িত হইয়া ঐ দেশ আশ্রয় করিয়া থাকিত।

চান্দানী।

চান্দানী বা চীনানি নামে পর্ব্বতীয় দেশ জম্বূরাজ্যের একাংশ এতাবতা পৃথক্ রূপে ব্যাখ্যা করণের প্রয়োজনাভাব।

আগর রাজ্য।

আগর নামে প্রসিদ্ধ জনপদ লাহোর রাজ্যের এক প্রদেশ রূপে পরিগণিত হয়, তাহার পশ্চিমাংশে সিন্ধুনদী এবং দক্ষিণে সিন্ধু সাগর, তদ্দেশে প্রজার অল্পতা, তন্মধ্যে গণনীয় বা গণ্ডগ্রাম কি নগর নাই, ঐ দেশীয় পর্ব্বত মধ্যে সৈন্ধব লবণের আকর আছে এবং পর্ব্বতের নিম্ন ভূমি বা উপত্যকা সকল অত্যন্ত উর্ব্বরা।

অটক নগর।

সিন্ধুনদীর পূর্ব্বতীরে অটক নামে বিখ্যাত নগর স্থাপিত

আছে, তাহার পূর্ব্বনাম বামারস এবং তদধীন যে দেশ তাহারো নাম অটক, ঐ নগরের অষ্টক্রোশ উত্তরে ভিন্ন২ পর্ব্বত হইতে জলধারা পতিত হইয়া সিন্ধুনদীর অঙ্গপূর্ত্তি করিতেছে। অটকের সন্নিকৃষ্ট উক্ত নদীর উভয় তীর প্রস্তরময় প্রযুক্ত তাহার আয়তন অধিক নহে। ঐ স্থানস্থা নদীর শ্বেতসিকতা স্ফটিকের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী। অটকের নূতন দুর্গ আফগান জাতীয়েরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা শীকেরা বলাৎকারে অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বকালে ঐ নগর লোকে পূর্ণ ও উন্নতিযুক্ত ছিল কিন্তু বারম্বার আফগান ও শীক জাতির আক্রমণ বশত উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কথিত আছে ঐ নগরের নিকটে নদীর উপর সেতুবন্ধ করিয়া শেকেন্দর শাহা, নাদীর সাহা এবং তিমুর লং হিন্দুস্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন।

হুসেন আবদুল।

সিন্ধুনদীর পূর্ব্বাংশে দ্বাদশ ক্রোশান্তরে হুসেন আবদুল নামে এক ক্ষুদ্ররাজ্য পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত প্রযুক্ত উপত্যকা নামে আখ্যাত হইয়াছে, ঐ দেশে নানা ফলপুষ্পে শোভিত প্রযুক্ত যবন রাজারা সর্ব্বদা বাস করিতে অভিলাষ করিতেন, তৎস্থানীয় বায়ু বারি স্বাস্থ্য জনক এবং ভূমি বিবিধ শস্যজনিকা। ঐ দেশের মধ্যে হুসেন আবদুল নামে একজন

যবন তপস্বির সমাজাগার থাকাতে তন্নামানুসারে দেশের নাম আখ্যাত হইয়াছে। ঐ দেশের দক্ষিণ পর্ব্বতাবধি আফগান জাতির অধিকার।

রাউয়ল পিণ্ডী।

লাহোর রাজ্যের অন্তর্গত রাউয়ল পিণ্ডী নগর ও জনপদ, সিন্ধু নদীর পূর্ব্বাংশ চতুস্ত্রিংশৎ ক্রোশান্তরে স্থাপিত আছে, ঐ দেশে কৃষকের অল্পতা প্রযুক্ত ভূমি কর্ষণাভাবে বনময়ী হইয়া পশ্বাদিতে পরিপূর্ণা। তথা হইতে হুসেন আবদুল স্থানের গন্তব্য পথ অতি দুর্গম। তদ্দেশীয় এক পর্ব্বতোপরি রাউয়লেশ্বর নামে এক তীর্থ স্থানে হিন্দু ও যবন যাত্রি গণের যদাকদাচিৎ মেলা হয়।

মাণিকালোক।

সিন্ধুনদীর পূর্ব্ব ষট্‌ত্রিংশৎ ক্রোশান্তরে মাণিকালা বা মাণিকালোক নামে যেনগর ও জনপদ আছে তাহাতেও প্রজার অল্পতা প্রযুক্ত ভূমির অধিকাংশ বিপিনাবৃত, ঐ স্থানীয় পর্ব্বতোপরি দৃঢ়তর প্রস্তরে গ্রথিত ও খিলানে নির্ম্মিত প্রাচীন এক মন্দির আছে তন্মধ্যে প্রতিমাদি কিছুই নাই, লোকেরা কহে যেতাহা সত্য যুগে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

জালালপুর।

জালালপুর নামে প্রসিদ্ধ নগর ও তদধীন দেশ জিলমবা বিতস্তা নদীর উত্তর তীরে স্থাপিত, ইং ১৮০৯ সালে ঐ স্থানীয় নদীর পরিসর ও গভীরতা জানাগিয়াছে যে তাহার প্রাশস্ত্য প্রায় সপ্তবিংশতি শত হস্ত এবং গভীরতা দশ হস্তের অনধিক, কথিত আছে ঐ নগরেরর নিকটে পরশু নামে রাজা শেকন্দর শাহার সহিত সাহসিক রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ঐ প্রদেশে এক লোহিত পর্ব্বত আছে।

পকিলিদেশ।

লাহোর রাজ্যের পশ্চিম উত্তরাংশে পকিলি নামক রাজ্য তাহার তিন দিক্ সিন্ধু ও জিলম নদীতে পরিবেষ্টিত আছে। ঐ দেশ দৈর্ঘ্যে পঞ্চত্রিংশৎ ক্রোশ প্রাশস্ত্যে পঞ্চ বিংশতি ক্রোশ, এই দেশের পূর্ব্বভাগে কাশ্মীর, পশ্চিমে অটক দেশ, উত্তরে কিন্নর দেশ, ও দক্ষিণে গোকর জাতির বাস। তদ্দেশের পর্ব্বতে ও সম ভূমিতে সর্ব্বদা তুষার পতিত হয় তৎপ্রযুক্ত গ্রীষ্ম ঋতুর প্রায় উদয় নাই। তদ্দেশের একাংশ যাদুন নামে আখ্যাত তাহাতে আফগান জাতির বাস, অপরাংশের নাম তুর্ণাল তাহা পর্ব্বত ও বনময়, ঐ দেশে নানা সুস্বাদু ফলোৎপত্তি হয়। কাশ্মীর হইতে তদ্দেশ ব্যাপিয়া

সিন্ধু তীরে গন্তব্য রাজপথ দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্তপ্রযুক্ত সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর। ঐ দেশের রাজধানীর নাম পকিলি।

মুজফ্ফরাবাদ।

পকিলির পূর্ব্বভাগে মুজফ্ফরাবাদ নগর, তদধীন ভূপ্রদেশ মধ্যে অধিকাংশ যবন জাতির বাস, ঐ দেশ পর্ব্বতারণ্যে আচ্ছন্ন, পূর্ব্বে উক্ত নগর এক সামান্য গ্রাম ছিল এক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে, ঐ নগর কাশ্মীর হইতে একত্রিশ ক্রোশ পশ্চিম, ঐ নগরে বামাবর্ত্তে কৃষ্ণগঙ্গা নদী দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী হইয়া কিয়দ্দূরে জিলম নদীতে মিলিয়াছে, তদ্দেশীয় লোকেরা একটা মেষ বা কুক্কুর চর্ম্মে মস্তকের ও বক্ষের ভার রাখিয়া কেবল পদ চালনের দ্বারা অনায়াসে দুর্গমা নদী পার হইয়া যায়।

কচ ও হাজারাদেশ।

কচ ও হাজারাদেশ পর্ব্বতাবৃত প্রযুক্ত উপত্যকা স্বরূপ জ্ঞান করা যায়, এই দেশ লাহোর রাজ্যের উত্তর পশ্চিমাংশে ও সিন্ধু নদীর দক্ষিণ ভাগে এবং ঘর্ষণ নদীর উত্তরদিগে স্থাপিত, এই দেশে আফগান বংশ্য যবন জাতির এবং গুজার নামক অন্ত্যজজাতির বাস আছে, তদ্দেশীয় পর্ব্বতের তল ভূমি উত্তম শস্য জানিকা, এই দেশের পূর্ব্ব সীমান্তে হুসেন আবদুলদেশ।

দক্ষিণ পঞ্জাব।

শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যস্থ যে দেশ তন্নাম দক্ষিণ পঞ্জাব। তাহা এতদ্রূপে সীমাবদ্ধ যথা পশ্চিম কাবলাধিকারির অধিকার, পূর্ব্বদিগ জম্বুনাদন ও কাশ্মীর রাজ্যের সীমা, দক্ষিণ দিগ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকার যশলমীর ও কর্ণাল রাজ্য, উত্তরদিগে শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা নদী।

উক্ত রাজ্যমধ্যে যেসকল শীক জাতির বাস আছে তাহারা পূর্ব্বতনকালে জাঠ ও গুজার নামে বিখ্যাত ছিল তত্তাব জাতিকে বলাৎকারে বান্দা বৈরাগী শীক ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছে, তদ্বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ হইবে। তদ্দেশীয় শীকেরা মলয় সিংহ নামে বিখ্যাত, তদ্দেশের ভূমির কিয়দংশের উর্ব্বরত্ব ও পরাংশের বন্ধ্যত্ব প্রকাশ আছে, কর্ণালের সন্নিহিতা ভূমি বালুকাময়ী ও অল্পশস্যোৎপাদিকা, তদ্দেশের পূর্ব্ব রাজধানী সরহিন্দ নগর বান্দা বৈরাগির দ্বারা বিপ্লুত হইয়া অরণ্যময় হয় এক্ষণে কেবল ভগ্নাট্টালিকার চিহ্ন দ্বারা নগরের পরিজ্ঞান হইতে পারে।

তদ্রাজ্যমধ্যে স্থানেশ্বর নামে প্রধান নগর শাস্ত্রানুসারে পুণ্যতীর্থ রূপে গণ্য আছে, পূর্ব্বে যবনেরা ঐ স্থানস্থ পণ্যময় দেবালয় সমস্ত ভগ্ন করত নগরের শোভা হরণ করিয়াছে, ঐ নগরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া পুণ্যবাহিনী সরস্বতী সরিৎ

সরিদ্বরা গঙ্গাতে সঙ্গতা হইয়াছেন, ঐ রাজ্যমধ্যে দ্বিতীয় নগর পাটিয়ালায় রাজার বাসপ্রাসাদ আছে, এক্ষণে তদ্দেশ মধ্যে ভিন্ন২ শাক অধ্যক্ষেরা বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্প্রীতি রাখিয়া স্বাধীনের ন্যায় রাজ্য ভোগ করিতেছেন।

॥*॥ ইতি পঞ্জাবেতিহাসে রাজ্যখণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদঃ সমাপ্ত ॥*॥

——000——

কাশ্মীর রাজ্য বিবরণ।

কাশ্মীর রাজ্যের চতুঃপার্শ্ব পর্ব্বত পরিবেষ্টিত প্রযুক্ত পুরাবৃত্ত বেত্তা প্রাচীন পণ্ডিতগণের দ্বারা উপত্যকারূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহার উত্তরাংশে ক্ষুদ্র তীব্বত পর্ব্বত ও দেশ, পূর্ব্বভাগে লাডাক রাজ্য, দক্ষিণদিগে লাহোর রাজ্যের সীমা, পশ্চিমে পকিলি রাজ্য। তদ্দেশ প্রথম ও শেষাংশাপেক্ষা অণ্ডাকৃতির ন্যায় মধ্যভাগে বিস্তৃত। এই রাজ্যের দীর্ঘতা ৫৫ ও অসম প্রাশস্ত্য ৩০ ক্রোশের অধিক নহে, ভিন্ন রাজ্য হইতে কাশ্মীর গমনোপযোগী সপ্তবর্ত্ম আছে, তন্মধ্যে বম্বরের পথ প্রশস্ত তদ্দ্বারা শকটাদির গতায়াত হয়, পুরাণ ও রাজতরঙ্গিণী পুস্তকে বিশেষতঃ ইং ১৫৮২ সালে আখবর বাদশাহের অনুমত্যনুসারে আবল ফজেল ফৈজি দ্বারা আইন আখবরী গ্রন্থে প্রকাশ যে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য নিত্য বসন্তময় আরামের ন্যায় মনোরম, অত্যুচ্চ পর্ব্বত

শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত, ও পর্ব্বতীয় পতিত নির্ম্মল জল ধারা দ্বারা নানা সরিৎ সরোবর সৃষ্টি হওয়াতে তদ্দেশের ভূমি অত্যুর্ব্বরা ও স্বভাবতঃ শ্রমত সরসা যে বৃষ্টি ব্যতিরেকেও আহারীয় যব গোধূম ধান্যাদি বিবিধ শস্যোৎপত্তি শালিনী হইয়া গোলাব চামলী চম্পক শেঁউতী জাতি প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প এবং দাড়িম্ব জম্বীর অঙ্গুর দ্রাক্ষাদি বিবিধ উপাদেয় ফলোৎপত্তি করিয়া থাকে, বায়ু বারি স্বাস্থ্যকর, তদ্দেশ মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগি পশুপক্ষি মৎস্যে পরিপূর্ণ, এবং কৃমিজ লোমজ ও সূত্রজ অর্থাৎ রেসমের দ্বারা নানা বর্ণীয়পট্ট বস্ত্র ও লোমজাত শাল রুমাল পট প্রভৃতি ও কার্পাস সূত্র সম্ভব বস্ত্র ও নানাপ্রকার ধাতুময় অস্ত্র পাত্রাদি প্রস্তুতহয়, মর্ত্য লোকের মধ্যে কেবল এই দেশে কেশর বা কুঙ্কুম উৎপন্নহইয়া থাকে, এতদ্দেশীয় লোকাবাসের মধ্যে সর্প বৃশ্চিক ও অন্য২ প্রকার বিষধর জন্তু ভয় নাই; অন্য দেশের সহিত এতদ্দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক না থাকিলেও তত্রত্য প্রজারা বিনাক্লেশে কাল যাপন করিতে সমর্থ হয়।

আদি বৃত্তান্ত।

কথিত আছে আদিকালে এতদ্দেশীয় উচ্চ অচল ব্যতীত তাবৎ ভূমি জলমগ্ন ছিল, সেই জলরাশি সতীসর নামে কথিত পরে বিতস্তা নদী পর্ব্বত ভেদ করিয়া হিন্দুস্থানে নিঃসৃতা

হইলে তদ্দ্বারা ঐ জল রাশির হ্রাস হয় এবং ভূমির উদয় হইলে মহর্ষি কশ্যপ মহাশয় ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ জাতির বাস করাইয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাঁহারদিগের বংশ বিস্তার হইয়া বহুদূর ব্যাপক স্থানে২ বাস করিলেন ও তাঁহারদিগের সদসৎ কার্য্য বিচারার্থ রাজ নিয়োগ হইল, পরে ঐ দেশ এককালে বিদ্যা বিভবে অন্য২ দেশাপেক্ষা অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল, ও তথাকার রাজারা সময়ে২ দিগ্বিজয় পূর্ব্বক আসমুদ্রকরগ্রাহি রূপে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য করিয়াছেন।

কাশ্মীর দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে পুণ্যময় ও পবিত্র স্থান তদ্দেশের মধ্যে মহাদেব, হরি, দুর্গা ও ব্রহ্মার নামধারি কএকটী পর্ব্বত আছে ও তদ্দেশের নানাস্থানে পঞ্চ চত্বারিংশৎ শিব তীর্থ ও চতুঃষষ্টি বিষ্ণু তীর্থ, তিন ব্রহ্ম তীর্থ ও দ্বাবিংশতি দুর্গা তীর্থ, আছে, ও সপ্তশত নাগের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব কাবল, কান্দহার, পেসোয়ার, বম্বর, বিজোর, লাহোর, সিন্ধু, জম্বূ ও নাগরকোর্ট এই রাজ্যের অধীন ছিল, পরে যবন সাম্রাজ্য সময়ে ভিন্ন২ হইয়া যায়।

দেশের বিবরণ।

কাশ্মীর দেশে বর্ষার আতিশয্য নাই যদ্যা কদাচিৎ তাতার দেশের ন্যায় লঘু বৃষ্টি হয়, পর্ব্বতাধিক্য প্রযুক্ত এতদ্দেশে প্রায় ভূকম্প হইয়া থাকে, তদ্ধেতুক লোকেরা প্রস্তরালয় ও ইষ্টক

নির্ম্মিত গৃহাপেক্ষা কাষ্ঠময় গৃহে নিঃশঙ্কে রহে এবং তণ্ডুলান্ন ও ফলমূল, সদ্য ও শুষ্ক মৎস্য মাংস ভক্ষণ ও হিমাতিশয়তা বশত মদ্যপান করিয়া থাকে, এতদ্দেশীয় আঙ্গুর ও দ্রাক্ষারস জাত মদিরা বিলাতীয় মেদারা সুরা অপেক্ষা মধুরা হয়, এবং ইক্ষুরস সম্ভব শর্করা উত্তম, হিন্দুস্থানের মধ্যে অস্ত্র,বস্ত্র,ও কাগজ এতদ্দেশে উৎকৃষ্ট ও সরোবর জলে সাঙ্গিরা নামক একপ্রকার জল ফল এত অপর্য্যাপ্তরূপে উৎপন্ন হয় যে তাহা ভোজন দ্বারা অধিকাংশ ইতর জাতিরা দিন যাপন করিয়া থাকে।

এতদ্দেশজাত ঘোটক ক্ষুদ্রাকৃতি অতিসুদৃশ্য পরাক্রমী ও পরিশ্রমী, প্রজা দিগের হস্তি উষ্ট্রের পালন করণের প্রয়োজন করেনা, নৌকা দ্বারা বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এইদেশ নদী, হ্রদ ও পর্ব্বতীয় জলধারায় পূর্ণ, এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বদা নৌকার যাতায়াত হইয়া থাকে, পর্ব্বতের মধ্যে অত্যুত্তম লৌহ ও অন্য ধাতু এবং সৈন্ধব লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, লোকেরা লবণের দ্বারা নানা প্রকার ব্যবহার যোগ্য পাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে, পর্ব্বতে বহু মূল্যের প্রস্তর ও নদী মধ্যে স্বর্ণ লাভ হয়, এবং নিম্ন শ্রেণীস্থপর্ব্বতের উপরি ভাগে স্বভাবত পিচ,আকরোট প্রভৃতি নানা ফলোৎপত্তি ও পশ্বাদির আহারীয় সুকোমল তৃণাদি জন্মে, তথায় সিংহ, ব্যাঘ্র, খড়্গী প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তু ভয় নাই, কিন্তু মশক মক্ষিকা অতিশয় এবং কুজ্ঝটিকাও কখন২ উদয় পায়।

এতদ্দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ পর্ব্বত অত্যুচ্চ মেঘস্থল অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, উপরিভাগে তুষার পতনে বৃক্ষাদি জন্মেনা, পর্ব্বতীয় উপত্যকা ও অধিত্যকা মধ্যে স্থানেং মনুষ্য লোকের বাস আছে, তাহারা প্রায় হিন্দু ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী কিন্তু পথের দুর্গমতা প্রযুক্ত তাহারা কখন ভিন্নজাতীয় বিপক্ষা ক্রান্ত হয় নাই, জগদীশ্বর তাহারদিগকে সেই অল্প ভূমির মধ্যে এমত সুখী করিয়াছেন যে তাহারা ভিন্ন দেশীয় কি কাশ্মীরীয় লোকের সহিত সম্পর্ক নারাখিয়াও অনায়াসে কালযাপন করিতেছে তাহারদিগের প্রয়োজনীয় তাবদ্দ্রব্য স্বস্থানেই উৎপন্ন হয়।

কাশ্মীরী ভাষা সংস্কৃত মূলিকা ও অক্ষর দেবনাগর মূলক, দেশীয় লোকের মনে বিশিষ্টরূপে বিদ্যোৎসাহিতা আছে, তদ্দেশের পণ্ডিতগণেরা গদ্যাপেক্ষা পদ্য রচনে অনুরক্ত এবং গীতাসক্ত, স্ত্রীজাতিরাও নৃত্য গীত বিদ্যায় নিপুণা ও য়িহুদী বা আরমানী স্ত্রীগণের ন্যায় বাহ্যসৌন্দর্য্য শোভিতা, কিন্তু দেহলাবণ্যের ন্যায় মন নির্ম্মল নহে, তাহা শাঠ্য লাম্পট্য ও অনৃতবাক্যে পূর্ণ, তথাপি তাহারদিগের লাবণ্য মুগ্ধ হইয়া দিল্লীশ্বরেরা অন্য ভার্য্যাপেক্ষা কাশ্মীরী ভার্য্যা গ্রহণোৎসুক হইতেন, যেমত ভদ্রলোকেরা বিদ্যা ধনার্জ্জনে অনুরক্ত তেমত কৃষি লোকেরাও স্বকার্য্যাসক্ত ও শীত বাতাতপ সহিষ্ণু, স্বকার্য্য উত্ত্যক্ত নহে।

ভারতবর্ষের মধ্যে এতদ্দেশীয়েরা শিল্পকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ, লৌহাস্ত্র, লোমজ বস্ত্র ও ধাতু মৃন্ময় ভাজন, প্রস্তর ও স্বর্ণাল ঙ্কার তদ্দেশের ন্যায় অন্যস্থানে জন্মে না। ভূমির রাজস্ব মুদ্রা দেওয়া তদ্দেশের ব্যবহার নাই, আখবর বাদশাহের সময়াবধি ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক প্রজার স্থানে রাজকর স্বরূপে গৃহীত হয়, তৎপূর্ব্বতন রাজারা প্রজার স্থানে চতুর্থাংশ শস্য গ্রহণ করিতেন।

কাশ্মীর রাজ্য পূর্ব্বকালাবধি দ্বিখণ্ডে বিভক্ত, তাহার প্রথম পূর্ব্ব খণ্ড মীরাজী ও দ্বিতীয় পশ্চিম খণ্ড কামরাজী নামে প্রসিদ্ধ, ঐ দেশে হিন্দু রাজারা বহু সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছেন তাহা অপ্রতিবাদে হিন্দু যবন ও ইংরাজী গ্রন্থে প্রতিপন্ন হইতেছে, আইন আখবরী গ্রন্থে প্রকাশ যে কাশ্মীর সিংহাসনে ১৫৯ হিন্দু রাজা ৩৮২৮ বৎসর সাতমাস ১৮ দিন পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছেন। কাশ্মীরের হিন্দুরাজা সেনাদেবের ভৃত্য সামীর নামক একজন যবন ছিল ঐ রাজার মরণের পর তীব্বত দেশের রাজা অধনদেব এইরাজ্য অধিকার পূর্ব্বক সামীরকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ঐ রাজা লোকান্তর গত হইলে তাঁহার রাণী কোটা দেবীকে ঐ যবন বিবাহ করিয়া হিজরি ৭৪২ সালে সিংহাসন গ্রহণ করিল তদবধি যবন জাতির অধিকারে আছে, হিন্দু রাজাগণের সাম্রাজ্য কালে কাশ্মীর রাজ্যে বহুকোটি লোকাবাস ছিল পরে যবন

রাজগণের ও পরিশেষে শীক জাতির দ্বারা বারম্বার উপদ্রুত ও বিলুণ্ঠিত হওয়াতে এক্ষণে আটলক্ষের অধিক বাস নাই।

শ্রীনগর.

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর বিতস্তা নদীর উভয়তীরে স্থাপিত ও তন্নিকটবর্ত্তিনী মার ও লক্ষ্মীখাল নামিকা দুইটা তটিনী আছে তাহাতে বর্ষা ব্যতিরেকে অন্য কালে জল থাকেন, লোকের পারাবার নিমিত্ত নদীর উপরে পাঁচ ছয়টা কাষ্ঠ সংক্রম পাতিত আছে, ভূকম্প ভয়ে নগরীয় গৃহ কাষ্ঠ নির্ম্মিত কিন্তু উর্দ্ধে তিন চারি প্রকোষ্ঠে প্রস্তুত হয়, এই নগর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তুল্যানুতুল্য দেড়ক্রোশের অধিক নহে, নগরবর্ত্ম অতি সংকীর্ণ সর্ব্বদা লোকে পূর্ণ, শাল ও অন্য২ প্রকার লোমজ বস্ত্র ব্যবসায় দ্বারা নগরীয় লোকেরা ধনাঢ্য, এতন্নগরে প্রায় দেড় লক্ষ লোক প্রতি নিয়ত বাস করে, লোকেরা গ্রীষ্ম ও শীত বারণ কারণ স্বস্ব গৃহচ্ছাদ মৃত্তিকায় আবরণ করিয়া রাখে ও তদুপরি গ্রীষ্মকালে নানাজাতীয় পুষ্প বৃক্ষ রোপণ করিয়াদেয়, নগরের বাহিরে বিবিধ পুষ্পোদ্যান আছে ইং ১৬৬৩ সালে অওরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত গমন করিয়া মেং বর্ণিয়র সাহেব এতন্নগরের যেরূপ সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন এক্ষণে তাদৃশ নাই, এই নগর এক্ষণে কাশ্মীর নামে বিখ্যাত, প্রথমত রাজা পরবারসেন এইনগর স্থাপন করিয়া ছিলেন,

নগরের দক্ষিণাংশে শেরগড় নামক দুর্গ মধ্যে পূর্ব্বাপর সুবাদার ও রাজপুরুষেরা বাস করিয়া থাকেন।

কাশ্মীর নগরের পূর্ব্বাংশে শলিমান কোষ নামক উচ্চ পর্ব্বতের সংলগ্ন যে দুই বৃহৎ হ্রদ আছে তাহার জলের হ্রাস বৃদ্ধি কোন সময়ে নাই এবং জালার মধ্যে ঐ জল বহুকাল পর্য্যন্ত রাখিলেও দুর্গন্ধ উদয় হয়না।

কাশ্মীর রাজ্যের তীর্থ মাহাত্ম্য ও নানা আশ্চর্য্য ব্যাপার পুরাণে ও রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে লিখিত আছে এবং যে কিঞ্চিৎ আবল ফজেল ফৈজি লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা তত্তাবদ্বিষয় ঐশ্বরীয় কার্য্য জ্ঞান করাযায়, মনুষ্যকৃত হইলে যবন জাতির বিশেষতঃ বহুদর্শি বিচক্ষণরাজ ইংরাজদ্বারা কৃত্রিমতা প্রকাশ হইত।

বীরাঙ্গ নগরীয় কুণ্ড।

কাশ্মীর নগরের পূর্ব্বভাগে অষ্টাদশ ক্রোশান্তরে বীরাঙ্গ নগরের সান্নিধ্য এক পর্ব্বতের উপরিভাগে এক কুণ্ড আছে তাহার পরিমাণ ষোড়শ হস্তের অধিক নহে ঐ কুণ্ড একাদশ মাস শুষ্ক থাকে জ্যৈষ্ঠমাসে তন্মধ্যে যে দুই নির্ঝর বা ক্ষুদ্র গহ্বর আছে তাহা সন্ধ্যাবারি ও সত্যঋষি নামে বিখ্যাত, প্রথমত সন্ধ্যাবারি গহ্বরে জল উৎপন্ন হইয়া পরে সত্যঋষি গহ্বরে জলের উদয় হয়, তদনন্তর উভয় কুণ্ডের জল একত্রিত হইয়া জলাশর পূর্ণ করে, এইরূপ প্রত্যহপ্রাত মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে

জল পূর্ণ হইয়া পরে শুষ্ক হইয়া যায়, যে সময়ে জল পূর্ণ রহে তৎকালে তাহার উপরিভাগে যাত্রিরা যেং কুণ্ডের উদ্দেশ মানসে পুষ্প নিঃক্ষেপ করিয়া থাকে সেইং পুষ্প সেই কুণ্ড দ্বারে জল শোষণ সময়ে আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার প্রাগুক্তকালে সেই কুণ্ড দ্বারে ঐ পুষ্প উত্থিত হয়। এই কুণ্ডের জল ত্রিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত এবম্প্রকারে হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহার জল অতিপবিত্র।

দ্বিতীয় কুণ্ড।

উক্ত কুণ্ডের অদূরেই আর এক কুণ্ড আছে তাহা ষণ্মাসা বধি শুষ্ক থাকে, ঐ স্থানের নিকটস্থ পঞ্চ গ্রামের প্রজা লোক কৃষি কার্য্যার্থে জল প্রার্থনায় তথায় গমন করিয়া পূজা ও ছাগ মেষ বলিদান করিলেই কুণ্ডে জলোৎপত্তি হইয়া সান্নিধ্য পঞ্চ গ্রাম্য ভূমিতে পতিত হয়, পরন্তু জলের প্রচুরতা প্রযুক্ত কার্য্য হানি হইলে পুনর্ব্বার বলিদানাদি করিবা মাত্র নির্ঝর শুকাইয়া যায়।

তৃতীয় কুণ্ড।

তৃতীয় কুণ্ড কুকরনাগ নামে বিখ্যাত, এই কুণ্ডের জল অতি নির্ম্মল তৎপানে পিপাসা ও ক্ষুধা শান্ত হয় এবং তাহা অজীর্ণ রোগের এক মহৌষধ, এই কুণ্ডের সান্নিধ্য আর এক

জলাশয় মধ্যে এক সুনির্ম্মিত দেবমন্দির আছে, ঐ স্থানে সন্ন্যাসিরা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে আর এক কুণ্ড আছে তাহাতে জনশ্রুতি এই যে পূর্ব্বে কোনং মহাত্মা তথায় স্পর্শমণি প্রাপ্ত হন, ঐ কুণ্ডের দক্ষিণ পর্ব্বতশ্রেণীমধ্যে এক লৌহের খনি আছে।

পঞ্চ বড়ুয়া।

কাশ্মীরের মধ্যে পঞ্চ বড়ুয়া নামক নগর পুণ্যতীর্থ মধ্যে গণিত, তাহা পূর্ব্বে অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, ঐ স্থানে সপ্তদেব মন্দির ও তন্নিকটে নন্দিমার্গ নামে সুদৃশ্য এক প্রান্তর আছে।

পর্ণপুর।

পরগনা বিহাইএর অন্তর্গত পর্ণপুর নগরে প্রায় দ্বাদশ সহস্র বিঘা ভূমিতে কুঙ্কুম উৎপন্ন হয়, তন্নিকট বীরণ নামক নগরে এক কুণ্ড আছে তাহা মহাতীর্থমধ্যে গণিত, কথিত আছে ঐ কুণ্ড হইতে প্রথম কালে কুঙ্কুমের বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তদুৎপাদকেরা তাহা রোপণ করণ পূর্ব্বে ঐ কুণ্ডের সমীপে পূজারাধনা করিয়া তজ্জলে গো দুগ্ধ ঢালিয়া দেয় যদি ঐ দুগ্ধ ডুবিয়া যায় তবে স্বকার্য্যের মঙ্গল চিহ্ন জানিয়া হর্ষযুক্ত হয়, আর তাহা জলের উপরি ভাসিত হইলে মন্দ লক্ষণ জানিয়া সন্দিগ্ধ থাকে।

কেব্ধ নগর।

কাশ্মীর মধ্যে কেব্ধগ্রামে ৩৬০ ছোট বড় পুণ্য কুণ্ড এবং তথায় এক লোহের আকর আছে। ঐ গ্রাম পুণ্যতীর্থ মধ্যে পরিগণিত।

মাড়য়ার ধুন।

মাড়য়ার ধুন স্থানের নিকট ছত্র কোট পর্ব্বতের উপরি ভাগ প্রকাণ্ডাকার সর্পে ব্যাপ্ত কিন্তু তাহারা নীচে আইসে না একারণ তৎপর্ব্বতে কেহ আরোহণ করিতে পারেনা, তন্নিকটে আর এক পর্ব্বতে এক কুণ্ড আছে তাহার জল কখন সদর্শন কখন অদর্শন হয়, ঐ তীর্থে অত্যল্পলোক গমন করিয়া থাকে ঐ পর্ব্বতের অধোভাগে মধ্যে২ স্ফটিকের শিবলিঙ্গ দর্শন করা যায় এবং দেখিতে২ অদর্শন হয়।

গুণর নগর।

গুণর নগর মধ্যে এক কুণ্ড আছে তাহার গভীরতার পরিমাণ নাই, ঐ হ্রদের চতুর্দ্দিগে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীনদেব মন্দির আছে যে সময়ে ঐ হ্রদের জল হ্রাস হইতে থাকে তখন জলমধ্যে এক চন্দন কাষ্ঠের শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

অলর হ্রদের নিকটে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতে এক ক্ষুদ্র হ্রদ আছে তজ্জল লবণময় এবংচরিষ্ণু কৃষ্ণসার মৃগসমূহ দৃষ্ট হয়।

মথন নগর।

এক উচ্চ ভূমির উপর মথন নগর স্থাপিত, তথায় পূর্ব্বকালে এক অতি বৃহৎ দেবমন্দির ছিল ঐ স্থানে একক্ষুদ্র জলাশয় আছে তাহার জলের কথন হ্রাসতা নাই, ঐ স্থানে জলশূন্য এক শুড়ঙ্গ আছে তাহা বাবল কূপনামে প্রসিদ্ধ, ঐ স্থানের নিম্ন ভূমিতে এক সরোবর মধ্যে ক্রীড়াকারি বৃহদাকার মৎস্য সমূহ দৃষ্ট হয় কিন্তু স্থান মাহাত্ম্য প্রযুক্ত তাহা কেহ হত্যা করে না, সরোবরের একাংশে এক অতল গামী গহ্বর আছে।

কাওয়ার পাড়া।

কাওয়ার পাড়া স্থানে এক নির্ঝর আছে তাহার জল অত্যন্ত শব্দায়মান হইয়া বক্রগতিতে গিরি নিতম্ব হইতে নির্গত হয়।

অশনগর।

অশনগরের সন্নিধা পর্ব্বত ভিতরে জনার্দ্দন ঋষির এক গন্তব্য পথ বা শুড়ঙ্গ আছে, পূর্ব্বে ঐ পর্ব্বত জলশূন্য ছিল পরে ঐ মহাত্মার আগমন কালাবধি তথায় এক নদীর উৎপত্তি

হয়, তিনি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তথায় কাল যাপন করিয়া পর্ব্বত গহ্বরে প্রবিষ্ট হন তদবধি তাঁহাকে আর দেখা যায় নাই, এক্ষণে এক বৃহৎ প্রস্তরে ঐ গহ্বরের মুখাবরোধ আছে।

দক্ষিণ পাড়া।

মহা তীর্ব্বত দিকস্থ কাশ্মীরের দক্ষিণশ্রেণী পর্ব্বতের নিম্ন ভূমিতে দক্ষিণপাড়া নামক নগর আছে তন্নিকট ব্যাপিয়া জনার্দ্দন ঋষির দ্বারা জাতা তটিনী আসিয়াছে, ঐ স্থানে অমরনাথ নামে মহাতীর্থ অর্থাৎ এক পর্ব্বতীয় শুড়ঙ্গ এই স্থান হইতে মহা তীর্ব্বত দেশ পর্য্যন্ত চলিয়াগিয়াছে, তন্মধ্যে শুক্লপক্ষীয়া ত্রয়োদশী অবধি তুষার বিম্ব দৃষ্ট হয় ক্রমশঃ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পরিণামে অমরনাথ শিবের ন্যায় মূর্ত্তির উদয় হয়, তৎকালে যাত্রীও দর্শকেরা পূজারাধনা করিয়া থাকে এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া একদা অদর্শন হয়। ঐ গহ্বরের নিকটে এক তটিনীর কর্দ্দম শ্বেতবর্ণ তাহাও পবিত্রজ্ঞানে লোকেরা অঙ্গে লেপন করিয়া থাকে, এই স্থানীয় পর্ব্বতের উপর সর্ব্বদা তুষার পতিত হয়, একারণ ঐ জনপদ অত্যন্ত হিমার্ত্ত ও পর্ব্বত দুর্গম্য।

দক্ষামুন নগর।

দক্ষামুন নগরে যে কুণ্ড আছে তাহার জল যে সময় অনি

র্শ্মল অর্থাৎ ঘোলা হইয়া সৈবাল সমূহ উপরে ভাসিত হয় তৎকালে গ্রাম্য লোকের কোন দৈহিক কি সাংসারিক বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে এই স্থানের নিকটে শলিমান প্রস্তরের আকর আছে ঐ প্রস্তরে বিবিধ ব্যবহারোপযোগি পাত্র প্রস্তুত হয়।

ফাক নগর।

স্বনাম প্রসিদ্ধ ফাক নগর ও ভূপ্রদেশ মধ্যে নানা প্রকার সৌগন্ধ্য বৃক্ষ ও পুষ্প প্রকাশ হয়, ঐ স্থানে দাল নামে যে হ্রদ আছে তাহার এক তীরে নগর, ঐ হ্রদের মধ্যে কৃত্রিম উপদ্বীপ প্রস্তুত করিয়া কৃষকেরা শস্যোৎপত্তি করিয়া লয়, কখন২ তস্করেরা দ্বীপের কিয়দংশ ছেদন করিয়া এক দিগ হইতে অন্যদিগে লইয়া যায়, তন্মধ্যে শুলতান জানালাবে দিন এক ক্রোশ পর্য্যন্ত এক প্রস্তরের সেতু প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শ্রীনগর হইতে আরম্ভ হইয়া চলিয়া গিয়াছে পরে ঐ হ্রদের উপদ্বীপ মধ্যে দিল্লীর সাহা জাহান বাদশাহ্ শালিমার নামক এক মনোরম উদ্যান প্রস্তুত করাইয়াছেন।

তিহাদ নগর।

তিহাদ নগর অতি আনন্দ জনক স্থান তন্নিকটে সপ্ত সরিতের সঙ্গম হইয়াছে ঐ স্থানে অনেক প্রাচীন অট্টালিকা

ও তন্নিকট এককুণ্ড আছে তাহার জল গ্রীষ্মেসুশীতল ও শীতকালে অত্যন্ত উষ্ণ হয়।

বাজোয়াল।

বাজোয়াল গ্রামে শালামার নামে যে নির্ঝর আছে তাহার জল শাকোট পর্ব্বত হইতে আশ্চর্য্য রূপে পতিত হয় এই স্থানে একপ্রকার ঝুড়ির আকার বিত্তি দ্বারা বিবিধ মৎস্য ধৃত হয়।

আশাবলারি।

আশাবলারি স্থানে সৌরিসরনামক পুণ্যকুণ্ডের সমীপে প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রাচীন দেব মন্দির আছে এবং তৎসান্নিধ্য শুক্রনাগ নামে যে জলশূন্য কুণ্ড আছে তাঁহার আশ্চর্য্য এই যে শুক্র বাসরে মাসের নবম দিবস হইলে ঐ কুণ্ডে প্রাতঃ কলাবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জলোৎপন্ন হইয়া রাত্রিতে বন্ধ হয়।

জিনাবল।

জিনাবল গ্রামে এক কুণ্ড আছে তন্মধ্যে লোকেরা স্বকীয় শুভাশুভ পরীক্ষার্থ খর্জ্জুর নিঃক্ষেপ করিয়া থাকে, খর্জ্জুর জল মগ্ন হইয়া তলগত হইলে অমঙ্গল চিহ্ন ও ভাসমান থাকিলে মঙ্গল লক্ষণ জানা যায়।

বানল নগর।

বানল নগরে এক দুর্গা মন্দির আছে, তথায় বিবদমান মনুষ্যেরা স্বকীয় ও বিপক্ষের হিতাহিত জয় পরাজয় পরিজ্ঞাপনার্থ ধান্য দ্বারা দুইটা ঘট পূর্ণ করত তাহার এক ঘটে আত্মনাম ও অপর ঘটে বিপক্ষের নাম অঙ্কিত করিয়া সন্ধ্যার পর গৃহ মধ্যে রাখিয়া দেয় এবং গৃহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার কঞ্জীকা অর্থাৎ চাবি আপন স্থানে রাখে, পরদিবস পূজা প্রদান পূর্ব্বক ঘটদ্বয় বাহির করিয়া লয়, যে ঘটে পুষ্প ও কুঙ্কুম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নামানুরূপ তাহারি মঙ্গলোদয় হয় ও যে ঘটে ধূলা ও তৃণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, নামানুসারে তাহার অশুভ হইয়া থাকে। এস্থানের দ্বিতীয় আশ্চর্য্য এই যে বিবদমান ব্যক্তি দিগের বিরোধীয় বস্তুর যথার্থ রূপ স্বত্ব ও অধিকার নিশ্চয় না হইলে উভয় পক্ষীয়েরা দুইটা ছাগ ও দুইটা বিহঙ্গম লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার দিগকে বিষভক্ষণ করাইয়া দেয় এবং উভয় পক্ষে তাহার এক ছাগ ও এক পক্ষী লইয়া গাত্র ঘর্ষণ করিতে থাকে, তন্মধ্যে যে পক্ষের জীব সজীব থাকে, সেই পক্ষকে বিবাদি বস্তুর যথার্থ অধিকারি জানা যায় ও যাহার হস্তে ছাগ ও পক্ষি মরিয়া যায় সেই পক্ষের অনধিকারীত্ব নিশ্চয় হয়।

অরীশ্বর।

অরীশ্বর নামক পর্ব্বতীয় এক কুণ্ড হইতে গুরুতর বেগে শব্দায়মান রূপে জলপতন হইয়া তজ্জলে বিতস্তা নদী পরিতা হয়, ঐ কুণ্ড অতলস্পর্শ, ও তাহা অরিনাগ নামে কথিত তাহার পূর্ব্বদিগে প্রাচীন দেব মন্দির সকল আছে।

কম্বর।

কম্বর নামক স্থানে যে এক নির্ঝর বা জলাকর আছে তদ্দ্বারা কেবল বসন্ত দুই মাস জলোৎপত্তি হয় এবং ঐ জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া বসন্তাবসানে হঠাৎ লুপ্ত হইয়া যায়।

দেব সরোবর বালা।

দেব সরোবর বালা স্থানে এক কুণ্ড আছে তাহা ফেলুনাগ নামে খ্যাত এবং তাহা হইতে যে জলধারা পতন হয় তাহার বেষ্টন ৪৫ হস্ত। লোকেরা বৎসরের শুভাশুভ ও স্বকীয় মঙ্গলা মঙ্গল জানিবার বাসনায় একটা নূতন মৃন্ময় ঘটে ধান্য পূর্ণ করত আপন নাম লিখিয়া ও তাহার মুখ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া ঐ কুণ্ডে নিঃক্ষেপ করণ মাত্র ডুবিয়া যায়, ও কিছু কাল পরে জলের উপরিভাগে পুনরুদয় হইলে উঠাইয়া লয় ও তাহার মুখাবরণ বিমুক্ত করিয়া তাহা হইতে যদি সৌগন্ধের

উদয় হয় ও ধান্য উত্তপ্ত থাকে তবে সুচিহ্ন জানা যায়। ঘটের মধ্যে তৃণ বালুকা ও দুর্গন্ধের প্রকাশ অমঙ্গল চিহ্ন।

ঐ স্থানের নৈকট্য পর্ব্বত হইতে এক অসি নামে সরিৎ শব্দায়মান রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইতেছে ঐ নদীতে কামনা করিয়া সন্ন্যাসীরা প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

কোঠার।

কোঠার স্থানে এক কুণ্ড আছে তাহাতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বারি শূন্য রহে পরে যে সময় বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে প্রবেশ করেন ঐ বৎসর প্রতি শুক্রবারে ঐ কুণ্ডে জলোৎপত্তি হয়, কিন্তু অন্য দিবসে তাহাতে জল রহেনা।

মিতলহাম।

মিতলহাম গ্রামের নৈকট্যারণ্যে ওকর নামক এক পক্ষী প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার বিচিত্র পক্ষ উৎপাটন করিয়া প্রধান লোকেরা স্বীয়২ শিরোভূষণের উপর ধারণ করিয়া থাকেন ঐ পক্ষি রক্ষার নিমিত্ত তথাকার রাজারা বনমধ্যে সর্ব্বদা আহার দান করেন।

সূখবাঁরা।

উক্ত স্থানের নিকটে এক কুণ্ড হইতে অজস্র বারিধারা

পতিত হয় ঐ কুণ্ড অতি পুণ্যময় এবং তত্রত্য পর্ব্বতে তুষার পতিত হয় না।

নিগম নগর।

নিগম বা নাগামা গ্রামের নিকট নীলনাগ নামক ৪০/০ বিঘা ভূমি পরিমাণে এক সরোবর আছে তাহার জল অতি নির্ম্মল, ঐ স্থানে অনেক সন্ন্যাসিরা অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারা মৃত্যু পূর্ব্বে পার লৌকিক শুভা শুভের চিহ্ন এতদ্রূপে দৃষ্ট করিতে পায় যে এক খর্জ্জুর ফল চারি খণ্ডে কাটিয়া জলের মধ্যে নিঃক্ষেপ করে, তন্মধ্যে যুগ্ম খণ্ড ভাসমান হইলে শুভ ও অযুগ্ম খণ্ড ভাসিত হইলে অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং কেহ২ ঐ জলে দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়, দুগ্ধ ভাসমান হইলে মঙ্গল লক্ষণ ও তাহার বিপরীত হইলে অহিত চিহ্ন জানাযায়। কথিত যে প্রাচীন কালে ঐ কুণ্ড হইতে নীলমত নামক এক গ্রন্থ উঠিয়াছে তাহাতে এই দেশের তাবত তীর্থ মাহাত্ম্য ও তীর্থাধিষ্ঠাতা দেবতার ধ্যান পূজা প্রকাশ আছে।

পারয়া নগর।

পারিয়া নগরে এক কুণ্ড আছে তাহাতে নিয়ম মত প্রতি রবিবার প্রাতে কুষ্ঠ রোগীরা স্নানাবগাহন করিলে ব্যাধি বিমুক্ত

হয়। এবং কুণ্ডের নিকটের প্রান্তরে গবাদি কিছুকাল তৃণ ভক্ষণ করিলে হৃষ্ট পুষ্ট হয়।

হলথল।

পরগণা লাইচের মধ্যে হলথল গ্রামে এক আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে, তাহার একটি পত্র নাড়িলেও সমগ্র বৃক্ষ সাখা মূলের সহিত দোলায়মান হয়।

লার নগর।

লার নগরের নিকট হইতে মহাতীর্থবতের পর্ব্বত শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে ও তাহার উত্তর ভাগে কাশ্মীরের উচ্চ শ্রেণী পর্ব্বত, ঐ পর্ব্বতের তল ভূমি মধ্যে দুই কুণ্ড আছে তন্মধ্যে কেবল হস্ত চতুষ্টয় ব্যবধান, তাহার একের জল শীতল ও অপরের জল উষ্ণ, হিন্দু সন্যাসীরা কামনা করিয়া তথায় প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে এক মহা হ্রদ আছে তন্মধ্যে মনুষ্যেরা মৃত লোকের দেহ ভস্ম নিঃক্ষেপ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ হ্রদে কোন অপবিত্র বস্তু অথবা মাংস নিঃক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ ঝড় ও তুষার বৃষ্টি উপস্থিত হয়।

সত্যপুর।

সত্য পুরনগরে এক অতলস্পার্শ হ্রদ আছে তাহাও তীর্থজ্ঞানে

প্রপূজিত হয় ও তন্নিকট মহাদেবের ভূতিশর নামে তীর্থ আছে যৎকালে যাত্রিরা পূজারাধনা করিয়া থাকে তৎকালে এক আশ্চর্য্য শব্দ শ্রুতিগোচর হয় কিন্তু কোথা হইতে শব্দ নিঃসৃতহইয়া থাকে তাহা কেহ নিরূপণ করিতে পারেনা।

গয়াহামু।

ক্ষুদ্রতিব্বতের সংলগ্ন গয়াহামু স্থানে অলর নামে এক বিখ্যাত হ্রদ আছে তাহার পরিবেষ্ঠন চতুর্দ্দশক্রোশ, তন্মধ্যে শুলতান জানালআবেদিন জাইয়নলঙ্ক নামে এক বৃহদ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মাছামু।

মাছামু স্থানের নিকট এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে তাহা বৃক্ষে পরিপূর্ণ যে সময় বায়ুর দ্বারা বৃক্ষ সমূহ দোলায়মান হয় সে সময় উপদ্বীপ ও কম্পিত হইয়া থাকে।

পরেশপর।

পরেশপুর গ্রামেও কেশরের কৃষিকর্ম্ম চলিত আছে ঐ গ্রামে এক বৃহদ্দেব মন্দির ছিল তাহাজানলআবেদিনের পিতা সেকেন্দর ভাঙ্গিয়াছেন পরে ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে এক তাম্রপত্র পাওয়া যায় তাহাতে দেবনাগরাক্ষরে হিন্দিভাষায় লিখিত ছিল

যে এই দেবালয় ১১০০ বৎসর পরে শেকেন্দর নামক যবনের দ্বারা বিনষ্ট হইবে।

তূরীয় গ্রাম।

পরগণা কামরাজের তুরীয় গ্রামে চক বংশীয় রাজাদিগের অধিবাস ছিল এইস্থানে চেতুরনাগ নামক এক জলাশয়ে বৃহদাকার মৎস্য সকল আছে ঐ মৎস্য যে কেহ ধরিয়া লয় তাহার প্রতি দৈব পীড়া উপস্থিত হয়।

গোরগ্রাম।

উক্ত গ্রামের সন্নিহিত এক পর্ব্বতের মধ্যে একখণ্ড দশবিঘা পরিমিতা ভূমি আছে যে কালে বৃহস্পতি সিংহরাশি গত হন সেকালে ঐ ভূমি এমত প্রতপ্তা হয় যে তন্মধ্যস্থ বৃক্ষাদি জ্বলিয়া যায় ও দৈবাধীন পশ্বাদি পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

স্বর্ণলাভ বিবরণ।

কামরাজ হইতে কেশঘর নামক তীর্থ পর্য্যন্ত ও পকিলির পূর্ব্বগামিনী নদীমধ্যে স্বর্ণ এতদ্রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশেষতঃ তদ্দেশীয়েরা দীর্ঘলোম যুক্ত ছাগ চর্ম্মে প্রস্তর বান্ধিয়া দীর্ঘাকার রজ্জু সংলগ্ন করত নদীজলে নিঃক্ষেপ করিবা মাত্র

তাহা নিমগ্ন হয় ও প্রস্তরের ভারে স্রোতে বিচলিত হইতে পারে না, দুই তিনদিন পরে তাহা জলে হইতে উঠাইয়া রৌদ্রে রাখিয়া দেয় যৎকালে পূর্ব্বমত শুষ্ক হইয়া যায় তৎকালে চর্ম্ম ঝাড়িবা মাত্র খণ্ডং স্বর্ণ প্রাপ্ত হয়, কখনং তন্মধ্যে একং খণ্ড তিন তোলা পরিমাণের স্বর্ণ লাভ হয়।

নদীপদ্মবতী।

উক্তা নদী দাওদ পরগণা হইতে নির্গতা হইয়াছে এই নদীর বালুকা মধ্যেও স্বর্ণ খণ্ড পাওয়া যায়, তত্তীরে এক প্রাচীন দুর্গা মন্দির আছে তাহা শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে স্বভাবত কম্পমান হয়।

কুঙ্কুম বা কেশর।

কেশর উৎপত্তি বিষয়ে নানা আশ্চর্য্য প্রাচীনেতিহাস শুনা যায়। ঐ বস্তু এতদ্রূপে জন্মে যে প্রথমতঃ কৃষকেরা হলের দ্বারা উত্তম রূপে ভূকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার কুদ্দাল দ্বারা তন্মধ্যে উচ্চ নিম্ন শ্রেণী করিয়া তাহাতে পলাণ্ডু মূলের ন্যায় কেশর মূল রোপণ করিয়া দেয়, তাহা এক মাসান্তরে অঙ্কুরিত হইয়া প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়, এবং মৃত্তিকার উপরে একাঙ্গুলি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া পুষ্পিত হয়।

এবং প্রকারে এক মূলহইতে অষ্ট সংখ্যক চারা উৎপন্ন হওনের পরে কার্ত্তিক মাসের শেষ ঐ বস্তু পরিপক্ব হয়, তৎকালে কুঙ্কুম চারা অর্দ্ধ হস্তের অধিক বাড়ে না, পীতবর্ণ প্রত্যেক পুষ্পে ছয় দল জন্মে, প্রত্যেক দলে এক২ তন্তু অর্থাৎ মধ্য গত সূত্র তন্মধ্যে তিনটা পীতবর্ণ ও অপর তিনটা কমলালেবুর ন্যায় বর্ণ যুক্ত হয়, ঐ তন্তুতে কেশর জন্মে, এই চারা অগ্রে পুষ্পিত হইয়া পরে পত্র উৎপন্ন করিতে থাকে, পুষ্পদল পরিপক্ব হইলে তাহাহইতে কেশর বাহির করিয়া লয়, প্রথম বৎসরে অল্প পরিমাণ কেশর উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় বৎসরাবধি ষষ্ঠ বৎসরপর্য্যন্ত অধিক পরিমাণ সম্ভব হইয়া থাকে, তাহার পর মূল উৎপাটন করিয়া ভিন্ন২ করত পৃথক্ ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দেয়, যদি ছয় বৎসরের অধিককালে ঐ মূল উঠান না যায় তবে নষ্ট হইয়া থাকে।

শাল উৎপত্তি বিবরণ।

কাশ্মীর দেশে যে রূপ শালোৎপত্তি হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই যে তীর্ব্বত পর্ব্বতীয়, ভুটীয় ও স্বদেশীয় এক প্রকার ছাগলোমে শাল জন্মে ঐ জন্তুর পৃষ্ঠলোম কৃষ্ণবর্ণ উদরের লোম সুকোমল ও শ্বেতবর্ণ ঐ লোমে অত্যুত্তম শালোৎপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতীয় কুক্কুর, বিড়াল, মেষ ও গর্দ্দভের উপরিভাগের দীর্ঘ লোম উৎপাটন করিয়া মাংস

লগ্ন নবজাত কোমল লোম দ্বারা ঐ বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, প্রথমতঃ লোমাবলি আতব তণ্ডুল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করত বারম্বার ধৌত করা যায়, পরে সংপ্রেষন পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া সূত্র নির্ম্মাতা নারীদিগের দ্বারা তাহাতে সূত্র প্রস্তুত হয়, সেই সূত্র নানাবর্ণে বর্ণিত করিয়া নির্ম্মাতারা তন্ত্রে বা শালযন্ত্রে নির্ম্মাণ করিতে থাকে, এক তন্ত্রে তিন ব্যক্তির প্রয়োজন, প্রথম জন সূত্রের স্থূল সূক্ষ্ম পৃথক্ বিধান কারণ নিযুক্ত রহে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা নির্ম্মাতার হস্তে যোগাইয়া দেয়, তৃতীয় ব্যক্তি স্বয়ং নির্ম্মাতা স্বহস্তে দীর্ঘাকার সূক্ষ্ম ভুরি বা মাকু লইয়া একউচ্চ পীঠোপরি বসিয়া বুনান করিতে থাকে, প্রত্যেক বর্ণের সূত্র ভিন্ন২ কাষ্ঠ সূচির ছিদ্র মধ্যে যোগ করিয়া দেয়, তাহা নির্ম্মাতা প্রয়োজন বশতঃ স্বহস্তে লয়, প্রত্যেক যন্ত্রালয়ে এক২ জন শিক্ষক নিযুক্ত আছে। প্রথমে যেপ্রকার শাল নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহার আদর্শ অর্থাৎ নমুনা কাগজে চিত্রিত করিয়া দেয়, এবং আপনি নিম্নে বসিয়া সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতে থাকে, তৎকারণ শালের নির্ম্মল পৃষ্ঠ অর্থাৎ সদর ভাগ নিম্নে রহে তাহা নির্ম্মাতা দৃষ্ট করিতে পারে না, কাষ্ঠ সূচির দ্বারা বুনানকালে শালের মধ্যস্থ বিচিত্রিত বর্ণ প্রস্তুত হয়, ঐ দ্রব্য নির্ম্মিত হইলে তাহাতে পার্শ্বযোগ অর্থাৎ হাসিয়া সূচির দ্বারা সংলগ্ন করা যায়, এক বৎসরের ন্যূনকালে উৎকৃষ্ট যুগ্ম শাল প্রস্তুত হইতে পারে না, তাহাও দুই তন্ত্রে

উৎপন্ন হয়। মধ্যম শাল তিন চারি মাসে ও অধম কল্প দুই মাসে প্রস্তুত হইয়া থাকে, নির্ম্মাণের পর তাহা ধৌত করা যায়, উত্তম শাল দুই তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুত হয়। উক্ত রাজ্য মধ্যে এক্ষণে প্রায় ষোড়শ সহস্র শাল যন্ত্র ব্যবহার্য্য আছে, তদ্দ্বারা বর্ষে২ ষষ্টি সহস্র শাল উৎপন্ন হওন অনুমান করা যায়। শাল নির্ম্মাণের পর শুল্কালয়ে অর্থাৎ পরমিটে নীত হয়, ও তথায় মূল্য নিরূপিত হইয়া উচ্চ মাসূল নির্দ্ধারিত হইলে তাহা নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা যায়। শালের উচ্চ মূল্য সাড সহস্র মুদ্রার অধিক নাই, কিয়ৎ সংখ্যক শাল বুনান হইয়া অমৃতসরে নীত হয়, তথায় ধৌত করিয়া তাহাতে হাসিয়া যোগ করা যায়, ইদানীং লাহোর অমৃতসরের মধ্যে শাল নির্ম্মাণ হইতেছে ফলতঃ কাশ্মীরের তুল্য জন্মে না এবং কাশ্মীরীয় তন্তুবায়কেরাও স্বদেশের তুল্য লাহোরে ও অমৃতসরে প্রস্তুত করিতে পারে না ইহার বিশেষ কারণ এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই। পূর্ব্বে দিল্লীর বাদশাহেরা ও আরব দেশীয়েরা এতদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তীর্ব্বতীয় ছাগের উদরের নির্ম্মল কোমল লোম সম্ভব শাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ও ঐ শাল গঙ্গাজলী নামে বিখ্যাত এবং অন্য পশুর লোমাপেক্ষা ঐ লোমের মূল্যও মাহার্ঘ।

কাশ্মীরের রাজাবলি।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম কালাবধি এতদ্রাজ্যের রাজ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ফলতঃ ক্ষুদ্র পুস্তকে তত্তাবৎ বাহুল্য বৃত্ত বর্ণনে নিবৃত্ত হইয়া সংক্ষেপে কিঞ্চিদ্বার্ত্তা লিখিতেছি।

দ্বাপর যুগের শেষাংশে কাশ্মীরের রাজা অগনন্দ জরাসন্ধের পক্ষছিলেন তিনি মথুরার যুদ্ধে বলদেবের হস্তে ব্যাপাদিত হন— তৎপুত্র দামোদর পিতৃসিংহাসনে কিয়দ্দিবস রাজ্য করিয়াছিলেন, যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ্য গণের সহিত গান্ধারে বিবাহ উৎসাহে আহূত হইয়াছিলেন তৎকালে ঐ রাজা সিন্ধুনদী তীরে পিতৃ বিপক্ষ যাদবগণের প্রতি আক্রমণ করিয়া ঐ যুদ্ধে নিহত হন, তৎকালে তাঁহার স্ত্রী অন্তর্বত্নী ছিলেন ঐ গর্ভে বালদেব নামক রাজা উদ্ভূত হন, পরে ঐ বংশীয় পঞ্চত্রিংশৎ দুরাত্মা রাজারা ক্রমশঃ রাজ্য করিয়াছিল।

লুলুরাজ।

পূর্ব্ব বংশের অবসানানন্তর লুলু নামক ধার্ম্মিক কাশ্মীরের রাজা কামরাজের নিকট স্বনাম প্রসিদ্ধ লুলু নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন অদ্যাপি তন্নগরের লুপ্ত চিহ্ন পাওয়াযায়, তাহার পর কৃষ্ণ, কাগন্ধর, শিরন্ধর, গোধর স্বর্ণ, জনক, ও

তেজঃনর এই সপ্ত রাজারা পরং রাজ্য করেন তাঁহারা জৈন ধর্ম্মীছিলেন।

অশোক রাজ।

জনকের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা অশোক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া জৈন ধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করত বৈদিকাচার প্রচার করেন, তৎ পুত্র রাজা জলৌকস্ দিগ্বিজয় করত আসমুদ্রকর গ্রাহী হন, তিনি ন্যায় বিচারে প্রজা পালন দ্বারা মহাযশস্বী ছিলেন, ঐরাজা কান্যকুব্জের শতজন ব্রাহ্মণের প্রতি রাজকীয় যাবদীয় ভারার্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার সভ্য এক জন জ্যোতিজ্ঞ বহুরূপী ও নাগ বাহন ছিল। ঐ রাজা বৃদ্ধাবস্থায় বুদ্ধমতাবলম্বী হন।

রাজা দামোদর দ্বিতীয়।

উক্ত রাজার অবর্ত্তমানে তাঁহার ভ্রাতা দামোদর রাজা হন তিনিও প্রজা পালকছিলেন কথিত আছে তিনি কোন সন্ন্যাসিব অভিসম্পাতে সর্প হইয়াছিলেন।

রাজা নরক।

কাশ্মীরদেশ নরক রাজার রাজ্য সময়ে বৌদ্ধ ধার্ম্মী হইয়াছিল ঐ রাজা দেবমন্দির সমহ দগ্ধ করিয়া দেয়।

রাজা মৃকল।

ইহার পর মৃকল নামক এক দুরাত্মা রাজ্যাধিকারী হয়, সেকৌতুক করিয়া এক শত হস্তিকে পঙ্কে নিমগ্ন করত প্রাণ নষ্ট করিয়াছিল, শ্রুতি আছে তাহার অধিকার কালে ঐ দেশের নদী মধ্যে এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড উদয় হইয়া নদীর স্রোতোবরোধ করিয়াছিল, রাজাজ্ঞাক্রমে ভাস্করেরা দিবা কালে যে পরিমাণে তাহা ছেদন করিত রাত্রে তৎপরিমাণে বৃদ্ধি হইত শেষ তদ্বিষয়ে আকাশ বাণী দ্বারা উপদেশ হয় যে সাধ্বী স্ত্রী স্পর্শে ঐ প্রস্তর অদর্শন হইবে একারণ তদ্দেশের ক্রমশঃ বহুলক্ষ স্ত্রীরা স্পর্শ করাতে সিদ্ধি না হইলে ঐরাজা ক্রোধ পূর্ব্বক ত্রিশলক্ষ স্ত্রী বধ করিয়াছিল পরিশেষে ঈশ্বরের করুণা প্রযুক্ত এক কুম্ভকারিণীর হস্ত স্পর্শে তাহা অদৃষ্ট হয়। ঐ রাজা স্ত্রী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত রূপ অনলে স্বদেহ ভস্ম করিয়াছিলেন।

রাজা কুবার্ত্তীক।

অনন্তর এই রাজ্য রাজা কুবার্ত্তীকের শাসনাধীন হয়, ঐ রাজা বহু দূর পর্য্যন্ত ভারত বর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন তিনি এমত দয়ালু ছিলেন যে তৎকালে যবনাদিরা জীব হনন পূর্ব্বক মাংস খাইতে পারিতনা। শলিমান পর্ব্বতের

উপরে অদ্যাপি যে সকল মন্দির দৃষ্ট হয় তাহা তাঁহারি মন্ত্রী নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠিরদেব।

তদনন্তর যুধিষ্ঠিরদেব নামক রাজা প্রথমত ন্যায়ে প্রজা পালন করিয়াছিলেন পরে তাঁহার লাম্পট্য দোষে প্রজারা হিন্দূস্থানের ও লাডাক দেশের রাজার সহিত ঐকবাক্য হইয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারা বদ্ধ করিয়াছিল।

রাজা চন্দ্রদেব।

এই রাজ্য কালক্রমে চন্দ্রদেব নামক রাজার অধীন হয় কথিত আছে ঐ রাজা আপন ধার্ম্মিক সচিবের বিপক্ষের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে নিরপরাধে নিহত করেন পরে মন্ত্রী আপন গুরুর প্রসাদাৎ পুনঃ সজীব হইয়া রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ দ্বারা প্রজাক্ষয় হয়।

রাজা মেঘবাহন।

মেঘবাহন নামক রাজা পরম ধার্ম্মিকছিলেন এবং ধর্ম্মবলে সসাগরা পৃথিবীর পতি হইয়া সাম্রাজ্য করিয়াছেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য।

তদনন্তর অনপত্য হিরণ নামক রাজার মরণে মন্ত্রিরা

উজ্জয়নীর রাজা বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি কিয়ৎ কাল প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসন করিয়া পরে মথুরাকান্ত নামক একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকে ঐ রাজ্য দান করিয়াছিলেন।

ঐ রাজা অপুত্রক প্রযুক্ত প্রাচীনাবস্থায় নাগরকোটের রাজা পরবর সেনকে রাজ্য দান করিয়া বারাণসী গমন পূর্ব্বক তথায় প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা পরবর সেন।

রাজা পরবর সেন রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনগর স্থাপন করিয়াছিলেন তিনি ধার্ম্মিক এবং এমত উদ্যম দাতা ছিলেন যে কাশ্মীর দেশের একাদশ বর্ষের বার্ষিক করের তুল্যার্থ একদা রাজা মথুরাকান্তের নিকট বারাণসীতে বিতরণার্থ প্রেরণ করেন।

রাজা রত্ন দত্ত।

এতৎপরে রাজা রত্ন দত্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া বহুদেশ জয় করেন, কথিত আছে তিনি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া অমাত্য গণের সহিত কিশ্‌তাওয়রের নিকট চন্দ্রভাগা নদী তীরে এক গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তদ্বিষয়ে তদ্দেশীয় লোকেরা নানা আশ্চর্য্য ইতিহাস কহিয়া থাকে।

রাজা বালা দত্ত।

অনন্তর রাজা বালা দত্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত রাজ্য বাড়াইয়াছিলেন।

রাজা চন্দ্রানন্দ।

তদনন্তর চন্দ্রানন্দ নামক রাজা ন্যায় বিচারে ও সাধু পালনে বিখ্যাতছিলেন তৎসময়ে একজন অধ্যাপককে তাহার প্রতি-যোগী অন্য এক ব্রাহ্মণ হনন করিয়াছিল কিন্তু কেহ সাক্ষী ছিল না তথাপি সন্দেহ প্রযুক্ত মৃতের ব্রাহ্মণী রাজ সন্নিধানে অভি যোগ করিল, রাজা অপ্রাপ্ত সাক্ষ্যস্থলে বহু বিতর্কেও দোষ প্রমাণ করিতে না পারিয়া বিমর্ষ চিত্তে তিনদিন রাত্রি নিরাহারে ছিলেন, পরিশেষে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নিদ্রিত হইলেন এমতকালে স্বপ্নে দৃষ্ট হইল যেন জনেক মহা পুরুষ আগত হইয়া কোন মন্ত্র উপদেশ করিয়া কহিলেন যে "তণ্ডুল চূর্ণ এই মন্ত্রে পূত করত ভূমিতে বিস্তার করিবা ও সন্দিগ্ধ ঘাতকাকে তদুপরি পদবিহরণ করিতে কহিবা যদি পদ চতুষ্টয়ের চিহ্ন দৃষ্ট হয় তবে অবশ্য জানিবা যে ঐ ব্যক্তি বধ করিয়াছে,, রাজা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া অবিলম্বে সভামধ্যে আসিয়া ঐ রূপ অনুষ্ঠান করিলে ঐ তণ্ডুল চূর্ণের উপর পদাঙ্ক চতুষ্টয় দৃষ্ট হইল তৎকালে বিপ্রের দৈহিক দণ্ড কি প্রাণ দণ্ড

ছিলনা এতাবতা মৃতের লৌহমূর্ত্তি নির্ম্মাণকরত প্রতপ্ত করিয়া ঘাতকের মস্তকে তদ্দ্বারা ব্রহ্মহত্যার চিহ্ন দিয়া দেশ বহিষ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণীকে বৃত্তি দানে সন্তোষিত পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

রাজা ললিতা দত্ত।

কাশ্মীরের রাজা ললিতা দত্ত দান দয়া ও যুদ্ধ বীর ছিলেন তিনি ভারত বর্ষ অধিকার করিয়া ইরান তুরান প্রভৃতি যবন রাজ্য অধিকৃত করিয়াছিলেন, কথিত আছে তিনি উত্তর শ্রেণী পর্ব্বত ভ্রমণ সময়ে কোন ঋষির কোপে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

রাজা অর্ঘানন্দ।

রাজা অর্ঘানন্দ প্রচণ্ড পরাক্রমী এবং দানশৌণ্ড ছিলেন তিনি একদা কাশীধামে একলক্ষ অশ্ব সজ্জীভূত করিয়া দক্ষিণার সহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণে দান করিয়াছিলেন।

রাজা অজয়ানন্দ।

রাজা অজয়ানন্দ পৃথিবীর বহুদূর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন, যাজ নামক তাঁহার শ্যালক ঐ সময় সেনাদিগকে ও দেশের প্রধানগণকে বশীভূত করত রাজ বিদ্রোহিতা করিয়া

ছিল, রাজা আত্ম রক্ষার্থ বঙ্গ দেশে পলাইয়া যান, এবং তথা হইতে সৈন্য আনয়ন পূর্ব্বক বিপক্ষকে পরাভূত করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হন।

রাজা ললিতানন্দ।

রাজা ললিতানন্দ অতি হীন বুদ্ধি এবং নীচ ও স্তাবক লোকের প্রিয় ছিলেন, তাঁহাকে সৎপথাবলম্বন করাইবার কারণ তাঁহার ধার্ম্মিক মন্ত্রী বহু যত্ন করিয়াছিল তাহাতে ভগ্নোদ্যম হইয়া পরিণামে মন্ত্রী কার্য্যত্যাগ করিয়া যায়।

রাজা শঙ্কর ধর্ম্মা।

রাজা শঙ্কর ধর্ম্মা পরাক্রম বিশিষ্ট শিষ্ট তিনি গুজরাট সিন্ধু ও দক্ষিণ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, শ্রুতি আছে শেষা বস্থায় তিনি দুরাত্মা হন।

রাজা যশোগিরিদেব।

রাজা যশোগিরিদেব দয়া ধর্ম্মদান পরাক্রমাপেক্ষা তাঁহার বিচার পারদর্শিতার প্রশংসা শ্রবণ করা যায়, কেবল সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা তিনি অমল যশোলাভ করিয়াছিলেন।

রাজা সেনাদেব।

রাজা সেনাদেবকে কোন যাবনীক গ্রন্থে পাণ্ডুবংশ্য

বলিয়া গণনা করিয়াছে ঐ রাজার সময়ে কান্দহারের যবনেরা ও তীর্ব্বতের রাজা কাশ্মীরের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল এই রাজার একজন সামীর নামক যবন ভৃত্য ছিল।

আনন্দ দেব।

রাজা আনন্দ দেব সিংহাসনাধিকারী হইয়া সামীর যবনকে প্রধান সচিব করিয়া তাহার স্থানে যবন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মরণের পর সামীর রাজমহিষীকে বিবাহ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হয়।

শুলতান সমশদ্দিন।

হিজিরি ৭৪২ সালে সামীর যবন রাজা হইয়া স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া আপনাকে শুলতান সমশদ্দিন নামে বিখ্যাত করাইয়াছিলেন ঐ রাজা প্রজার ভূম্যুৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ রাজকর স্বরূপে গ্রহণ করিতেন।

শুলতান আলাহাদ্দিন।

শুলতান আলাহাদ্দিন অধীশ্বর হইয়া রাজ্য মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিতা করেন যে বৈধব্যাবস্থায় যে স্ত্রী ভ্রষ্টাচারিণী হইবেন তিনি পতির ধনাধিকারিণী হইবেন না।

শুলতান কোটবুদ্দিন।

এই যবন রাজা নির্দ্দয়তা সদয়তা ন্যায়ান্যায়ে মিশ্রিত হইয়া কিয়ৎকাল রাজ্য করেন, তৎসময়ে কাশ্মীরে মীর সৈদ আলী হামাদানীর আগমন হয়।

শুলতান শাহাবুদ্দিন।

এই রাজা জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ছিলেন এবং বাহুবলে তীব্বত, নাগর কোট, ও অন্যান্য দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

শুলতান শেকন্দর।

এই রাজা অত্যন্ত দৃঢধর্ম্মী ও হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষ্টা ছিলেন তিনি কাশ্মীরের প্রধান দেব মন্দির সমূহ বিনষ্ট এবং পরাক্রমের দ্বারা সমূহ প্রজাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছেন।

আলিশাহা।

আলি শাহা কিয়ৎকাল রাজ্য করত পরে জানাল আবেদিনকে রাজ্য দান করিয়া মক্কার যাত্রা করেন পথি মধ্যে তীর্থ যাত্রার সংকল্প বিকল্প হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক জানাল আবেদিনকে তাড়াইয়াদেন এবং তাহাকে বিনষ্ট করিতে পঞ্জাবে গমন করিয়া যুদ্ধকালে তাঁহারি সঙ্গে নর্মদার দর্শন করেন।

শুলতান জানাল আবেদিন।

শুলতান জানাল আবেদিন যবন জাতির রাজশ্রেণী মধ্যে মহা যশস্বী ছিলেন তিনি প্রজার ধন ধর্ম্ম দেবালয় নষ্ট করেন নাই, হিন্দু প্রজার উপর যে শুল্ক অর্থাৎ মাসুল নিরূপণ ছিল তাহা ও গোহত্যা নিবারণ করেন, উপঢৌকন ও দর্শনী মুদ্রা লইতেন না মৎস্য মাংস ভোজন ও মদ্যপান করিতেন না ও প্রজাকেও করিতে দেন নাই, স্বরাজ্যের মধ্যে জীব হিংসা একদা রহিত করিয়াছিলেন, এবং আরবীয় পারসীয় কাশ্মীরীয় ও সংস্কৃত ভাষায় অনেক পুস্তক রচনা করেন, তাঁহার সভা পণ্ডিতমণ্ডিতা ছিল, ভিন্ন দেশীয় রাজারা তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন, কথিত আছে। তিনি আত্মাকে স্বদেহ হইতে ভিন্ন শরীরে নিয়োগ করিতে পারিতেন একারণ তন্নাম আউলি অর্থাৎ মহাপুরুষ বিখ্যাত ছিল।

শুলতান হুসেন।

উক্ত রাজার মরণের পর শুলতান হুসেন রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র পঞ্জাব দেশ লুণ্ঠন দ্বারা বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন।

ফত্তে শাহা।

অনন্তর ফতে শাহা রাজ্যেশ্বর হইয়া ন্যায়রূপে প্রজা পালন

করেন, তৎসময়ে ইরান দেশ হইতে শা কাশীম আনয়ারের শিষ্য একজন আগত হইয়া যবন প্রজার মধ্যে নুর বক্সির ব্যবস্থা ও সিয়ার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন !

এতদনন্তর তাতারের চাক বংশীয় মহম্মদ শাহা রাজা হন ও তাঁহাকে পরাভূত করিয়া শুলতান এবরাহিম আবদাল সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অচিরকালের মধ্যেই দিল্লীশ্বর বাবরের দ্বারা তাড়িত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, অনন্তর নাজির শাহা বাবরের সৈন্য জয় করিয়া দেশাধিকার করেন, এবং তাঁহাকে দূরীকরণ পূর্ব্বক মহম্মদ শাহা ঐ দেশে পুনর্ব্বার আগত হয়েন, এমত সময়ে হোমাউন বাদশাহের লাহোরাধ্যক্ষ ঐ দেশ করস্থ করিয়াছিল কিন্তু অত্যাচার করাতে একদা রাজ্যের প্রজারা অস্ত্রধারণ করিল তাহাতে মোগল সৈন্যেরা পলায়িত হয়, হিজিরি ৯৩০ সালে কেশঘরের রাজা শুলতান সৈদ খাঁ দশ সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া ঐ দেশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় তাহার পর হিজিরি ৯৪৮ সালে হোমায়ন বাদশাহ ঐ দেশ পনর্জ্জয় করিয়া দিল্লী রাজ্যের অধীন করেন।

বাদশাহ আখবর শাহা।

ইং১৫৮৬ সালে তদ্দেশ আখবর বাদশাহ করায়ত্ত করেন তদবধি ঐ দেশ দিল্লীর অধীন ছিল, যৎকালে ঐ সিংহাসনের দৌর্ব্বল্যে উদয় হয় তৎকালে কাবলের তৈমুর বংশীয় আম

দশাহ্। আবেদালি ঐ দেশ অধিকার করিয়া লয় তদবধি ১৮০৯ সাল পর্য্যন্ত ঐ দেশ কাবলের অধীন থাকে।

অনন্তর কাবলের বাদশাহ সুজাউলমুল্ক পদচ্যুত হই বায় ঐ বৎসর কাশ্মীরের গবরনর আজীম খাঁ পরাধীনতার ভার স্কন্ধে হইতে দূরাবসরণ করণ পূর্ব্বক স্বাধীন রাজা হন, ইং ১৮১৬ সালে আফগানীয়রা আখরাম খাঁ উজীরের অধীনে এতদ্দেশ আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু অকৃত কার্য্য রূপে চলিয়া যায় এমতে আজীম খাঁর আজ্ঞাধীনতায় ১৮১৮ সাল অবধি ঐ রাজ্যের অবস্থিতি হইয়াছে।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ।

ইংরাজী ১৮১৯ সালে রাজা রণজিৎ ঐ দেশ অধিকৃত করিয়া ক্রমশঃ তীর্ব্বত দেশ অধিকার করেন পরে তাঁহার পরাক্রমি সৈন্যেরা মানস সরোবর ও তীর্ব্বত রাজ্য অতিক্রম করিয়া চীনীয় রাজ্যের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল।

ইং রাজী ১৮৪৬ সালের প্রথমে সীকেরা বৃটিস গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে জম্বুরাজ গোলাব সিংহের মধ্যস্থতাতে সন্ধিনির্ণয় হয়, তৎকালে পঞ্জাব রাজ্জী বৃটিস গবর্ণমেন্টের যুদ্ধব্যয় দেড় কোটি টাকা দেওনে অশক্তা হইয়া জম্বুরাজের স্থানে পঞ্চাশৎ লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করেন এবং ইংরাজ ও সীকরাজ্জীর সম্মতিক্রমে কাশ্মীর দেশ গোলাব সিংহকে

প্রদত্ত হয়, অনন্তর ঐ রাজা কাশ্মীরের গবরনর সেখ ইমামুদ্দি নের প্রতিবন্ধকতায় ঐ বৎসর অধিকার করিতে পারেননাই পরে বৃটিস সৈন্যের সাহায্যে তৎপর বৎসরে সম্পূর্ণ রূপ অধিকারী হইয়া স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছেন ইতি।

রাজকর বিষয়ক।

অওরঙ্গজেব বাদশাহ কাশ্মীরের রাজকীয় ব্যয় বাহুল্য রূপে নির্ব্বাহ করিয়া বার্ষিক ৩২৫০০০ টাকা প্রাপ্ত হইতেন ইং ১৭৮৩. সালে আফগানীয়রা ২০০০০০০ বিশলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে ইং ১৮০৯ সালে সমুদয় ৪৬২৬৩০০ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া তন্মধ্যে রাজকীয় সৈন্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে গবরনরের সহিত নির্দ্ধারিত হইয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বার্ষিক ১৫০০০০০ লক্ষ টাকা কাবল দরবারে প্রেরিত হইত। তৎকালে সৈন্য ব্যয় বার্ষিক ৭০০০০০ লক্ষ টাকা ও দেবসেবা হিন্দু ও যবন তপস্বি দিগের এবং নিকটস্থ পর্ব্বতীয় রাজা দিগকে ৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া যাইত পরে সীক রাজ ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া বার্ষিক ২৫০০০০০ লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হই তেন।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে রাজ্য খণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তঃ।

পঞ্জাব দেশীয় নদীর বিবরণ।

সিন্ধু নদী।

জম্বুদ্বীপের কোন্ স্থান হইতে সিন্ধুনদী উদ্ভূতা তাহা একাল পর্য্যন্ত যথার্থ রূপে নিরূপণ হয় নাই, পারশ দেশীয়েরা এবং আবল ফজেল, ফৈজিনামা বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন যে ঐ নদী কাশ্মীর ও কেশঘরের মধ্যস্থ উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী হইতে নির্গতা হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য লোকেরা কহে যে ঐ নদীর জন্মস্থল থাতাই পর্ব্বত, পরন্তু আধুনিক বা নব্য দিগ্দর্শনিকেরা অনুমান করেন ঐ নদী হিমালয় পর্ব্বতের কৈলাশ শ্রেণীর উত্তরাংশ হইতে বহির্গতা হইয়াছে, ঐ স্থান চীন দেশের গোরতপী নামক নগর হইতে বহুদূর নহে ঐ স্থানের অনতিদূরেই শতদ্রুনদীর জন্মস্থান, ইদানীং নিশ্চয় উদ্দেশ হইয়াছে যে ক্ষুদ্রতীর্ব্বত দেশের দারায়শ নগরের নিকটবর্ত্তি পর্ব্বত হইতে নির্গতা হইয়া তীর্ব্বত দেশ ব্যাপিয়া আগতা হয়। কাশ্মীর নগরের ঈশান ভাগে প্রায় অষ্টাহের পথ অন্তরে ভিন্ন এক নদীতে সঙ্গতা হইয়া পুনর্ব্বার দারায়শ নগরের কিয়দ্দূর অন্তরে দ্বিধারায় বিভিন্না হয়, তাহার মুখ্য ধারা মহা

সিন্ধু ও স্বল্পধারা ক্ষুদ্র সিন্ধুনামে, বিখ্যাতা, ঐ ক্ষুদ্র সিন্ধু কাশ্মীর দেশের দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া বিতস্তা নদীতে মিলিতা হইয়াছে। মহাসিন্ধু তীব্বত দেশ হইতে পূর্ব্ব গামিনী হইয়া প্রায় একশত ক্রোশ আগমন করত মুল্লাইস্থান প্রাপ্তা হয়, ঐ নদী গম্য পথের উভয় পার্শ্ব পর্ব্বতাবরুদ্ধ প্রযুক্ত অঙ্গ বিস্তার করিতে পারেনাই, তথা হইতে হিন্দু কোশ বা হিমালয় পর্ব্বতের নিম্ন শ্রেণী ব্যাপিয়া ২৫ ক্রোশ পূর্ব্বমুখে আসিয়া কচ দেশের উপত্যকা মধ্যে পতিতা হয়, ঐ স্থানে সমভূমি প্রাপ্ত হইয়া নদী এত দূরবিস্তৃতা যে তন্মধ্যে অনেকা নেক ক্ষুদ্র২ উপদ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে, তথা হইতে ২০ ক্রোশ অন্তরে তাহার সহিত কাবলীয় নদীর সংযোগ হয়। অনন্তর সংকীর্ণ রূপে জলধারা অতিবেগে শোলেমান পর্ব্বত শ্রেণার মধ্য ব্যাপিয়া চলিয়া গিয়াছে তথায় সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় বারি বেগে বীচি আন্দোলিত হইয়া গুরুতর রূপে শব্দায়মান আছে সেই শব্দ বহুদূর হইতে শ্রবণ করা যায়, এবং যেং স্থানীয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে বরফ গলিয়া পতিত হয় তত্তৎস্থানে এমত ভয়ঙ্কর ঘূর্ণায়মান জলচক্র আছে যে তন্মধ্যে নৌকা পতিতা হইলে ক্ষণ কালেই প্রস্তরাঘাতে চূর্ণায়মানা হইয়া যায়, জেলালি ও কামালি নামক দুই নীল পর্ব্বত নদীমধ্যে দণ্ডায় মান আছে, জনশ্রুতি দ্বারা শুনাযায় যে রসিনিয়া জাতির ধর্ম্মস্থাপক ধ্বান্তাধীশ্বর পিরতারকের যুগ্ম তনয়কে কোন

এক সন্ন্যাসী অভিসম্পাত দ্বারা শিলা খণ্ড করিয়া জলে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহারাই বৃদ্ধিযুত হইয়া স্থাবর দেহে জলে অবস্থিতি করিতেছে।

উভয় তীরের ভূমির কাঠিন্য প্রযুক্ত অটকের নিকটে সিন্ধুনদী দূর বিস্তৃতা নহে ঐস্থানের পরিসর পাঁচশত হস্তের কিঞ্চিদধিক হইবেক তথা হইতে ক্রমশঃ সংকীর্ণা ও গভীরা হইয়া গিয়াছে, অটক হইতে ৮ ক্রোশ অন্তর নীল আব নামক নগরের নিকটে ঐ নদীর এমত অল্প বিস্তার যে হস্ত নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড পূর্ব্ব পার হইতে অন্য তীর যায়।

নীল আব হইতে কালাবাগ পর্য্যন্ত পর্ব্বতাবরোধ প্রযুক্ত ঘূর্ণা গতিতে বহুদূরে সমভূমি প্রাপ্তা হইয়া উত্তরাভিমুখে অঙ্গ বিস্তার করিতে২ চলিয়া গিয়াছে, অটক নগরের কিয় দ্দূরান্তরে সিন্ধুনদীর সহিত কএকটা সামান্য সরিতের সংযোগ হইয়াছে এবং কাগাওয়ালা স্থানে কুড়ম নামে বৃহন্নদী তাহাতে মিলিতা হয় ঐ নদীর যোগে সিন্ধু বৃহদঙ্গা হইয়াছে দামুন দেশীয় প্রজারা খাল খনন করত ঐ নদীর জল আন. য়ন পূর্ব্বক কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কাহারি ঘাটের কিয়দ্দূর পরে সিন্ধুনদী হইতে কএকটা শাখা নদী বহি র্গতা হইয়া অন্যদিগে গিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত ঐ স্থান হইতে নদীর পুনর্ব্বার অঙ্গ সংকির্ণ ও নিম্নতীর হইয়া কতক দূর

আসিয়াছে ঐ দেশে উভয় তীরের উচ্চতা বিরহ প্রযুক্ত বর্ষে২ বর্ষা সময়ে জলপ্লাবন হইয়া ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হয়, পরে পঞ্জাবের পঞ্চনদী সহিত সিন্ধুর সঙ্গম প্রযুক্ত পুনর্ব্বার গুরুতর অঙ্গ গৌরব হইয়া বিলোচি ও সিন্ধুদেশ ব্যাপিয়া দক্ষিণ সমদ্রে পতিতা হইয়াছে। যে স্থানে পঞ্চনদী সিন্ধুনদীতে মিলিয়াছে ঐ স্থান মহাতীর্থরূপে কথিত তাহা মিতন্দা কোট হইতে ৩৫ ক্রোশ অন্তর।

লাহোর বন্দরের নিকট ঐ নদীর দুই ক্রোশ পরিসর এবং ধিরাজি বন্দরের সান্নিধ্য ৪৷৷০ ক্রোশের ন্যূন নহে। ঐ নদী পঞ্জাব ও কাবল দেশের মধ্যে প্রধানা অন্যান্য সরিৎ সকলকে ইহার শাখা স্বরূপে গণনা করা যায়, ঐ নদীর জল গঙ্গাজল তুল্য নির্ম্মল ও স্বাস্থ্য প্রদ, ঐ নদীর উপদ্বীপ মধ্যে সিন্ধু দেশের রাজধানী হয়দরাবাদ স্থাপিত আছে, ঐ নদী হিন্দুস্থান রাজ্যের সীমান্ত গামিনী তাহার পরপারে যবনাধিকার প্রযুক্ত হিন্দুদিগকে তাহা পারোত্তীর্ণ হইতে নিষেধ আছে, ফলত যেমত কর্ম্মনাশার বারিস্পর্শ করণে, করতোয়ায় স্নানাবগাহনে ও গণ্ডকনদী সন্তরণে শাস্ত্রে বিধিনাই তদ্বৎ নহে, পূর্ব্বে ঐ নদীর পর পার কান্দহার পেশয়ার প্রভৃতি স্থানে হিন্দু জাতির বাস ছিল কালে যবনাক্রান্ত হইয়াছে ঐ নদী আপন জন্মস্থান হইতে বক্র ও ঋজুগতি দ্বারা অন্যূন নয়শত ক্রোশ আঁসিয়া সমুদ্রে পতিতা হইয়াছে। হিমালয়

হইতে সিংহমুখ দ্বারে জল নিঃসৃত হয় তজ্জন্য এইনদী সিংহাপনামে প্রসিদ্ধা।

বিতস্তানদী।

বিতস্তা বা ইন্দ্রাণী নদীর যাবনিক নাম জিলম, ঐ নদী কাশ্মীর দেশের ঈশান কোণস্থ পর্ব্বত হইতে উদ্ভূতা হইয়া কাশ্মীর নগরের পশ্চিমাংশ অলর হ্রদে উৎপন্না অন্য সরি- তের সহিত মিলিয়া শ্রীনগরের মধ্যস্থল ব্যাপিয়া আগতা হয়, তথা হইতে ছয় ক্রোশ অন্তরে তাহার সহিত ক্ষুদ্র সিন্ধুর যোগ হইয়াছে, গমন সময়ে কএকটা ক্ষুদ্র তটিনীকে ক্রোড় গত করত পুনর্ব্বার মুজপ্‌ফরাবাদ নগরের দুই ক্রোশ অন্তরে কৃষ্ণগঙ্গা নাম্নী পুণ্যবাহিনী সরিৎ সহিত আলিঙ্গিতা হইয়া দক্ষিণাংশে জিলম নগরের নিকট ব্যাপিয়া গুরুতর বেগে ২২৫ ক্রোশ আগমন পূর্ব্বক মূলতান হইতে ৫০ ক্রোশান্তরে ত্রিমু ঘাট নামক স্থানে চুনাব অর্থাৎ চন্দ্রভাগা নদীতে পতিতা হই য়াছে, ঐ নদীর বিস্তার কোন স্থানে ১২০০ হস্তের অধিক নাই, গ্রীষ্ম সময়ে ঐ নদীতে জলের অল্পতা ঘটে না, পরে ঐ উভয় নদী এক ধারায় আগতা হইয়া ফজলসা আমোদপুরের নিকট রাবি অর্থাৎ ঐরাবতী নদীর সহিত এক যোগ হওত পুনর্ব্বার মূলতানের নিকটে সিন্নিবকরি স্থানে গোরা নদীর সহিত সঙ্গতা হইয়াছে, শতদ্রু ও বিপাশা এতদুভয় নদী এক ধারা

হইয়া গোরা নদী নামে প্রসিদ্ধ, এতদ্রূপে পঞ্জাবের পঞ্চ নদী এক ধারায় মূলতান হইতে ৬২ ক্রোশ ও ভাওয়ালপুর হইতে ৩০ ক্রোশান্তরে মিতন্দা কোটের নিকট ব্যাপিয়া সিন্ধু নদীতে পতিতা হইয়াছে ঐ স্থান পঞ্চনদ নামে আখ্যাত।

ঐরাবতী নদী।

ঐরাবতী নদীর নবাভিধান রাবিনদী, এপর্য্যন্ত ঐনদীর জন্মস্থান যথার্থ রূপে উদ্দেশ করাযায় নাই, কথিত আছে যে হিমালয় শ্রেণী কলুদেশস্থ পর্ব্বতের মহাদেব কুণ্ড হইতে ঐ নদী নির্গতা হইয়া দুর্গমা রূপে দ্রুত গমনে রাজপুরের প্রান্তরে পতিতা হয় ইতঃপূর্ব্বে তথা হইতে এক কৃত্রিম খাতের দ্বারা ঐ নদীর জল চত্তা রিংশৎ ক্রোশ পর্য্যন্ত আনীতা হইয়া লাহোর নগরের নিকট পুনর্ব্বার ঐ নদীতে সংযোগ হইত এক্ষণে ঐ খাল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ঐ নদী নৈঋ্ঋতাংশে লাহোর পর্য্যন্ত আগতা হইয়া তথা হইতে ক্রমে পশ্চিমাংশে গমন করত আমোদপুরের নিকট চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর সহিত সংযোগ হইয়াছে ঐস্থান মূলতানহইতে ২০ ক্রোশান্তর, ঐ নদীর বিস্তার ৭৫০ হস্তের অধিক নহে এবং গ্রীষ্ম সময়ে অনেক স্থান পদব্রজে লোকেরা পারোত্তীর্ণ হয়, ঐ নদী স্বকীয় জন্মস্থান হইতে দুইশত নবতি ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবের নদী চতুষ্টয়ের যোগে সিন্ধু নদীতে মিলিতা হইয়াছে।

চন্দ্রভাগা নদী।

চন্দ্রভাগা নদী চনাব নামে বিখ্যাতা, ঐ নদী হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ শ্রেণী হইতে উদ্ভূতা হইয়া কাশ্মীর দেশের অগ্নিকোণ কিশতাও আর রাজ্যের আলপাইন প্রদেশ ব্যাপিয়া মহাবেগ গমনে ত্রিমুঘাটের সন্নিকৃষ্টে বিতস্তা নদীতে পতিতা হইয়াছে, ইংরাজী ১৫৮২ সালে আবল ফজেল ফৈজি লিখিয়াছেন যে চন্দ্রভাগা নদী জন্মভূমি হইতে দ্বিধারায় বহির্গতা হইয়া একধারা চন্দ্র দ্বিতীয় ধারা ভাগা নামে প্রসিদ্ধ আছে ঐ দ্বিধারার পুনর্যোগ হইবায় চন্দ্রভাগা নাম ধারণ করিয়াছে, ঐ নদী বিললিপুর, সূদিরা ও হাজরা দেশ হইয়া আসিয়াছে, এবং পঞ্জাবের অন্য নদী চতুষ্টয়ের সহিত একযোগে সিন্ধু নদীতে পতিতা হইয়াছে ঐ স্থান তন্নদীর জন্মস্থান হইতে ৩২৫ ক্রোশ দূর হইবে, ঐ নদীর উভয় তীর অতি নিম্ন ও অরণ্যময় তাহার বাহুল্য পরিসর ত্রিপাদ ক্রোশের অধিক নাই ঐ নদীকে চন্দ্রসরিৎ বলিয়াও কোন২ গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন, যে স্থানে বিতস্তার সহিত ঐ নদীর সঙ্গম হইয়াছে তৎস্থানীয় জলের আশ্চর্য্য আবর্ত্তগতি উত্তুঙ্গ তরঙ্গ বিবরণ গ্রীক ও যবন গ্রন্থকারেরা বাহুল্যরূপে লিখিয়াছেন।

বিপাশা নদী।

বিপাশা নদী বিয়ানামে বিখ্যাতা, ঐ নদী শুলতানপুর পর

গনার কলুপর্ব্বতের উপত্যকা মধ্যে আবাইকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ যে হ্রদ আছে তথা হইতে বহির্গতা হইয়া দ্বিধারায় বিভক্তা হইয়াছে তাহার প্রথম ধারা ব্যাস গঙ্গা ও দ্বিতীয় ধারা বাণ গঙ্গানামে কথিতা হয়, ইহার এক ধারা কোট কাঙ্গরার নিকট হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ও অপর ধারা উত্তর পশ্চিমাংশে আগতা হইয়া হরিপুর নামক স্থানে পুনর্যোগ হইয়াছে উক্ত দুই স্রোতের মধ্যবর্ত্তি কোটকাঙ্গরা উপদ্বীপের ন্যায় দৃষ্ট হয়, ঐ নদী অতিবেগবতী ও তাহার দক্ষিণতীর অতিউচ্চ এবং সহস্র হস্তের অধিক পরিসর নহে, শীত গ্রীষ্ম সময়ে ঐ নদীতে জলের অল্পতা প্রযুক্ত লোকেরা পদব্রজে পারাবার হয়, ঐ নদী গর্ভে স্থানে২ চোরাবালি ও দলদলি আছে, ঐ নদী হড়কি গ্রামের নিকট শতদ্রুর সহিত মিলিতা হইয়াছে ঐ স্থানে উভয় নদীর তুল্যানুতুল্য পরিসর জ্ঞান হয়, এতদুভয় নদী স্বীয়২ জন্মস্থান হইতে প্রায় ৭৫ ক্রোশ আগমন পূর্ব্বক এক যোগ হইয়া গোরানদী নামে বিখ্যাতা হইয়াছে এবং তথা হইতে প্রায় ৪৫ ক্রোশান্তরে চন্দ্রভাগা বিতস্তা ও ঐরাবতীর সহিত আলিঙ্গন করিয়াছে।

শতদ্রুনদী।

কথিত আছে যে শতদ্রু নদী মানস সরোবর হইতে বহির্গতা হইয়াছে কিন্তু যৎকালে মেং মুরক্রাপ্ট সাহেব উক্ত সরোবর

দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন তৎকালে তিনি সরোবরের পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর তিন দিগ্‌ভ্রমণ করত তাহাতে কোন নদী নির্গতা হইতে দেখেন নাই কিন্তু শুনিয়াছেন যে নৈঋত কোণে শতদ্রু নদী বহির্গতা হইয়াছে ঐস্থান অগন্তব্য প্রযুক্ত দর্শন করিতে পারেন নাই এবং আবল ফজেল ফৈজি লিখিয়াছেন যে হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চ শ্রেণী ঘিলুর স্থান হইতে ঐ নদীর উদ্ভব হয়। ঐ নদীতীরে ফলোর লুধিয়ানা রূপর প্রভৃতি গণ্ডগ্রাম আছে। হিন্দুস্থানের উত্তর পর্ব্বত শ্রেণীহইতেযেং নদী নির্গতা হইয়াছে তন্মধ্যে ঐ নদী প্রধানা, ঐ নদীর বিস্তার ৫০০ হস্তের অধিক নহে কিন্তু গভীরতা অধিক, যে স্থানে ঐ নদীর বিপাশার সহিত সংযোগ হইয়াছে ঐস্থান মানস সরোবর হইতে ২৫০ ক্রোশ দূর হইবে কিন্তু হিমাবৃত পর্ব্বত শ্রেণী হইতে ঐস্থান ৭৫ ক্রোশের অধিক নহে, এবং তথা হইতে যে স্থানে সিন্ধু নদীতে পতিতা হয় তাহাও ২৫০ ক্রোশ। লুধিয়ানা হইতে বিলাসপুর পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে ঐ নদীতে আর কএকটা ক্ষুদ্রস্রোতের সংযোগ হইয়াছে শীত গ্রীষ্ম সময়ে ঐ নদীতে জলের অল্পতা নাই, হরকির নিকটে শতদ্রুর সহিত বিপাশার সঙ্গম হইয়াছে ঐ স্থান ফিরোজপুর হইতে অধিক দূর নহে।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে রাজ্যখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

কাবলরাজ্য।

পুরাকালে কাবল রাজ্য কাশ্মীরের অধীন ও হিন্দুস্থানের মধ্যে পরিগণিত ছিল কাবলের শেষ হিন্দুরাজা রণতাল রায়ের অবসান কালাবধি তদ্রাজ্য যবন জাতির অধিকৃত হয় তাহার পর চিথুরের রাজবংশীয় অপানামক বিখ্যাত সেনাপতি তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল তদনন্তর তদ্দেশ হিন্দুরাজারা পুনর্ব্বার অধিকার করিতে পারেন নাই। এই রাজ্যের দীর্ঘতা সিন্ধুনদী তীরাবধি হিন্দুকোহ পর্য্যন্ত ১৫০ ক্রোশ এবং কারাবাগ হইতে সাগহান সরাই পর্য্যন্ত ১০০ ক্রোশ আয়তন। এই রাজ্যের পূর্ব্বভাগ হিন্দুস্থানের সীমা, পশ্চিম উত্তরাংশে গোর জাতির বাসস্থানীয় পর্ব্বত শ্রেণী, উত্তরে হিন্দুকোহ ও বাদাকস্থান, এবং দক্ষিণদিগে ফারমেল ও নগজ স্থান। এই দেশ পর্ব্বতারণ্য ব্যাপ্ত বিশেষতঃ তচ্চতুর্দ্দিগে দুর্গম পর্ব্বতাবরোধ বশত দুরাক্রম্য প্রযুক্ত প্রজারা ভিন্ন দেশীয় আক্রামকের ভয়ে নিঃশঙ্ক, এতদ্দেশীয় যবন প্রজারা বিবিধ শ্রেণী বিভক্ত, শুনা যায় তাহারদিগের বিখ্যাত বীজপুরুষ আফগান নামক ব্যক্তির তিনপুত্র শুরিন, গোরগস্ত ও তবিন হইতে সরিনি, গোরগস্তি ও তবিনী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তত্তাবৎজাতি আফগান নামে বিখ্যাত, কথিত আছে মতয়ালি গোরির তিন পুত্র গিলজি, লুধি ও শিউয়ানি হইতে তত্তন্নামে প্রসিদ্ধ জাতিত্রয় সৃষ্টি হইয়াছে।

এতদ্রাজ্যের বায়ু বারি হিম প্রধানক রাজ্যের প্রজাপক্ষে স্বাস্থ্যজনক উষ্ণদেশীয়লোকের পক্ষে গুরুতর ক্লেশকর, এতদ্দেশীয় পর্ব্বতের পথ শীত ঋতু সময়ে দ্রটীভূত নীহারে অবরুদ্ধ রহে, এতদ্দেশীয় প্রজার অধিকাংশ দুরাচার নির্দ্দয় প্রায় দস্যুবৃত্তিদ্বারা কাল যাপন করিয়া থাকে তদ্দেশীয় পূর্ব্বরাজারা হিন্দুস্থান আক্রমণ পূর্ব্বক ধনলুণ্ঠন করত স্বদেশ বর্দ্ধিষ্ণু ও ঐশ্বর্য্য শালী করিয়াছিল, এতদ্দেশে নানা প্রকার স্বাদুফল বিশেষতঃ খরমুজ নির্ব্বীজ দাড়িম্ব যাহা বেদানা নামে প্রসিদ্ধ আঙ্গুর ও দ্রাক্ষা প্রভৃতি এবং নানা জাতি কুসুমোৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে হিন্দুস্থান হইতে কাবল গম নীয় যে ছয় পথ ছিল ইদানী তন্মধ্যে, খৈবুর ও বোলান নামক পর্ব্বতীয় দুই পথ সচল আছে কিন্তু খোরাসান ও কান্দহার হইতে কাবলীয় গন্তব্যপথে পর্ব্বতের প্রতিরোধ নাই, এইরাজ্য ভারতবর্ষের সিংহদ্বার স্বরূপ তাহা সুরক্ষিত হইলে অন্য২ বর্ষের পরাক্রান্ত রাজারা হিন্দুস্থানে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না।

কাবল নগর।

এই রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীকাবল নগর দৃঢতর মৃত্তি কার প্রাচীরে পরিবেষ্টিত তন্মধ্যে রাজাধিবাসস্থল বালা হিসার নামে প্রসিদ্ধ তদন্তর্গত রাজবংশ্য যবন দিগের ভিন্ন২ বাসাট্টা লিকা আছে, এতন্নগরের নিকট শাহা কাবল নামে পর্ব্বতের

উপরিভাগে তন্নাম বিশিষ্ট কোন প্রাচীন রাজার রাজধানীছিল অদ্যাপি তন্নগরের ভগ্ন চিহ্ন প্রত্যক্ষ হয়, সেই পূর্ব্ব নগরের নামানুসারে বিদ্যমান নগরের নাম কাবল হইয়াছে, এক্ষণে ঐ পর্ব্বতাগ্র ভাগে আরক নামক এক ক্ষুদ্র নগর ও তলভূমিতে সুদৃশ্য নানা পুষ্পোদ্যান বর্ত্তমান আছে, তন্নিকটব্যাপিয়া দুইটা পর্ব্বতীয় তটিনী এতন্নগরের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর গামিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, বারম্বার যুদ্ধ বিগ্রহে এতন্নগরীয় ঐশ্বর্য্য শোভা ও প্রজাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

পেশোয়ার নগর।

পেশোয়ার নগর ও তদধীন ভূপ্রদেশ কাবল রাজ্যের এক দেশত্ব রূপে পূর্ব্বাপর পরিগণিত আছে, ঐ জনপদ কাবলের ন্যায় পর্ব্বতাবৃত নহে, ভূমির সমতা প্রযুক্ত তদ্দেশে কৃষিকার্য্য বিশিষ্ট রূপে পরিচালিত হয়, দোরাণীবংশীয় তৈমুর রাজ কুলের গৃহ বিবাদ কালে ঐ রাজ্য মহারাজ রণজিৎ সিংহ অধিকার করিয়া লন, সেই বিরোধ সঞ্চারে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত আফগান জাতির যুদ্ধ ঘটনা হয়।

কাবলের যুদ্ধ বৃত্তান্ত।

ইং ১৮০৯ সালে কাবলের সিংহাসনাধিকারি শাহা শুজা উলমুল্কের অমাত্য মামুদ শাহা তাঁহাকে দূরীকৃত করত রাজ্য প্রাপ্ত

হন, তাহার পর কাবলের করদায়ি অধ্যক্ষেরা স্ব স্ব প্রধান হইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয় তিনি পরাভূত হইয়া হিরাট নগরে আশ্রয় লইয়া রহেন, ঐ আহবাগ্নি ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল, ঐ কালেরমধ্যে সাহা শুজা শীক রাজের নিকট হইতে সপরিবারে লুধিয়ানা আসিয়া বৃটিসাশ্রয়ে রহিলেন। সন ১৮২৪ সালে আমীর দোস্ত মহোম্মদ খাঁ সর্ব্বতোভাবে কাবলাধি কারিত্বে স্থিরতর হইয়া স্বজাতির মধ্যে প্রণয় স্থাপন পুরঃসর ১৮৩৪ সালে যাবদীয় যবন জাতিকে শীক জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাইয়া পেশেয়ার আক্রমণার্থ অগ্রসর হওত খৈবর পর্ব্বতের নিকট পঞ্চবিংশতি সহস্র শীক সৈন্য দ্বারা পরাভূত ও তাড়িত হন। তদবধি শীক জাতির সহিত বিবাদে লিপ্ত থাকিয়া ও বারম্বার যুদ্ধ করিয়া অভীষ্ট লাভে অকৃত কার্য্য রহিলেন, যখন শীকেরা কাবল্ল রাজ্য আক্রমন সংকল্পে মহোদ্যম করিল তখন তিনি সংত্রস্থ হইয়া পারসীয়া ও রুসিয়ার রাজ দরবারে সাহায্য প্রাথনায় পত্র লিখিলেন এবং ১৮৩৬ সালে মে মাসের প্রথম দিবসে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট তদর্থে পত্র পাঠাই লেন তদনুসারে ভারত বর্ষের গবরনর জানেরেল শ্রীযুত লার্ড আকলণ্ড বাহাদুর শ্রীযুত কাপ্তান এ, বরন্স সাহেবকে দৌত্য কর্ম্মে নিয়োগ করত কাবলে পাঠাইয়া দেন।

অনন্তর হিন্দুস্থান আক্রমণাভিপ্রায়ে পারসীয়ার সৈন্যরা রুসিয়া সেনাপতির অধীনে হিরাট নগরের সম্মুখ বর্ত্তী হয় তৎ

কালে হিরাটাধ্যক্ষ সাহামামুদের পুত্র সাহাকামারূনের সাহা য্যার্থ শ্রীযুত মেং পটিঞ্জর সাহেব উক্ত নগরে প্রেরিত হন, ঐ সময় রূসিয়ার রাজদূত মেং বিকাবিক সাহেব কাবলে উপস্থিত হইলে আমীর দোস্ত মাহাম্মদ কৌশল ক্রমে পারসীয়া সৈন্যের হিন্দুস্থান আক্রমণ প্রতিরোধার্থ সৈন্য ব্যায় বলিয়া শ্রীযুত মেং বরন্স সাহেবের স্থানে তিনলক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করাতে সাহেব ধনদানে অশক্ত বিধায় ১৮৩৮ সালের ২৬ এপ্রেল কাবল হইতে উঠিয়া আইসেন।

তদনন্তর মেং পটিঞ্জর সাহের বুদ্ধি কৌশলে হিরাটের অল্প সৈন্য কর্তৃক দুর্ভিক্ষ ও পীড়ায় উপদ্রুত পারসীয়া সৈন্যকে পরাভব করত তাড়াইয়া দেন ইতি মধ্যে রূসিয়ার রাজচর কাবল হইতে কান্দহার আগমন কালে অনুদ্দেশ হয়, কথিত আছে ঐ সাহেব স্বানুজীবিজনের সহিত যবনদস্যু হস্তে নিহত হইয়াছেন।

ইতঃ পূর্ব্বে ভারত বর্ষের গবরনর জেনেরল বাহাদুর রূসিয়া ও পারসীয়া সৈন্যের হিন্দুস্থান আক্রমণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত কাপ্তেন আসবরণ সাহেব ও শ্রীযুত উইলেম মেকনাটন সাহেবকে লাহোর দরবারে পাঠাইয়া মহারাজ রণজিৎ সিং-হের সহিত দৃঢতর রূপে সন্ধি নির্ব্বন্ধ করাইলেন এবং শ্রীযুত বরন্স সাহেব কাবল হইতে প্রত্যাগমন কালে ফরাসিস সেনানী গণের সহযোগে উক্ত রাজার সহিত সাক্ষাত করতঃ কাবলা

ধিকার করণীয় ভাবি প্রস্তাব করিয়া আইসেন ও ঐ বৎসর জুলাই মাসের মধ্যে সিমুলা পর্ব্বতে শ্রীযুত গবরনর সাহেবের সমীপস্থ হইয়া আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্তাবগত করাইয়া ক্রোধোৎপাদক প্ররোচনা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে কাবলাধিকার করণাভিলাষ রূপ স্বকীয় ও স্বজাতীয় গণের মৃত্যু বীজ বপন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত মেকনাটন সাহেবের পরিপোষকতায় সাহা শুজার সাহায্যার্থ শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর সৈন্য সংগ্রহ কারণ ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথমে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

তৎসমকালে ভারত বর্ষের প্রধান সেনানীত্বপদে শ্রীযুত সর হেনিরি ফেন সাহেব নিযুক্ত ছিলেন তিনি এতদ্বিষয়ে প্রথমত অসম্মত থাকিয়াও পরে অগত্যা নানাস্থানীয় সৈন্যগণকে আহ্বান করিলেন, অনন্তর মন্তব্য হইল যে বোম্বাই ও বঙ্গ প্রদেশীয় দ্বাদশ সহস্র সৈন্য শ্রীযুত সরজান কেনি সাহেবের আজ্ঞাধীন সিন্ধু দেশীয় স্বীকার পুরের পথে বোলান পাশ লঙ্ঘন করিয়া কান্দহারে প্রেরিত হউক, শ্রীযুত সাহাশুজার সহিত দশসহস্র সৈন্য ভিন্ন পথে উক্ত রাজ্যে যাউক, জানেরেল ডঙ্কেন সাহেবের সমভিব্যাহারে পঞ্চসহস্র ও মেংওয়ার্ড সাহেবের সহিত ছয় সহস্র শীক সেনা ও তাহারদিগের সহকারি ষোড়শ সহস্র শীক সেনা খৈবর পাশ পার হইয়া কাবল যাত্রা করুক, এবম্প্রকারে জানেরেল নট সাহেব প্রভৃতিরণ

দক্ষ সেনাপতি দিগের অধীনে অন্যূন ষষ্টি সহস্র বৃটিস ও শীক সেনাগণ কাবল কান্দহার যাত্রা করিল এবং গমন কালে তাহারা বিবিধ দৈব বিড়ম্বনায় ক্ষীণ হইতে নাগিল।

শ্রীযুত মেৎ কেনি সাহেবের অধীনস্থ সৈন্যরা সিন্ধু দেশীয় আমীর দিগের দ্বারা উপদিষ্ট প্রায় সপ্তদশ সহস্র বিলোচি দস্যু দ্বারা বারম্বার উপদ্রুত ও হৃতদ্রব্য হয়, আমীরেরা অঙ্গী কৃত মিত্রতা ব্যবহার না করিয়া বিপক্ষতা চরণে প্রবর্ত্ত হইল, এবম্বিধায় সৈন্যরা ক্লিষ্ট ও খাদ্যাভাবে দুঃখ সহিষ্ণু হইয়া সমস্ত পথ বিলোচি জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেং চলিয়াগেল, অগ্রগামি বঙ্গদেশীয় সৈন্যরা ২৬ এপ্রেলে এবং বোম্বাইএর সৈন্যরা শ্রীযুত কেনি সাহেবের সহিত ৪ মে প্রাতে কান্দহারে উপস্থিত হয়। তদনন্তর কাপ্তেন ষ্টাকলি সাহেব ও সাহা শুজার সেনা পতি কাপ্তেন এণ্ডরসন সাহেব বোলান পাশ উর্ত্তীর্ণ সময়ে বিলোচি দিগের দ্বারা অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া ও তৎপশ্চাৎ সাহা শুজাস্বসৈন্য সহিত কান্দহারে পঁহুছিলেন, ঐ কালে কান্দহারের প্রান্তরে সমুদয়ে উনত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য একত্রিত হয়। আত্ম শঙ্কা বশত কান্দহারাধ্যক্ষ স্বপরিবার ও অত্যল্প স্বানুচরের সহিত কান্দহার হইতে পলায়ন করত জিরিস্ক দুর্গে সুরক্ষিত হয়েন, সুতরাং বৃটিস সৈন্যরা বিনাযুদ্ধে নগরা ধিকার পূর্ব্বক দুর্গশৃঙ্গে জয় পতাকা উড্ডিয়মানা করিল।

গজনেন নগরাধিকার।

অনন্তর কান্ধাহার অধিকার পূর্ব্বক শ্রীযুত মেং কেনি সাহেব স্বসৈন্য সহিত ১ জুলাই গজ্‌নেন নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ২১ জুলাই তথায় উপস্থিত হন ঐ নগর কান্ধাহার হইতে ১১৫ ক্রোশ অন্তর, ঐ নগরের প্রাচীর এমত সুদৃঢ় রূপে গ্রথিত ও প্রসস্ত ভিত্তিযুক্ত ছিল যাহা ভেদকরা ভিত্তিভেদক তোপ ব্যতিরেকে অসাধ্য জ্ঞান হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত সাহেব বৃহত্তোপ কান্দহারে রাখিয়া আইসেন এমতে মন্ত্রণা পূর্ব্বক নগরের দিল্লী নামক সিংহদ্বার পর্য্যন্ত শুড়ঙ্গ খনন করিয়া বারুদের দ্বারা দ্বার ভঙ্গ করিয়া দেন ও তৎক্ষণাৎ বৃটিস সেনারা নগরে প্রবিষ্ট হয়, তাহারদিগের গত্যবরোধার্থ দুর্গস্থ সৈন্যরা ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিল ঐ কালে শ্রীযুত মেষ্টর শেল সাহেব বিপক্ষ কর্তৃক গুরুতর রূপে আহত হন, এইযুদ্ধে সপ্তদশজন বৃটিস সৈন্য নিহত ও একশত সত্তরি সেনা আঘাতী হয়, কিন্তু বিপক্ষের এক সহস্র সৈন্য নিহত, পঞ্চদশ শত সংখ্যক আহত এবং ষোলশত সেনা ধৃতহইয়াছিল। অনন্তর গজনের গবরনর দোস্ত মাহাম্মদের পুত্র হয়দর মাহাম্মদ নগরের অন্তরস্থ প্রস্তরময় দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রায় তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করত পরিশেষে সপরিবারে ধৃত হয়েন। এই যুদ্ধে সেনারা একদা বীরত্ব ও সুশীলত্ব প্রকাশ করিয়া দুর্গা

ধিকারের পর নগর লুণ্ঠন অথবা অবলাবলীকে কিছু মাত্র অপমান করে নাই।

নগরাধিকারকালে আমীর দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর খাঁ আপন ভ্রাতার সহায়তাজন্য পঞ্চ সহস্র সৈন্য সমভি ব্যাহারে নগরের সমীপবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধের জয় পরাজয় সংবাদের প্রতীক্ষায় রহিলেন, পর প্রাতে নগরাধিকার ও তাঁহার ভ্রাতার বন্ধন বার্ত্তা শ্রবণ করত কাবলাভিমুখে পলায়ন করিলেন, ঐ সময় সাহা শুজার সৈন্যরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া হস্তী উষ্ট্র ঘোটক তাম্বু এবং যুদ্ধাস্ত্র সমূহ কাড়িয়া লয়, এতদগ্রে কাপ্তান ওয়েড সাহেব দশ সহস্র শীক সৈন্য লইয়া পেশোয়ার হইতে পরাক্রম পূর্ব্বক খৈবর পথ উত্তীর্ণ হইয়া জালালাবাদে উপস্থিত হন তৎকালে ঐ নগরে আথবর মহম্মদ ২৫০০ সৈন্য সহিত যুদ্ধ করণাভিলাষে উপস্থিত ছিলেন তিনি গজনেন নগরাধিকার সংবাদ প্রাপ্তে অবিলম্বে কাবল যাত্রা করিলেন এবং শীকেরা তাঁহার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে২ তৎপশ্চাৎ কাবল পর্য্যন্ত চলিয়া গেল।

কাবলাধিকার।

---

৩০ জুলাই শ্রীযুত কেনি সাহেব স্বসৈন্য সহিত শ্রীযুত সাহা শুজাকে সমভিব্যারে লইয়া গজনেন নগর হইতে কাবল যাত্রা করিলেন কিন্তু গন্তব্য নগরে তাঁহার উপস্থিত হওনের অব্য

হিত পূর্ব্বে আফগানীয় সরদারেরা দোস্ত মহম্মদের সহিত কলহ করত স্বীয়২ সৈন্য লইয়া ন্যালাদিগে চলিয়া যায়, এবম্প্রকারে আমীর ক্ষীণবল হইয়া সপরিবারে নগর হইতে পলায়ন করিলেন, বৃটিস সৈন্যেরা ৬ আগষ্টে তথায় উপস্থিত হইয়া বিনা বিবাদে নগরাধিকার করিয়া লয়, তদনন্তর শাহা শুজা স্বদেশীয় ও বিলাতীয় বান্ধবগণে পরিবৃত ও উৎসবান্বিত হইয়া পৈতৃক সিংহাসনোপবেশন করত চিরাভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

শ্রীযুত কেনি সাহেবের ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন।

কাবলাধিকার হওনের অব্যবহিত পরে শ্রীযুত কেনি সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন তৎপশ্চাৎ শীক সৈন্যেরা রণজিৎ সিংহের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তে পঞ্জাব আগমন করিল, তদ্দৃষ্টে কাবলের গিলজি জাতিরা দোস্ত মহম্মদের সাহায্যার্থে নানাস্থানে বৃটিস সেনার প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল কিন্তু সম্মুখ সংগ্রামে এক দিবসের নিমিত্তেও জয়ী হইতে পারে নাই, পরিশেষে আমীর দোস্ত মহম্মদ অবনতরূপে উষ্ট্র বিক্রেতার বেশ ধারণ পূর্ব্বক ১৮৪০ সালের ৩ নবেম্বর সায়ংকালে স্বয়ং শ্রীযুত মেকনাটন সাহেবের সমীপস্থ হইয়া করস্থ অস্ত্রার্পণ পূর্ব্বক শরণাগত হইলেন এবং প্রশংসিত সাহেব তাঁহাকে সমাদরের সহিত স্বনিকট

রাখিয়া ১২ নবেম্বরে তাঁহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন তিনি সপরিবারে ভারতবর্ষের মধ্যে মসূরিস্থানে ১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত কালযাপন করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহিতা।

প্রথমতঃ আফগান জাতিরা শ্রীযুত জেনেরল সেল ও মেং ডেনি সাহেবের প্রবল শাসনে বিশেষতঃ কিলাতের দুর্গাধিকার হওনে বশীভূত হয় পরে শাহশুজাকে ক্ষীণ বীর্য্য ও হীনপ্রজ্ঞ দর্শনে এবং মেং মেকনাটন ও বরন্স সাহেবের অত্যন্ত সদয়তায় ঐ জাতিরা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিরুদ্ধাচারী হয়, ১৮৪১ সালে দোস্ত মহম্মদের বীর পুত্র আখবর মহর্ম্মদ সংগোপনে স্বদেশীয় যাবদীয় প্রধানগণের ও সিন্ধু দেশীয় আমীর সের মহম্মদের সহিত মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র করিলেক ঐ বার্ত্তা যদ্যপি শ্রীযুত মেজর পটিঞ্জর সাহেব সোপান পাইয়া বিপদ্ ঘটনের তিনমাস পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন এবং বিপক্ষেরা নানাস্থানীয় গন্তব্য পথ ও দ্রব্যাদির গতায়াত রোধ করিয়াছিল তথাপি আসন্নকাল প্রযুক্ত তাহাতে বৃটিস সেনাপতিরা নেত্রোন্মীলন করেন নাই।

মেং বরন্স সাহেবের মৃত্যু।

বৃটিস সৈন্য বিনাশার্থ আফগান জাতির ষড়যন্ত্র এমত দৃঢ়তর ও পরিপক্ক হইল যে তাহাতে দেশের তাবল্লোক ঐক্য

বাক্য হয় এবং শাহশুজার পুত্রেরাও তাহাতে সংলিপ্ত ছিল ২ নবেম্বর প্রাতে আকস্মিক কাবলের লোকেরা আলেক্জণ্ডর বরন্স সাহেবের বাটীতে আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতাকে বিনাশ করিল এবং কাপ্তান জ্ঞানসনের ধনাগার লুঠিয়া লইল ঐ দিবস নগর মধ্যে লেপ্টেনন্ট ব্রাডফুড সাহেব ও নিহত হইলেন।

তদ্দিবসাবধি বৃটিস সৈন্য ও সেনাপতিগণেরা বুদ্ধি ও সাহস রহিত প্রায় নিস্তেজ হইয়া গেল এবং দেশের মধ্যে যে সকল সৈন্য ছিল তাহারা অন্নাভাবে জলাভাবে অবসন্ন হইয়া বিপক্ষ হস্তে নিহত হইল, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মেং ইলিফিনিষ্টন সাহেব পীড়িত হইলে তৎস্থানে বৃগেডিয়র সেল্টন সাহেব নিযুক্ত হইলেন তাঁহার সহিত মেং মেকনাটন সাহেবের সর্ব্বদা মতের অনৈক্যতা ঘটিতে লাগিল, সৈন্যেরা পরস্পর স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল, এবং যে২ মন্ত্রণা করিলেন তাহারি বিরুদ্ধ ফলোদয় ঘটনা হইল, ৩ নবেম্বর ৩০০০ গিলজিরা নগরের নিকট আইল, ৪ নবেম্বর যাবদীয় আহারীয় দ্রব্য বিপক্ষের হস্তগত হইল, তদনন্তর তাবৎ সৈন্য একরব হইয়া উচ্চৈঃস্বরে মেকনাটন সাহেবের প্রতি দোষারোপ করাতে তিনি অগত্যা শীত ঋতুর মধ্যে জলালাবাদ আসিতে সম্মত হইলেন এবং গমনীয় মন্ত্রণা স্থির করিতে বিপক্ষের বিশ্বাসে বঞ্চিত হইয়া ১১ ডিসেম্বরে কাপ্তান লারেন্স মেকিঞ্জি ও ট্রোবর সাহেবকে সঙ্গে লইয়া

কাবলীয় প্রান্তরে সরদার গণের সমীপে আগত হন, তদ্দিনা বধি ২১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন কার্য্য অবধার্য্য হইলনা ২৩ ডিসেম্বর প্রাতে আখবর খাঁ স্বয়ং পত্র লিখিয়া বধ্য ভূমে তাঁহাকে লইয়া গেল এবং ঐ সাহেবের দত্ত বন্দুকাঘাতে তাঁহার প্রাণ নষ্ট ও মস্তক ছেদ করিয়া এক কাষ্ঠ খণ্ডের উপর গাঁথিয়া নগরের মধ্যে উৎসব করিয়া ভ্রমণ করিল ঐ দিনাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বৃটিস সেনার দুর্গতি শোকার্ত্তনাদ দৈহিক মৃত্যুচিহ্ন স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ ও নেত্র অশ্রু পূর্ণ হয়।

অনন্তর ঐ আখবর পুনর্ব্বার জীবন্মৃতবৎ সেনাপতি গণকে প্ররোচনা দিল যে স্ত্রী বালক বৃদ্ধাতুর দিগকে তাহার নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যেরা হিন্দুস্থান যাত্রা করুক, আসন্নকাল প্রযুক্ত তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া স্ত্রী বৃদ্ধ বালকাদিগকে কাবলে রাখিয়া অনূ্যন দ্বাদশ সহস্র সৈন্য ও তত্তুল্য সঙ্খ্যক অনুচর লোক ৬ জানুআরিতে কাবল হইতে হিন্দুস্থান উপ লক্ষে যমালয় যাত্রা করিল, তৎক্ষণাৎ আফগানীয়েরা শিবির জ্বালাইয়াদিল এবং দ্রব্যাদি লুঠ করিতে২ সঙ্গে২ চলিল ও খোর্দ কাবল, তাজিন ও গণ্ডামক পর্ব্বতের নিকট গিলজিরা নিরন্নং অবসন্ন শীতার্ত্ত সেনা গণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল, অধিকাংশ লোকের হিমানীদ্বারা হস্ত পদাঙ্গুলি ও নাসা খসিয়া গেল ও নিরাহারে প্রাণত্যাগ করিল, এবং বহুশত হিন্দুস্থানি

দিগকে পর্ব্বতীয় লোকেরা ধরিয়া লইয়া গেল, তন্মধ্যে কেবল একজন ইউরোপীয় ডাক্তর ব্রাইডন সাহেব দৈব রক্ষিতের ন্যায় জলালাবাদ আসিয়া মেং সেল সাহেবকে কাবলীয় অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন।

জলালাবাদ দুর্গে মেং সেল সাহেব প্রায় দুই সহস্র সৈন্য সহিত ও কান্দহারের দুর্গে জেনেরল নট সাহেব প্রায় সপ্ত সহস্র সৈন্যের সহিত বিপক্ষের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকিলেন, বহু সহস্র বিপক্ষ উক্ত দুই নগর বেষ্টন করিয়া রহিল ১২ জানুআরি প্রাতে মেং নট সাহেব অনির্ব্বচনীয় সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক দূর্গ হইতে বাহির হইয়া ক্ষণকাল যুদ্ধে যবন সেনাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াদেন।

২২ জানুআরিতে আখবর মহম্মদ খাঁ অন্যূন নয় সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে জলালাবাদ বেষ্টন করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল ঐ কালে দুর্গস্থ বৃটিস সৈন্য মধ্যে বিবিধ বিপদ ঘটনা হয়, বিশেষতঃ এক মাসের মধ্যে শত বার ভূকম্প হইয়াছিল তদ্দারা দুর্গের গৃহ, প্রাচীর ও সিংহ দ্বার ভগ্ন হইয়া যায়; অনন্তর কাবলের বিলপনীয় অমঙ্গল সংবাদ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলে কাবলীয় কারাবদ্ধ স্ত্রী বালক ও মেং সেল ও জেনেরল নট সাহেবকে উদ্ধার কারণ জেনেরল পোলাক সাহেবকে বহুদল সৈন্য সহিত গবর্ণমেণ্ট প্রেরণ করিলেন তাঁহার আগমন সংবাদে কাবলে

অবরুদ্ধ অভাগারা মৃতদেহে জীবন্যাস প্রাপ্ত হওনের ন্যায় হর্ষ যুক্ত হইল।

অনন্তর ৭ এপ্রেলে সেল সাহেব ষোড়শত সৈন্য লইয়া জলালাবাদের দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া আফগানীয় ২৫০০ অশ্বারোহি ও সাত সহস্র বলবান সৈন্য সহিত ঘোরতর যুদ্ধে বিপক্ষদলকে পরাভূত করত আখবর মহম্মদের ৪ টা তোপ দুইটা পতাকা, তাম্বু ও বিবিধ যুদ্ধ দ্রব্য কাড়িয়া লন, এই যুদ্ধের পর ১৬ এপ্রেলে শ্রীযুত পোলাক সাহেব জলালাবাদে উপস্থিত হইলেন তাঁহার শুভাগমনে পঞ্চদশবার তোপধ্বনি পূর্ব্বক দুর্গস্থ সৈন্যেরা আনন্দধ্বনি করিতেং তন্নিকট আগত হয়। ১৭ এপ্রেল জলালাবাদে বারত্রয় আনন্দ কম্পের ন্যায় ভূকম্প হইয়াছিল।

সন ১৮৪১ সালের ২৩ আক্টোবরে লার্ড এলেনবরা সাহেব লার্ড আকলণ্ড বাহাদুরের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত হইয়া ১৮৪২ সালের ২৮ ফিব্রুআরিতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, এবং অনতি বিলম্বে এলাহাবাদ গমন করিয়া পত্রদ্বারা জেনেরল পোলাক ও নট সাহেবকে কাবল আক্রমণ করণে নিষেধ করেন, তদনুসারে জেনেরল সাহেবকে স্বসৈন্য সহিত মাস চতুষ্টয় পর্য্যন্ত জলালাবাদে কষ্টভোগ করিতে হয়, তন্মধ্যে পীড়া ও আহারীয় দ্রব্যাভাব ঘটনায় অনেক লোক প্রাণত্যাগ করে, অনন্তর কাবল আক্রমণ করণীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় উপদেশ

প্রাপ্ত হইয়া ২০ আগষ্টে পোলাক সাহেব কাবল যাত্রা করিলেন ইতঃপূর্ব্বে ১৫ আগষ্টে জেনেরল নট সাহেব কান্দহার হইতে সপ্ত সহস্র সৈন্য সহিত গজনেনে উপস্থিত হইয়া তোপের দ্বারা নগরের মনুষ্যাদির সহিত প্রাচীর ও গৃহাদি উড়াইয়াদেন এবং গজনেনের উত্তর ১৯ ক্রোশান্তরে ৩০ আগষ্টে দ্বাদশ সহস্র বিপক্ষকে পরাজয় করেন এমত সময়ে কোপানল বর্ষণ২ করিতে২ জেনেরল পোলাক সাহেবের সৈন্যেরা কাবল নিকটে উপস্থিত হইল ঐ কালে কাবলের সিংহাসন গ্রহণার্থ পরস্পর অধ্যক্ষ গণেরা গৃহ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত ছিল তাহারা সাহেবের অব্যবহিত আগমনের পূর্ব্ব মতের অনৈকতা বসত স্থানে২ চলিয়া যায়, আখবর মহম্মদ কারাবদ্ধ সেনা গণের প্রাণ নাশ করণরূপ কোপ প্রকাশ করিতে চাহিয়া ছিলেন কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার পিতা মাতা ভ্রাতা ও বন্ধুগণ ইংরাজের হস্তে বধ্য হইবে এতৎ সন্দেহে ঐ কুকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া আপন পরিবারের মুক্তি বাঞ্ছায় বন্ধুতা রূপে বন্দি গণকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হয় বন্দিগণ মধ্যে কেবল ইলিফিনিষ্টন সাহেব দৈহিক পিড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

আখবর মহম্মদ ৩ সেপ্টেম্বরে বন্দিগণকে বামিনের দুর্গে পাঠাইয়া দেয় পরে বামিনের দুর্গাধ্যক্ষ তাহাদিগকে কহেন যে তাঁহাকে বিংশতি সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দান করিলে নিশ্চয় ছাড়িয়া দিবেক, তদনন্তর ১১সেপ্টেম্বরে তদ্দেশীয় কএক

জমীদার ঐ দুর্গ মধ্যে আগত হইয়া মেজর পটিঞ্জর সাহেবের সহিত মিত্রতা করিল। ১৫ সেপ্টেম্বর বন্দিগণের সুপ্রভাত হইল ঐ দিন দুর্গ মধ্যে জনশ্রুতি হয় যে দোরানী ও কাজল বাস জাতিরা ফিরিঙ্গীর সহিত মিলিয়াছে এবং আখবর খাঁ ও অন্যং অধ্যক্ষেরা পলাইয়াছে বৃটিস সৈন্যারা তাহাদিগকে মুক্ত করিতে আসিতেছে, এতৎ সংবাদে দুর্গস্থ রক্ষকেরা পলাইয়া যায়। ঐ দিবস পরাহ্নে পটিঞ্জর সাহেব কএকজন জমীদারকে বৃত্তিদানের আসা ভরসা দ্বারা বাধ্য করিয়া সমুদয় বন্দিগণের রক্ষক স্বরূপে তাহারদিগকে সঙ্গে লইয়া কাবল যাত্রা করিলেন।

১৫ সেপ্টেম্বর পোলাক সাহেব কাবল উপস্থিত হইয়া আখবর খাঁ প্রভৃতি বিপক্ষগণের সৈন্যকে নগরে ও তচ্চতুর্দ্দিক হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং নট সাহেবের সৈন্যেরা খোরদ্ কাবলের পথে যে সৈন্য ছিল তাহারদিগকে পরাভব করিয়া কাবলের উত্তরদিগস্থ পর্ব্বতে তাড়াইয়া দিল, দোরানি ও কাজলবাস জাতিরা অনুগত হইলে ঐ দিবস তাহার দিগকে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া ছয় শত অশ্বারোহি কাজল বাস সৈন্যকে সর রিচমণ্ড সাহেবের সহিত কারাবাসিগণের সাহায্যার্থে প্রেরণ করাগেল।

১৬ সেপ্টেম্বর পথি মধ্যে মেং রিচমণ্ড সাহেবের সহিত বন্ধ মুক্তগণের সাক্ষাৎ হইয়া তাহারদিগের হৃদয়ে যেন আনন্দ

পাথোধি বিপ্লব হইয়া নেত্র দ্বারে অজস্র বিপুল পুলক ধারা কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত পতিত হয় এবং অনেকে পুলকাঙ্গ পূরিত হইয়া বাক্য কহিতে পারেনাই। তদনন্তর ২১ সেপ্টেম্বর জেনেরল সেল সাহের প্রভৃতি সেনাপতিরা অনেকানেক সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া কাবলের নিকট কিল্লাকাজী নামক স্থানে কারা মুক্ত কন্যা পুত্র ও কলত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাংসারিক অনর্ব্বচনীয় সুখানুভব করিলেন। ঐ দিবস সায়াহ্নে উদ্ধারক ও উদ্ধৃতদিগের মেলন হইয়া কাবলের মধ্যে আনন্দোৎসব প্রীতিভোজন ও নত্যগীতাদি দ্বারা সমস্ত রাত্রি যাপন হয়।

এবম্প্রকারে জেনেরল পোলাক ও জেনেরল নট সাহেব কাবলের মধ্যে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের লুপ্ত পরাক্রম পুনরুদয় করাইয়া জয়পতাকা সহিত দ্বিতীয়বার শাহশুজার বংশকে সিংহাসনে স্থাপিত করত কাবল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৭ ডিসেম্বরে ফিরোজপুর পঁহুছিলেন।

এক্ষণে ঐ ইতিহাস প্রবাহ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বৃটিস সৈন্য সহিত আগত হইয়া পুনর্ব্বার কাবলের প্রতি ধাবমান হইল। কাবল হইতে প্রথমবার বৃটিস সৈন্য উঠিয়া আইলে শাহশুজা আখবর মহম্মদের আদিষ্ট গুপ্ত ঘাতক হস্তে নিহত হন, তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ফতেজঙ্গ সিংহাসনাধিকারী হইলেন এবং আখবর মহাম্মদ তাঁহার উজীর হন, তাহার পর দোরাণী বর

কজী গিলজী, এবং কাজলবাস এই চারি জাতির অধ্যক্ষেরা পরস্পর রাজ্যাভিলাষে যুদ্ধ করিতে লাগিল তদনন্তর পোলাক সাহেবের সাহায্যে কাজলবাসেরা ফতেজঙ্গের পক্ষ হইয়া কাবলে প্রবল হয়। কিয়ৎকালানন্তরে দোস্ত মহাম্মদ ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশ উপস্থিত হইয়া সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্তে এপর্য্যন্ত রাজ্য করিতেছেন, বিশ্বাষ ঘাতক আখবর মহম্মদকে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট বহু যত্নেও নষ্ট করিতে পারেন নাই কিন্তু অপ্রত্যাশিত রূপে ঐ দুরাত্মা ইং ১৮৪৭ সালের প্রথমে গিলজী জাতি প্রতিকারার্থে আগত হইয়া গণ্ডামক পর্ব্বতের নিকট আত্ম অনুচরের দ্বারা বিষপানে নিহত হয়।

কাবল রাজ্যের বার্ষিক রাজকর পঞ্চদশ লক্ষমুদ্রার অধিক নহে, এতদ্রাজ্যের লোক সঙ্খ্যার নিরূপণ নাই পর্ব্বতীয় জাতির সহিত গণনা করিলে অনুমান আট নয় লক্ষ মনুষ্য হইতে পারে দেশের অধিকাংশ পর্ব্বতারণ্যময়, প্রজার অল্পতা, দেশস্থ গণ্ড গ্রাম বা নগর পরস্পর আক্রমণের ও দস্যুর আশঙ্কায় মৃত্তিকার প্রাচীরে পরিবেষ্টিত।

এই রাজ্যের অন্তর্গত পরগনা জোহাক বামনের মধ্যস্থ পর্ব্বতের স্থানেং বহু সহস্র গহ্বর বা গুপ্ত বাস স্থান দৃষ্ট হয় জনশ্রুতি আছে তন্মধ্যে হিন্দু তপস্বি লোকেরা পূর্ব্বকালে বাস করিতেন, ঐপর্ব্বতে তিনটা প্রস্তরের বৃহন্মূর্ত্তি আছে তন্মধ্যে পুরুষাকার মূর্ত্তির পরিমাণ ষষ্টি হস্ত, ও যোষিদাকারের পঞ্চা

শৎ হস্ত এবং ইহার দিগের বালক রূপধারি মূর্ত্তির পরিমাণ পঞ্চদশ হস্ত। উক্ত পর্ব্বতমধ্যে বহুবিধ উৎস ও নির্ঝর দ্বারা বারিনিঃসৃত হইয়া অনেকানেক ক্ষুদ্রনদীর উৎপত্তি হই য়াছে। এবং গোরবন্দ পরগনার মধ্যবর্ত্তি মরু ভূমিস্থ অরণ্যে নিশাকালে কখন২ বাদ্যধ্বনি শুনাযায়, কিন্তু কিকারণে কোথা হইতে ঐ শব্দ হয় তাহা কেহ নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

জবলিস্থান।

কাবলের অন্তর্বর্ত্তি জবল বা জবলস্থানের সিংহাসনাধীন পূর্ব্বে কান্দহার খোরাসান কাবল রাজ্য ছিল ঐ রাজের রাজধানী গজনেন নগরের সিংহাসনে বিখ্যাত শুলতান মাহ মুদ ও শুলতান শ্বাহাবদ্দিন প্রভৃতি যবনেশ্বরেরা রাজ্য করি য়াছেন, ইং ৯৯৭ সালে মাহমুদ গজনেনের সিংহাসনাভিষিক্ত হন তদ্দ্বারা ১০০১ সাল অবধি ১০২৪ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বার হিন্দু স্থান বিলুঠিত ও উপদ্রুত হয় তিনি ১০০৫ সালে নাগর কোট নামক স্থানের দেবালয় ও ভীমাখ্যশিব মন্দির ও ১০১১ সালে স্থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্রের দেবালয় ও ১০১৭ সালে মুক্তিধাম মথুরার যাবদীয় দেবমন্দির ও ১০২৪ সালে গুজরাটের স্বয়ম্ভু সোম নাথাখ্য শিবলিঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রচরার্থ হরণ করত উক্ত নগর বর্দ্ধিষ্ণু করেন, চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত সোমনাথের বিখ্যাত

পুরদ্বার লইয়া স্বনগরের সিংহদ্বার গ্রথিত করিয়াছিলেন জেনরল নট সাহেব কাবল জয়ের চিহ্ন স্বরূপ নগর ভগ্ন করিয়া ঐ দ্বার হিন্দুস্থানে লইয়া আইসেন। ঐ নগরের সান্নিধ্য পর্ব্বতে এক ক্ষুদ্র হ্রদ আছে তন্মধ্যে অপবিত্র বস্তু নিঃক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ ঝড় বৃষ্টি ও শিশির বর্ষণ হয়।

এতন্নগরীয় পূর্ব্বতন রাজা শাহাবদ্দিন সাল উৎপন্ন করণার্থে কাশ্মীর হইতে বাপযন্ত্র বেমা ও অন্যান্য সাল নির্ম্মাণোপযোগি দ্রব্যাদি আনাইয়াছিলেন ঐ কালে কোন অশুভ ঘটনা হওয়াতে তাঁহার মনে ঐ উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া যায়।

কান্দহার।

কান্দহার রাজ্য দৈর্ঘ্যে কিলাত বনজারা হইতে গৌরীস্থান পর্য্যন্ত ১৫০ ক্রোশ ও সিন্ধুহইতে ফরাস্থান পর্য্যন্ত ১৩০ ক্রোশ পরিসর, তাহার পূর্ব্বভাগে সিন্ধুনদী পশ্চিমে কাবলের ফরাস্থান উত্তরে গৌরীস্থান এবং দক্ষিণে সিউয়িদেশ, এইরাজ্যের রাজধানীর নাম কান্দহার, ঐ নগরের অদূরে এক বৃহৎ প্রাচীন নগরের ভগ্নাট্টালিকা প্রভৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয় ঐ স্থান গৌর বংশীয় রাজা গণের রাজধানী ছিল, কান্দহার নগরের পঞ্চক্রোশান্তরে আজদার নামক পর্ব্বতে এক আশ্চর্য্য গহ্বর আছে তন্মধ্যে বায়ু সঞ্চার নাই অথচ তাহাতে দীপালোক নীত হইলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। এই রাজ্য মধ্যে

কিলাতের আটক্রোশান্তরে এক উচ্চ পর্ব্বত গহ্বরে দুইটা স্তম্ব আছে তাহার মস্তকোপরি উৎস' দ্বারে জল নিঃসৃত হইয়া নিম্নে পতিত হয় তজ্জলে হরমস্ত ও বরকত মস্ত নামিকা দুইটা তটিনী সম্ভূতা হইয়াছে, এইদেশে কাবলের ন্যায় শীতের আতিশয্য নাই পৌষ ও মাঘ মাস ব্যতিরেক অন্যসময়ে মান্দ্য শীত অনুভূত হয়, এতদ্দেশোৎপন্ন গোধূম দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ তথায় অন্য২ নানা প্রকার স্বাদুফল ও বিবিধ বর্ণ পুষ্প উৎপন্ন হয়।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে রাজ্য খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।
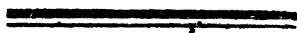
বৃত্তখণ্ড।

আদিবৃত্তান্ত।

পঞ্জাবের শীক জাতিরা এতদ্রূপে আপনার দিগকে সূর্য্য বংশ্যবলিয়া পরীচয় দেয়, যে ভগবান রামচন্দ্র আপন গর্ভিনী ভার্য্যা সীতা দেবীকে বিজনবনে বিসর্জন দিবার কারণ আপন বৈমাত্রেয় লক্ষ্মণের প্রতি আজ্ঞা দেন কিন্তু অকৃতাপরাধিনী ভ্রাতৃবধূকে বনে দেওয়া অকর্ত্তব্য বোধে বাল্মীকি নামক তপস্বির তপোবনে বিসর্জন দিয়া আইসেন ঐ স্থান অমৃতসর নগর হইতে তিন ক্রোশান্তরিত অধুনা রামতীর্থ নামে বিখ্যাত, ঐ স্থানে রামপত্নী সীতা লব ও কুশনামে প্রসিদ্ধ যুগ্ম পুত্র প্রসূতা হন, কালক্রমে উভয় ভ্রাতা পরাক্রমী ও আঢ্য হইয়া তদ্দেশাধিকার করিয়া ছিলেন, লবের দ্বারা লাবর নগর ও কুশের দ্বারা কুশর নগর স্থাপিত হয় তাহা এক্ষণে লাহোর ও কশোর নামে খ্যাত হইয়াছে। উক্ত উভয় নগরে লব কুশের সন্তানেরা বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন কাল ক্রমে সেই বংশীয় মনূষ্যেরা পঞ্জাবের নানা স্থানে বাস করিয়া থাকেন। বহুকাল পরে তদ্বংশীয় কালুরায় নামক রাজা লাহোরাধিকারী ও তাঁহার ভ্রাতা কল্পত রায় কশোরের সিংহাসনাভিষিক্ত হন, কিয়ৎ দিবসানন্তর কল্পত রায় বলক্রমে লাহোরাধিকার করত কালুরায়কে দেশ হইতে

বহিষ্কৃত করিয়াদেন তিনি পলায়ন পূর্ব্বক দক্ষিণ রাজ্যের রাজা অমৃত রায়ের শরণাপন্ন হইয়া রহেন ঐ রাজা মৃত্যু পূর্ব্বে কালুরায়কে কন্যা ও রাজ্য দান করিলেন, ঐ ভার্য্যা গর্ভে সুধীরায় নামক সর্ব্বগুণোপেত এক পুত্রোৎপত্তি হয়, ঐ পুত্র কালাত্যয়ে মহাবীর্য্যবান্ হইয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া পঞ্জা বাক্রমণ পূর্ব্বক আপন পিতৃব্যকে পরাভূত করিয়া লাহোর সিংহাসন গ্রহণ করত পরাভূত রাজাকে পরিবারের সহিত দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন, ঐ রাজা অন্যগতি রহিত হইয়া সপরিবার মুক্তিধাম কাশীবাস করিয়া রহেন, একদিবস বেদা ধ্যয়ন কালে জ্ঞাত হইলেন যে মনষ্য স্বদেহে দ্বেষ বৈষম্য ও নির্দয়তারূপ পাপ সত্ত্বে কদাচ পরম কারুণ্য জগদীশ্বরের করুণা প্রাপ্ত হইতে পারেনা এতদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে বিবেকের উদয় হইয়া চিন্তা করিলেন যে আমি ক্রোধ হিংসার বশাধীন আপন ভ্রাতাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া অন্যায়ে তদ্ধনাপহরণ করিয়াছি, ভ্রাতা লোকান্তরগামী হইয়াছেন এক্ষণে অপ রাধ মার্জনা বিষয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীর সদয়তা ও কৃপা ব্যতি রেকে আমার গত্যন্তর নাই এই চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্জাবে আগত হইয়া সুধীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে সুধীরায় তাঁহাকে আদরের সহিত নিকটে রাখিয়া তাঁহার স্থানে বেদ শ্রবণ করিতে২ তাঁহার মনে জ্ঞান বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং পিতৃব্যের পদাবনত হইয়া কহেন, আপনি গুরু রাজ্যা

ধিকারী হইয়া সুখসম্ভোগ করুন আমি বন যাত্রা করিব এক থায় কল্পতরায় কহিলেন হেবৎস ইহা উচিত হইতে পারেনা আমি তোমার সুচরিত্রতায় পরিতোষ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করি যে পঞ্জাব মধ্যে তোমার বংশাবলী বর্দ্ধিষ্ণুরূপে রাজ্য ভোগ করুক এবং আমার সন্তানেরা তাহারদিগের পরম পথ প্রদর্শক গুরুরূপে বিখ্যাত হউক, অনন্তর সুধীরাজ বন গমন করিবায় কল্পত রায় কিয়ৎকাল রাজ্য করিয়াছিলেন তিনি পৌনঃপুন্য বেদাধ্যয়ন করাতে কল্পত বেদী উপাধি অন্বিত হন, তদবধি তদ্বংশ সম্ভূত পুরুষেরা বেদী নামে প্রসিদ্ধ এবং সুধীর সন্তানেরা সধী উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছে এতৎ প্রমাণত শীক জাতিরা ক্ষত্রিয়বংশ নিশ্চয় আপনাদিগকে করিয়াছে।

গুরু নানকের জীবন চরিত্র।

হিজিরী ৮৯২ ও ইংরাজী ১৪৬৮ সালে বিক্রমাদিত্যের ১৫২৫ সম্বতে রাজা বিলোলি লুধির ৩২ বর্ষ রাজ্যকালে, রাজ্য লাহোরের অন্তর্গত ভাটি নামক জনপদের মধ্যে রাইপুর বা তালওয়ান্দি নামক ক্ষুদ্রগ্রাম বাসি কাল বেদির ঔরসে নানক নামক বিখ্যাত শীক জাতির ধর্ম্ম স্থাপকের জন্ম পরিগ্রহ হয়, কথিত আছে তাঁহার পিতা অনপত্যতা বশত বৃদ্ধাবস্থায় সস্ত্রীক হইয়া বনবাস করেন এমত কালে একজন সন্ন্যাশির প্রসাদ ভোজন করিয়া নানকের মাতা অন্তরপত্ন্যা হন

এবং বনমাঝে নানকের উৎপত্তি হইলে কালুবেদী ভার্য্যা পুত্র সহিত পুনর্ব্বার স্বধামে আগত হয়, নানক পঞ্চম বর্ষ সময়ে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হন, অধ্যয়ন ব্যতিরেকে বাল্মীকিবৎ বেদাদি শাস্ত্র বক্তা হইয়াছিলেন, বাল্যাবধি তাঁহাকে বিষয়ে অনাসক্ত জানিয়া সংসারাবৃত্তি প্রবৃত্তি জনন কারণ তাঁহার জনক এক সময়ে লবণক্রয়ার্থ তাঁহার হস্তে অর্থার্পণ করেন, নানক পথিমধ্যে দিনত্রয়াবধি বুভুক্ষিত উদাসীন দীন গণকে তদ্ধন দান করত জনকের ভৃত্যকে কহেন যে মায়াময় অনিত্য সংসারে অর্থলাভার্থ লুব্ধচিত্ত জনক আমাকে লবণ ক্রয় কারণ পাঠাইয়াছেন তদ্ধনে উপাস্য সন্ন্যাসি গণের প্রাণরক্ষা রূপ অনন্ত অনাশ্য ফল ক্রয় করিলাম, তদবধি তাঁহার পিতা তাঁহাকে আর কখন ধনের আদান প্রদানীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করেন নাই, এক দিবস নানকের ভগিনী নানকীর পতি জয় রামের ভবনে নানক বিমনস্করূপে মায়া দ্বারা কিরূপে বিশ্ব বিরচন হইল ইহাই চিন্তা করিতে ছিলেন এমত কালে তাঁহাকে স্বর্গীয় দূত প্রত্যাদেশ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিয়া যান, যবনেরা কহে ফকির বেশধারী হইয়া তন্নিকট খাজা খেজর নামক ঈশ্বর দূত আসিয়াছিলেন তদ্দিনাবধি তিনি জ্ঞানান্বেষী হইয়া নানাদেশ বিশেষতঃ আবর দেশস্থ মক্কায় গমন করিয়া ছিলেন এবং অদ্বৈতবাদ বিস্তার করত যবনধর্ম্মিগণকে স্বমতাব লম্বী করেন, হিন্দু যবন জাতি মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে যে দ্বেষ বৈষম্য

আছে তাহা নিবারণ পূর্ব্বক তাবল্লোকের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানালোক উদয় করাইতে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল, তাঁহার শিষ্যেরা কহে যে তিনি জলশূন্য দেশে সরোবর সৃষ্টি করিয়াছেন ও তদা জ্ঞায় পর্ব্বতের দূরাবসরণ ও উৎকট ব্যাধিযুক্ত গণেরা মুক্ত হইয়াছে, এক সময়ে তিনি জগদীশ্বরের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, সিদ্ধাশ্রমের ঋষিরা তন্নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হন, দিল্লীশ্বর বাবরের সভায় তিনি পরম পূজ্য ছিলেন, নানক দিগ্‌ভ্রমণের পর গৃহাগত হইয়া সন্ন্যাসির বেশ পরি ত্যাগ করত আদিগ্রন্থ রচনা করেন তদ্‌গ্রন্থ পবিত্র জ্ঞানোপ দেশ ও ধর্ম্মশিক্ষায় পরিপূর্ণ, 'নানক বহুসহস্র হিন্দু ও যবন গণকে স্বমতাবলম্বী করত আপনার পুত্র লক্ষ্মীদাস ও শ্রীচাঁ দকে স্বপদে স্থাপিত না করিয়া আত্ম শিষ্য অঙ্গদকে আপন পবিত্র বেশ ভূষণ অর্পণ পূর্ব্বক ৭১ বর্ষ বয়ঃক্রমে মূলতান ভ্রমণ করিয়া ধারা কীর্ত্তিনগরে ঐরাবতী নদীতীরে প্রায় পঞ্চ সহস্র হিন্দু ও যবন শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ৯৬৩ সালে ইং ১৫৩৯ সালে আখবর শাহার প্রথম বর্ষীয় রাজ্য কালে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করত যোগাবলম্বনে মানবী লীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার মরণের পর উভয় জাতীয় শিষ্যগণের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বিষয়ে যুদ্ধ ঘটনা হয় অর্থাৎ হিন্দুরা তদ্দেহ দাহ করিতে বাঞ্ছিত ও যবন শিষ্যেরা ঐ মৃতকায় সমাধিস্থ করণে প্রস্তুত এমত কালে মধ্যস্থ রূপে একজন সমাগত

হইয়া কহিল তোমরা প্রথমত আমাকে শব দৃষ্টি করাও পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের যুক্তি দান করিব, অনন্তর মৃত দেহের আচ্ছাদন বস্ত্র উত্তোলন করাতে শব দৃষ্ট ও প্রাপ্ত হইলনা ইহাতে শিষ্যেরা বিস্ময়াপন্ন হয়, পরে মীমাংসক ঐ বস্ত্র দুই খণ্ডে ছিন্ন করিয়া উভয় দলকে দান করত অন্তর্হিত হন। ঐ স্থানে অদ্যাপি নানকের সমাজ গৃহ বর্ত্তমান আছে তথায় বর্ষে২ বহু সহস্র যাত্রির মেলা হয়, গুরু নানক ৬০ বর্ষ ৫ মাস ৭ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম কার্য্য যজন যাজন পূর্ব্বক লোকান্তরিত হন।

২ গুরু অঙ্গদের চরিত্র।

লাহোর রাজ্যের অন্তর্গত বিপাশা নদী তীরস্থ খন্ধর গ্রামের ক্ষত্রিয়বংশে অঙ্গদের জন্ম হয় তাঁহার আদি নাম লীনারায়, কথিত আছে অরণ্য ভ্রমণ সময়ে এক মৃতদেহ দৃষ্ট করিয়া নানক আত্ম শিষ্য বুধ ও লীনাকে ঐ শব ভক্ষণ করিতে আজ্ঞা দেন, বুধ ঘৃণা করিয়া ঐ কার্য্যে সাহসী হইলনা কিন্তু লীনা গুরুবাক্য দৃঢ়তর করিয়া কহিল যে প্রথমত শবের কোন অঙ্গ ভোজন করিব, গুরু তাহাকে পদাঙ্গুষ্ঠ ভোজন করিতে কহিলেন, লীনা সাহস পূর্ব্বক শবের নিকট যাইবা মাত্র মৃতদেহ অদর্শন হয়, এতদ্দ্বারা নানক তাহাকে দৃঢ় বিশ্বাসী ও ইষ্টনিষ্ঠ জানিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন যে তুমি আমার নিজাঙ্গ, অদ্যাবধি তব নাম অঙ্গদ থাকিল।

অঙ্গদ গুরুপদাভিষিক্ত হইলে বারম্বার নানকপুত্রদ্বয়ের সহিত বিবাদ ঘটনায় পরিশেষে কুদর নামক স্থানে বাস করিয়া ছিলেন তাঁহার শিষ্য মধ্যে অমরদাস নামক ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিল একারণ অঙ্গদ আত্ম পুত্র দাসুজী ও দত্তজীকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে আত্মপদে অভিষিক্ত করত বাদশাহ আখবরের ১৩ বর্ষ সময়ে ১৬০৯ সম্বতে হিজরি ৯৭৬ ইং ১৫৫২ সালে ৪ মার্চে লোকান্তরিত হন তিনি ১২ বর্ষ ৬ মাস ৯ দিবস গুরু পদাভিষিক্ত ছিলেন।

৩ গুরু অমর দাসের চরিত্র।

গুরু অমরদাস ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে পরম পূজ্য হইয়া অল্পকালের মধ্যে মহা ধনাঢ্য হন, পূর্ব্বে নানক পুত্র ধর্ম্মচন্দ্র যে উদাসীন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া ধর্ম্মালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র মোহন ও কন্যা মোহিনী যিনি ভানী নামে বিখ্যাতা, ঐ কন্যার লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সুধী বংশীয় রামদাস নামক এক বালক তাঁহার শিষ্য হইয়া ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, গুরু অমরদাস মৃত্যু পূর্ব্বে জামাতাকে আত্ম পদাভিষিক্ত করিয়া ১৬৩২ সম্বতে হিজরি ৯৯৯ ইং ১৫৭৫ সালে ১৪ মে দিবসে গোবিন্দওয়াল স্থানে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই গুরু, ২২ বর্ষ ৫ মাস ১১ দিন পূজ্য পদা

ভিষিক্ত ছিলেন। কোন২ গ্রন্থকর্ত্তা কহেন ঐ গুরু ১৫৭৪ সালে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

৪ গুরু রামদাস।

গুরু রামদাস অবধি সূধী বংশ্যেরা পূজ্যাসনাধিকারী হইলেন, এই গুরু স্বকীয় সাধুত্ব সত্যবাদিত্ব পাণ্ডিত্য ও পরোপকারিতা গুণে বিখ্যাত হন, আখবর বাদশাহ তাঁহার প্রতি পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে চক নামক গ্রাম দেবোত্তর দেন ঐ গ্রামে তিনি অমৃতসর নামে পুষ্করিণী খনন করাইয়া নানকের ধর্ম্মালয় স্থাপন করত গ্রাম বৃদ্ধিকৃ ও আত্ম নামানুরূপ রাম দাস পুর নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন, তিনি আদি গ্রন্থের কএক অধ্যায় ও এক নূতন পুস্তক রচনা করেন, তাঁহার ভার্য্যা ভানীর গর্ভে তিন পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ মহাদেব সন্ন্যাসী, মধ্যম পৃথ্বীদাস বিষয়াসক্ত হন, তৃতীয় অর্জুন পিতার পূজ্যাসন গ্রহণ করিলেন, গুরু রামদাস ১৬৩৯ সম্বতে হিজিরি ১০০৬ ইং ১৫৮২ সালে ৩ মার্চ্চে স্বর্গারোহণ করেন। এই গুরু কেবল ৭ বৎসর পূজ্য পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

৫ গুরু অর্জুন।

গুরু অর্জুন আদি গ্রন্থের রচনায় ও তাহা টীকাটিপপ্নী দ্বারা উজ্জ্বল করায় সর্ব্বত্র যশস্বী হইলেন, শুনাযায় আদি

গ্রন্থ দ্বাদশ জনের দ্বারা বিরচিত হয় তাহার আদ্যারম্ভক নানক ও সমাপ্ত কারিণী এক পণ্ডিতা রমণী, তদ্‌গ্রন্থ দ্বিনবতি অধ্যায়ে বিভক্ত। ঐ কালে দানী চন্দ্র নামক এক পণ্ডিত স্বর চিত কএক অধ্যায় তাহাতে সংযোগ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার লিখন নায়কের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হওনে অর্জুন তাহাতে অসন্মত হইলে তদ্দ্বারা ঐ পণ্ডিতের সহিত অরিতার সম্ভব হয়, এই গুরু ধনে মানে মহৈশ্বর্য্য শালী ছিলেন, তৎপুত্র হরগোবিন্দের সহিত চণ্ডুরায় নামক লাহোরের প্রধান মন্ত্রী এক লক্ষ মূদ্রা পণ স্বীকার করিয়া আত্ম কন্যার বিবাহ দেওনে বাঞ্ছিত হন গুরু তাহাতে অস্বীকার হইবায় মন্ত্রির সহিত প্রবল বিপক্ষতা ঘটনা হয়, এমত কালে দিল্লীর বাদশাহ সাজাহান কাশ্মীর দর্শনার্থ যাত্রা করিয়া লাহোর নগরে উপস্থিত হইলে তন্নিকট উক্ত মন্ত্রী গুরুর বিরুদ্ধে অনেকা নেক দূষ্যবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করাতে তৎ কর্তৃক গুরু অমৃতসর হইতে আকর্ষিত হন, অনন্তর বাদশাহ তাঁহার সুধাময় বচন ও সুরূপ সন্দর্শন পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে বিদায় দেন, তাঁহার গমন কালে বিদ্বেষি চণ্ডুরায় তাঁহাকে ভয় দর্শনার্থ জানাইল যে কল্য দরবারে তাঁহার শিরশ্ছেদ হইবে এই বাক্যে তিনি সম্ভ্রমভয়ে রাবী নদীনীরে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। কোনং গ্রন্থকারেরা কহেন যে তিনি কারাগারে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া মরিয়াছেন যেরূপে হউক তাঁহার লাহোর

নগরেই ১৬৬৪ সম্বতে হিজিরি ১০৩১ ও ইং ১৬০৭ সালে মৃত্যু যোগ ঘটনা হয়। তিনি ২৪ বৎসর ৯ মাস ১ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬ গুরু হরগোবিন্দ।

পিতৃ মরণে হরগোবিন্দ জাজ্বল্য মান ক্রোধ ও শোক সন্তপ্ত হইয়া নানকের পূজ্যাসন গ্রহণ করত উভয় করে যুগ্ম করবাল ধারণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে একাস্ত্রে পিতৃদ্রোহি দিগের ছিন্ন গলদ্রক্ত গলিত ধারায় ধরাতল আরক্তীকৃত করিব ও দ্বিতীয় অস্ত্রাঘাতে মহম্মদের কীর্ত্তি লোপকারী হইব। তৎসময়ে লাহোর সিংহাসনে বাদশাহ সাজাহানের পুত্র দারা শীকো রাজ্য করিতেছিলেন তাঁহার শাসন দৌর্ব্বল্য বশত অল্প দিনের মধ্যে হরগোবিন্দ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া শিষ্য গণকে অস্ত্রদীক্ষা রণশিক্ষা করাইয়া প্রথমত পিতৃ দ্রোহিগণকে বিনষ্ট করিলেন, অনন্তর তাঁহার প্রতি কোপিত হইয়া বাদশাহ সাত সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য অমৃতসরে প্রেরণ করেন তাঁহারা অভিনব অস্ত্রধারি নানক শিষ্য দ্বারা পরাভূত হইয়া পলাইয়া যায়, হরগোবিন্দ ও যুদ্ধজয় করিয়া শঙ্কাপ্রযুক্ত পলায়ন পূর্ব্বক বাটিণ্ডার অরণ্যে আশ্রয় লইলেন ঐস্থান ইদানীং গুরু কোট নামে বিখ্যাত। তদনন্তর বাদশাহ দ্বিতীয় বার কনয়ারবেগ ও লাল বেগের অধীনে

গুরুকে ধৃত করণ অন্য সৈন্য পাঠাইলেন তাহারাও তৎকর্তৃক পরাভূত হইল।

তৃতীয় বার দিল্লী হইতে পাণ্ডি খাঁ পাঠানের সহিত বহু সহস্র সৈন্য পঞ্জাবে আসিয়া হরগোবিন্দের সহিত গুরুতর যুদ্ধারম্ভ করিল কিন্তু যবন সেনাপতি রণস্থলে হরগোবিন্দের হস্তে নিহত হইবায় নায়কশূন্য সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় পরে হরগোবিন্দ আপন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শতদ্রু নদীতীরে হীরতপুর নামক পর্ব্বতীয় নগরে কাল যাপন করিয়াছিলেন তিনি শিষ্য গণকে যুদ্ধ কৌশল ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের আরাধনা শিক্ষা করাইয়াছিলেন।

হরগোবিন্দের তিন ভার্য্যার গর্ভে গুরুদত্ত সুরত সিংহ বা সূর্য্যমল, অনিরায়, অটলরায় ও তেগ বাহাদুর এইপঞ্চপুত্র সম্ভব হয় তন্মধ্যে অনিরায় ও অটলরায় বৎসরক্ষা না করিয়া লোকান্তরিত এবং জ্যেষ্ঠ গুরুদত্ত যবনের যুদ্ধে নিহত হন, তৎপুত্র হররায়কে ধর্ম্ম সিংহাসনাভিষিক্ত করিয়া১৬৯৬ সম্বতে, হিজিরি ১০৬৩ ও ইং ১৬৩৯ সালের ১০ মার্চ্চে হীরতপুর নগরে জীবন যাত্রা সমাধান করিলেন। কোন২ গ্রন্থকর্ত্তা কহেন ইং ১৬৪৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়, অদ্যাপি উক্ত নগরে তাঁহার সমাধি গৃহ বর্ত্তমান আছে তিনি ৩১ বর্ষ ৬ মাস ২ দুইদিন ধর্ম্মরাজ্য করিয়াছেন।

৭ গুরু হররায়।

গুরু হররায় ধর্ম্ম সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া পিতৃব্য ভেগ বাহাদুরের সহিত অনৈক্য হইয়াছিলেন ঐকালে দারা নামক শাহজাদা আপন ভ্রাতা অওরঙ্গজেবের দ্বারা তাড়িত হইয়া পঞ্জাবে আইসেন, গুরু হররায় আত্ম সৈন্য দ্বারা দারার আনুকূল্য করিয়াছিলেন পরে অওরঙ্গজেব দারাকে নিহত করত সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া হররায়কে আকর্ষণ করিলেন, শীক গুরু আত্ম শঙ্কায় স্বয়ং দিল্লী গমন না করিয়া অনুনয় বিনয়ের সহিত পত্র লিখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রায়কে দিল্লী পাঠাইয়াদেন, বাদশাহ রাম রায়ের সদ্বক্তৃতার দ্বারা সম্প্রীত হইয়া তাঁহাকে আত্ম নিকটে রাখিলেন, তাঁহার দিল্লী নগরে অবস্থান সময়ে ১৭২০ সম্বতে হিজিরি ১০৯৭ ও ইং ১৬৬৩ সালে ৯ আক্টোবরে গুরু হররায়ের মৃত্যু হয়, তিনি ৩৩ বর্ষ ৬ মাস ১৪ দিন ধর্ম্ম রাজ্য করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র হরেকৃষ্ণকে আত্মপদে নিয়োগ পূর্ব্বক লোকান্তর গত হন।

৮ গুরু হরেকৃষ্ণ।

হরেকৃষ্ণের সিংহাসনাভিষেক ও হররায়ের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করত রামরায় দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ করাতে

হরেকৃষ্ণকে দিল্লী আকার্ষণার্থ আজ্ঞাপত্র প্রেরিত হয়; তিনি স্বাভাবিক ভীরুতা প্রযুক্ত বহুদিবস গতিক্রিয়া করিয়াছিলেন পরিশেষে দিল্লী আগত হইয়া ঐ নগরে বসন্ত রোগে জীব নাশা ত্যাগ করিয়া আপন পিতৃব্য তেগ বাহাদরের প্রতি ধর্ম্মা সন গ্রহণের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক ১৭২৩ সম্বতে হিজিরি ১১০০ ও ইং ১৬৬৬ সালে ১৪ মার্চ্চে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তিনি ২ বর্ষ ৫ মাস ৯ দিবস ধর্ম্ম্য রাজ্য করিয়াছিলেন।

৯ গুরু তেগ বাহাদুর।

তেগ বাহাদুর আপন মাতার সহিত বিপাশা নদীতীরে বকলা গ্রামে উদাসীনের ন্যায় নিরীহ রূপে কালযাপন করিতেন, তিনি প্রথমতঃ নানকের ধর্ম্মপদ গ্রহণে অনিচ্ছু ছিলেন পরে জ্ঞাতিগণের অনুরোধে বিশেষতঃ মখন শাহার বাক্য ক্রমে তৎপদাভিষিক্ত হইয়া কিছু দিন পরে সুধী বংশীয় দিগের সহিত ঘোরতর বিবাদ প্রবৃত্ত হন, ঐ কালে রাম রায় তন্নামে অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে ধৃত করণার্থ রাজাজ্ঞার সহিত সৈন্য পাঠাইয়াদেন, তিনি ভীত হইয়া কলু দেশীয় রাজাশ্রয়ে দেবীমোক্ষনামক স্থানে মখবাল নামক গ্রাম বসাইয়া তথায় বাস করেন, ও কিয়দ্দিবস পরে ধৃত হইয়া দিল্লীর কারাগারে প্রেরিত হন, দুই বৎসরের পর রাজা জয়সিংহের উত্তর সাধকতায় মুক্ত হইয়া সপরিবারে

ঐ রাজার সহিত পাটনায় আসিয়া তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করত স্বজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছিলেন, পরে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্বদেশ মধ্যে আগত হইয়া বাস করিলেন,তথাপি দুরাত্মা রামরায় নিবৃত্ত না হইয়া তদ্বিরুদ্ধে বারম্বার বাদশাহের নিকট নানা প্রকার ক্রোধোৎপাদক গ্লানি বাক্য কহাতে পরি শেষে বাদশাহ অবিচার পূর্ব্বক তেগ বাহাদুরকে আনাইয়া সভামধ্যে তাঁহার শিরশ্ছেদ করাইলেন, কেহ২ কহে তিনি সাংসারিক ক্লেশাসহিষ্ণু হইয়া চাতুর্য্য দ্বারা স্বকীয় শির শ্ছেদ করাইয়াছিলেন, হিজিরি ১১০৪ ও ইংরাজী ১৬৮০ সালে আলমগীর বাদশাহের ৩৫ বর্ষীয় রাজ্য সময়ে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়। গুরু ধর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ সপ্তম মাস এক বিংশতি দিবস সজীব ছিলেন।

১০ গুরু গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দসিংহ পাটনা নগরে জন্ম পরিগ্রহণ ও পঞ্জাবদেশে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ সময়ে পিতৃমরণে কাতর হইয়া কিয়ৎ সঙ্খ্যক পিতৃশিষ্য গণকে ও তাঁহার মাতা গুজারীকে লইয়া মদ্রদেশে পুনরাগত হন, এবং বান্ধব গণের সাহায্যে পৈতৃক স্থান মকাবল আনন্দপুরে বাস করিয়া কেশগড় তীর্থে দুর্গা মন্দিরে সনিয়ম শুদ্ধাচারে শ্মশ্রু ধারী হইয়া তপস্যারম্ভ করেন, এবং বারাণসী হইতে দুই

জন যাজ্ঞিক বিপ্রকে আনাইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করাইয়াছিলেন জনশ্রুতি আছে এবং শীক গ্রন্থকারেরাও লিখিয়াছেন যে তাঁহার প্রতি ভগবতীর প্রত্যাদেশ হইয়াছিল এবং তিনি ভগবতীর করাঙ্কিত করবাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ঐ অস্ত্র অদ্যাপি শীক রাজের গৃহে প্রপূজিত হয়।

তাঁহার পর গুরু গোবিন্দ নানকের লিপির তাৎপর্য্য রূপান্তর ও অর্থান্তর করত শিষ্য গণকে গোমাংস ভিন্ন অন্য আহারীয় পশু মাংস ও মদ্য ব্যবহার করণের, ও যাবজ্জীবন দেহ মধ্যে লৌহধারণের বিধি প্রদান এবং যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করাইতে লাগিলেন, গুরু গোবিন্দের মতানুসারে শীক জাতিরা তদবধি শ্মশ্রু নীলবস্ত্র ও লৌহ ধারী হয়, তদনন্তর তিনি বর্ণ বিচার উঠাইয়া দেন, অনন্তর তন্নিকট বহু সহস্র শীক লোকেরা একত্রিত হইলে তিনি পাধলি করণ বা শীক করণীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন. অর্থাৎ তাঁহার ভার্য্যার দ্বারা মধু মিছরি শর্করা গুড় ইক্ষুরস জলমিশ্রিত করাইয়া সকলকে পান করাইলেন ও তাহারদিগে খালসা নামে বিখ্যাত করিলেন তদবধি শীক জাতিরা সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হয়, তৎকৃত পাধলী ব্যবস্থা দূর প্রচারিতা হইলে চণ্ডাল হড্ডিপ চর্ম্মকার প্রভৃতি সহস্র২ নীচ লোক তন্নিকট শীক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং অত্যল্প কাল মধ্যে তিনি বহু সহস্র শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া রামরায়ের বংশ বিধ্বংস পূর্ব্বক যবন জাতির সহিত ধর্ম্ম্য যুদ্ধ করণার্থ অমৃত সর নগরে গুরুমাতা নামিকা সভা স্থাপন করিলেন।

গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও যবন জাতির শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি প্রথমত দয়াসিংহ সাবিত সিংহ, হিম্মত সিংহ, ধর্ম্ম সিংহ মখম সিংহ, দেওয়ান সিংহ, রাম সিংহ, সহা, সিংহ, তিবল সিংহ ও ফত্তেসিংহ এই দশ জাতীয় দশ ব্যক্তিকে শিষ্য করেন পরে তাহার দিগের দ্বারা বহু সহস্র লোক তন্মতাবলম্বী হয়।

গোবিন্দ সিংহের যুদ্ধারম্ভ।

এবম্প্রকারে গোবিন্দ অন্যূন বিংশতি সহস্র মনুষ্যকে অস্ত্র ধারণ করাইয়া ধর্ম্ম্য যুদ্ধে দীক্ষিত করিলেন এক দিবস দক্ষিণ রাজ্য হইতে তাঁহার একজন শিষ্য এক শ্বেত হস্তি, এক বহু মূল্যের অস্ত্র ও এক শুভ্র বর্ণীয় শ্যেন পক্ষী উপঢৌকন প্রদান করিলেক পরে ঐ আশ্চর্য্য দ্রব্যের সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কলৌরের রাজা ভীমচন্দ্র ও হিন্দোরের রাজা হরিচন্দ্র উক্ত হস্ত্যাদি চাহিয়া পাঠাইলেন তাহা না দিবায় তাহারা উভয়ে অন্যূনপঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া তদ্বিরুদ্ধে আগত হইয়া ঘোর তর যুদ্ধ করিয়াছিল, এই যুদ্ধে গোবিন্দ অনির্ব্বচনীয় বীরত্ব করিয়া স্বহস্তে রাজা হরিচন্দ্রকে নিহত করাতে রাজ সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইয়া যায়।

এই যুদ্ধের পর গোবিন্দ সিংহ স্বসৈন্য সহিত শতদ্রু তীরস্থ মকাবল নগর ও উচ্চতুর্দ্দিগ অধিকার পূর্ব্বক আনন্দ গড়, ফত্তেগড়, সৌগড় এবং মোগল গড় নামক দুর্গ চতুষ্টয়

নির্ম্মাণ করাইয়া দুই বৎসরের মধ্যে রূপর নগর পর্য্যন্ত অধি কৃত করিলেন, তাঁহার অত্যাচারে পর্ব্বতীয় রাজারা বারম্বার উপদ্রুত হইয়া অওরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট অভিযোগ করি লেন এবং মকাবলের পশ্চিম কালুর নগরের রাজা তদ্দারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া স্বয়ং অভিযোগার্থ দিল্লী গমন করিলেন ঐ কালে বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয় দিগের সহিত দক্ষিণের যুদ্ধে লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত শীকের প্রতিকারার্থ স্বয়ং না আসিয়া লাহোরের গবরনর জবরদস্ত খাঁ ও সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা সোমশ খাঁর প্রতি আজ্ঞা পত্র পাঠাইয়া দেন।

ইতঃপূর্ব্বে রামরায়ের আত্মীয় রাজা হরিচন্দ্র রায়ের প্রার্থ নায় বাদশাহ তাঁহার সহিত হায়াত খাঁ সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা উভয়ে গোবিন্দ হস্তে নিহত হন, ঐ যুদ্ধ বিবরণ বিচিত্র নাটক গ্রন্থে বিস্তার রূপে লিখিত আছে, অনন্তর রাজাজ্ঞা ক্রমে সরহিন্দ ও লাহোরাধ্যক্ষেরা পর্ব্বতীয় রাজাদি গের সহিত সমবেত হইয়া গোবিন্দের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন ও তৎপশ্চাৎ কালুরের অভিযোক্তা রাজা বাদশাহের নিকট হইতে খোয়াজ খাঁ ও নাদের খাঁর সহিত রাজসৈন্য লইয়া পঞ্জাবে পঁহুছিলেন ইত্যবসরে শাহজাদা বাহাদুর শাহা কাবুল যাত্রা কালে পঞ্জাবে আসিয়া গোবিন্দকে আহ্বান করাতে গুরু গোবিন্দ স্বয়ং না আসিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে

তন্নিকট পাঠাইয়া দেন, ঐ সময়ে পঞ্জাব দেশ কুরুক্ষেত্রের ন্যায় রণক্ষেত্র হইয়াছিল।

তদনন্তর অগ্রগামী পর্ব্বতীয় রাজা দিগের ও বাদশাহের সৈন্যেরা দেলয়ার ও সোমশ্ এবং রুষ্টম্‌খাঁর অধীনে মকাবল নগর আক্রমণ করিল, প্রথম যুদ্ধে দেলয়ার খাঁর পুত্রের সহিত অনেকানেক সেনাপতিকে নিহত করত শীকেরা আনন্দ গড়ে আশ্রয় করিয়া সপ্ত মাস পর্য্যন্ত বারম্বার যুদ্ধ করিয়াছিল, পরিশেষে দুর্গমধ্যে একদা দুর্ভিক্ষ ও মারক উপস্থিত হইবায় অনেকানেক শীক সৈন্যেরা পলায়ন করিয়া নানা স্থানী হয়, গোবিন্দ সমভিব্যাহারি সৈন্য লইয়া দ্বিতীয় দুর্গে পলায়ন করিলেন পশ্চাৎ বিপক্ষেরা ঐ স্থান বেষ্টন করাতে তিনি নানাস্থানীয় স্বপক্ষীয় রাজাগণের আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাতে অগ্রসর হইল না এমতে নিরুপায় হইয়া রাত্রিযোগে চত্বারিংশৎ সেনার সহিত চম্পাকর নগরে পলায়ন পূর্ব্বক তত্রত্য রাজদুর্গে অবস্থিতি করিলেন পশ্চাৎ২ যবন সৈন্যেরা ধাবিত হইয়া নগর বেষ্টন করত অগ্রে বার্ত্তিক দ্বারা গোবিন্দকে কহিয়া পাঠাইল যদি তিনি যবন ধর্ম্মাব লম্বী হন তবে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইবে না, শীক গুরু তাহাতে অসম্মত হইয়া অত্যল্প লোকের সহিত অসংখ্য বিপক্ষের মধ্যে পতিত হওত ঘোরতর যুদ্ধে শত২ তুর্কীয়, আফগানীয়, ও পর্ব্বতীয় সেনাগণকে এবং নাদের খাঁকে নিহত এবং

খোয়াজ মহম্মদকে আহত করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে গোবি ন্দের পুত্র জুঝার ও অজিত সিংহ উভয়ে অতি সাহসে অসীম শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়া নিহত হয়, পরে গুরু গোবিন্দ পুত্র শোকে বিকলাঙ্গ ও অতুল্যযুদ্ধে জয় প্রত্যাশায় বঞ্চিত হইয়া যুদ্ধাবশিষ্ট পঞ্চজন সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলেন, এতদ নন্তরে তাঁহার চরিত্র লেখক শীক ও যবন গ্রন্থ কারেরা পর স্পর মতভিন্ন হইয়া কেহ২ কহেন যে গুরু গোবিন্দের চম্পা কর নগরে আগমন পূর্ব্বে তন্মাতা গুজারী তাঁহার তরুণ তনয় ফতে সিংহ ও জোরয়ারসিংহকে লইয়া সরহিন্দ নগরে পলা ইয়া যান তথাকার রাজকার্য্যে কলোযশরাও নির্দ্দয়তা রূপে গোবিন্দের পুত্র দ্বয়কে ধৃত করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে গাড়িয়া দেয় তদ্দৃষ্টে গুজারি শোকাঘাতে বিনষ্টা হয়। গোবিন্দ চম্পাকর হইতে পলায়নের পর শোক রোগ ক্ষুৎ পিপাসায় আর্ত্তি হইয়া মগতসর স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার জীবিত সংবাদ প্রাপ্তে তন্নিকট পুনর্ব্বার দ্বাদশ সহস্র শীক সেনা উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা তিনি সরহিন্দের গরবনরকে যুদ্ধে পরাভূত করত বহু শত যবন সেনাকে নিহত করিয়া ছিলেন, ঐ সময়ে তাহার বারম্বার বীরত্ব সংবাদ শ্রবণে আওরঙ্গজেব বাদশাহ বিস্ময়া পন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বসৈন্য সহিত আহ্বান করত লোকান্ত রিত হন, তাঁহার পুত্র বাহাদুর শাহা গোবিন্দকে সেনাপতিত্ব পদাভিষিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া

তাঁহার প্রচুর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তথাপি তিনি মিত্র পুত্র কলত্র শোকে বিমোহিত ও ইহ সুখে বিগত স্পৃহ হইয়া অল্পকাল সজীব ছিলেন, আকস্মিক ক্রোধ বশত একজন যবনকে হনন করত গোবিন্দের হৃদয়ে অনুতাপ উদয় হয়, অনন্তর তিনি হত ব্যক্তির পুত্র হস্তে নিহত হওন মানসে স্বেচ্ছাধীন তৎকর্তৃক আহত হন এবং তাহাতেও মৃত্যু ঘটনা না হইলে পরিশেষে জ্বলচ্চিতানলে দেহার্পণ পূর্ব্বক ১৭৬৫ সম্বতে হিজিরি ১১৩২ ও ইংরাজী ১৭০৮ সালে দক্ষিণ রাজ্যের অন্তঃপাতি নাদসর বা অফল নগরে প্রাণত্যাগ করেন। উক্ত সিংহ ৩০ বৎসর ১১ মাস পূজ্য পদাভিষিক্ত থাকিয়া বাহাদুর শাহা বাদশাহের রাজ্য সমকালে দেহান্তরিত হন। কেহ২ কহে গোবিন্দের মকাবল দুর্গ হইতে পলায়ন কালে তাঁহার মাতা ও স্ত্রী এবং প্রাগুক্ত দুইপুত্র সরহিন্দ নিবাসি ফৌজদার খাঁর হস্তে ধৃত ও ব্যাপাদিত হয়, গুরু চম্পাকর নগর হইতে যুদ্ধের পর পলায়িত হইয়া পরিতাপে উন্মত্তবৎ নানাদিগ ভ্রমণ করত পাটনা নগরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, কেহ কহে তিনি অরণ্য আশ্রয় করিয়া বান্দা নামক একজন বৈরাগিকে স্বমতাবলম্বী করত সরহিন্দ নগর বিনাশার্থ তাহাকে পরাক্রম প্রদান পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন, এই মতত্রয় মধ্যে প্রথম গ্রন্থকারের বাক্য সত্যজ্ঞান করাযায় যেহেতু তাঁহার মৃত্যু চিহ্ন সমাধি গৃহ অদ্যাপি দক্ষিণ রাজ্যের

অকল নগরে বিরাজমান আছে তথায় বর্ষে২ সমাজ দর্শনার্থি শীক জাতির মেলা হয়.ঐস্থান দক্ষিণ হয়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত। শীক গ্রন্থ কারেরা প্রাগুক্ত দশজন গুরুকে দশা বতার জ্ঞানে তাঁহারদিগের অত্যাশ্চর্য্য চরিত্র ও অসম্ভব কার্য্য বিবরণ লিখিয়াছেন তত্তাবৎ লিপ্যারূঢ় হইলে প্রত্যেক জনের জীবন বৃত্তান্তে এক২ বৃহদ্গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে একারণ অগত্যা প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিতে হইল।

ইতি পঞ্চাবেতিহাসে বৃত্তখণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তঃ।

বান্দা বৈরাগির চরিত্র।

কথিত আছে যে গুরু গোবিন্দ আপন মৃত্যু ঘটনার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বান্দা নামক একজন মায়াধর ঐন্দ্রজালিকী বিদ্যা তৎপর মহা ধনুদ্ধর বৈরাগিকে স্বমতাবলম্বী করত মরণ কালে তাহাকে আপন ধনু ও পঞ্চবাণ অর্পণ করত আশীর্ব্বচনের সহিত কহিলেন যে হে বৎস আমার পিতৃ ও পুত্রহন্তা যবন জাতির যথোচিত প্রতিকার করিবা মৃত্যুভয় ও পরস্ত্রী গমন করিবানা যত দিন এই আজ্ঞা পালন করিবা ততদিন তোমার মৃত্যু কি দৈহিক অমঙ্গল ঘটনা হইবেনা, বৈরাগী গুরুর আশীর্ব্বাদের সহিত ধনুর্ব্বাণ ভক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ করত তাঁহার স্বর্গারোহণের পর দক্ষিণ রাজ্যের মধ্যে নানা স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল এমত কালে পঞ্জাবস্থ শীক জাতিরা গুরু শূন্য হইয়া তৎপদ গ্রহণার্থ বান্দাকে আহ্বান করিল, এবং পঞ্জাব আগমন কালে তাহার সহিত নানাস্থানীয় পর্ব্বতারণ্য বাসি দস্যু ও শীক জাতিরা মিলিত হইল, সরহিন্দ নগরে গোবিন্দের পুত্রাদি বিনষ্ট হইয়াছিল একারণ বান্দার কোপানল প্রথমত ঐ নগরের উপর পতিত হয়, যবনেরা তমুল যুদ্ধ করিয়াও তাহার গত্যবরোধ করিতে পারিলনা, পরে বান্দা খাণ্ডবারণ্য দাহের ন্যায় চারিদিগে অগ্নি দিয়া স্ত্রী বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি ও পশ্বাদি পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া গোবি

ন্দের পুত্রহন্তা কলযশ রাও, ফৌজদার খাঁ ও উজীর খাঁকে ধৃত করত তাহারদিগের সজীব গাত্র মাংস ক্রমশ ছেদন পূর্ব্বক পশ্বাদিকে ভক্ষণ করাইয়াছিল ও তাহাতেও কোপশান্তি না হইয়া যবন জাতির ধর্ম্মালয় ও গোরস্থান ভগ্ন করত কাষ্ঠ ইষ্টক শতদ্রু নদীর জলে নিক্ষেপ করত সমগ্র নগর সমভূমি করিয়াদেয়, তদ্দিনাবধি ঐ নগর অরণ্যময় হইয়াছে তথাচ শীক জাতির কোপ শান্তি হয় নাই ঐ নগরীয় পথে চলিষ্ণু শীকেরা অদ্যাপিও একং খান ইষ্টক জলে নিক্ষেপ করিয়া যায়, তদনন্তর বান্দা শতদ্রু নদী উত্তীর্ণ হইয়া জলন্দর দোয়াবের মধ্যে অস্ত্রাগ্নি দ্বারা সহস্রং যবন জাতিকে বিনষ্ট করত পশ্চাৎ কশৌর ও লাহোর নগরস্থ যাবদীয় যবন দিগকে বিধ্বস্ত করিয়া বৈরাগী ক্ষত্রিয়কুলান্তক পরশুরামের ন্যায় যবন বধার্থ প্রতিজ্ঞায় জম্বূ প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শতদ্রু নদী অবধি যমুনা নদী পর্য্যন্ত তাবদ্দেশ মহা মারকের প্রায় একদা উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহার দূরাত্মতার বার্ত্তা অতীব বিলপনীয়া, অনন্তর যমুনা পার হইয়া বৈরাগী সাহারণ পুর পর্য্যন্ত দিগ্দাহ ও লুণ্ঠন করিতেং আগত হইলে ঐ কালে বহু সহস্র রাজ সৈন্যেরা দিল্লী হইতে আসিয়া তাহার গতি রোধ করিয়াছিল কিছু কাল পরে বাহাদুর শাহা বাদশাহের মরণ প্রযুক্ত পুনর্ব্বার বান্দার দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, পরিশেষে ফরকশের বাদশাহ দিল্লীর সিংহা

সনে স্থিরতর হইয়া আবদুল সমদ খাঁ সেনাপতিকে বহু সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য সহিত পঞ্জাবে পাঠাইয়াদেন, ঐ সেনা পতির সহিত বান্দা বারম্বার যুদ্ধ করত লোগাদ নামক এক পর্ব্বতীয় দুর্গ আশ্রয় করিয়া বহু দিবস রক্ষা পাইয়াছিল কাল ক্রমে তাহাতে ভোজ্যাভাব হইলে তাহার অনুচরেরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, তাহার পর রাজসৈন্যে রা কিয়ৎকাল যুদ্ধ দ্বারা দুর্গাধিকার পূর্ব্বক বান্দাকে ধৃত করিয়া দিল্লী পাঠাইয়াদেয় তথায় যবনেরা তাহাকে নির্দ্দয়তা রূপে বিনষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু বান্দার শিষ্যানুশিষ্য যে সকল বান্দাই নামক ভিন্ন শ্রেণী শীক জাতিরা অদ্যাপি মূলতান তাতা ও সিন্ধুতীরে বাস করিয়া আছে. তাহারা বান্দা বৈরা গির দিল্লী নগরে যবন হস্তে মরণ বৃত্তান্ত নিতান্ত অসত্য রূপে প্রতিপন্ন করিয়া কহে যে তিনি যুদ্ধে পরভূত হইয়া আপন পুত্র অজিত ও জওয়াহিরকে লইয়া ভাবর নগরে বাস করিয়া ছিলেন যবনেরা আপন প্রভুর নিকট প্রভুত্ব বাড়াইবার নিমিত্ত বান্দা নামধারি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিল্লী পাঠাইয়াছিল।

বান্দার মরণের পর দিল্লীশ্বর ফরকশের শাহা একদা তাবৎ শীক জাতিকে বিনাশার্থ আবদুল সোমসেদ খাঁকে আজ্ঞা দেন তাহাতে যবনেরা বহুসংখ্যক শীক জাতিকে বিনাশ করাতে অবশিষ্ট লোকেরা পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া দোয়াব বারির ও মুঞ্জাদেশের অরণ্যে ও কিশ. তাওয়ার দেশের

পর্ব্বত মধ্যে পলাইয়া রহে, তদবধি ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারদিগের কোন উচ্চবাচ্য শ্রবণ করা যায়নাই যৎকালে নাদের শাহা বাদশাহ হিন্দুস্থানাগমনোন্মুখ হইলেন তৎকালে পঞ্জাবের সধন নির্দ্ধন প্রজাগণ ধন প্রাণ লইয়া পর্ব্বতারণ্যে পলাইয়া যায়, ঐ সময় নির্দ্দয় শীকেরা পলায়িত গণের ধন সমূহ লুণ্ঠন করিয়া তদ্ধনে পর্ব্বতের নিকট রাবীনদী তীরে এক মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে ছিল, যেকালে উক্ত শাহা হিন্দুস্থান লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রচুর ধন আত্মসাৎ করিয়া কাবল যাত্রা করিলেন ঐ সময়ে শীকেরা রাত্রিযোগে তাঁহার শিবির আক্রমণপূর্ব্বক বহুধন লুঠিয়া লয়, তাহার পর দিল্লী সিংহা সনের ক্ষীণতায় ও নাদের শাহার মৃত্যু ঘটনায় তাহারা সাহসী হইয়া দস্যু বৃত্তিকে ধর্ম্মজ্ঞান পূর্ব্বক পঞ্জাবের নানাস্থান লুণ্ঠন করিয়া অমৃতসর নগর পুনরধিকার করিলেক।

ইং ১৭৪৬ সালে শীকেরা লাহোরীয় গবরনর মীর মানুর রাজকীয় শাসনের ক্ষীণতা দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাবী ও শতদ্রু নদীর মধ্যে জলন্দর দেশ অধিকার করিয়া ছিল, মীর মানু উহারদিগের দমনার্থ আদিনা বেগ নামক সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন, তিনি আনন্দপুর মকাবেল স্থানে উহারদিগকে পরাভব করত মুলোৎপাটন না করিয়া বরং গোপনে সম্প্রীতি করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা শীকেরা স্থানভ্রষ্ট না হইয়া স্ববৃত্তি ত্যাগ করত কিছুকাল সাম্য ভাবে ছিল।

মীর মানুর লোকান্তর গমনের পর তাহারদিগের সৌভাগ্য বশত দিল্লী হইতে শীক মিত্র আদিনা বেগ শাসন কর্ত্তপদে নিযুক্ত হওত লাহোরে আসিয়া নাগর্য্য ও রাজকার্য্য সুধার্য্য পূর্ব্বক শীক জাতিকে আফগান দেশ বিলুণ্ঠন করণ কারণ প্ররোচনা দিবাতে তাহারা নানাদলে বিভক্ত পঙ্গপালের ন্যায় পতিত হইয়া কাবলের নানাপ্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহাতে আমদ শাহা আবেদালি সক্রোধ হইয়া শীক জাতির ও আদিনাবেগের প্রতিকারার্থ হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তৎকালে রামগড়ের কাপুর সিংহ প্রভৃতি শীক সরদারেরা আদিনা বেগের সহিত একত্রিত হইয়া আফগানীয়ের সহ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হওত ভীষণ সংগ্রামে তাহারদিগের বহুশত সৈন্য নিহত করিয়া পরিণামে পরাভূত হয়, তাহার পর হিন্দুস্থান লুণ্ঠন করিয়া আমেদ শাহা আবেদালির স্বদেশ যাত্রা কালীন শীকেরা তাঁহার লুণ্ঠিতার্থ লুঠিয়া লইবায় তাহারদিগের প্রতিকারার্থ জাহান খাঁকে ও তাঁহার পুত্র তৈমুর খাঁকে বহুসহস্র সৈন্য সহিত লাহোরে রাখিয়া যান, উক্ত তৈমুর খাঁ প্রথমতঃ অমৃতসর নগরে পতিত হইয়া তত্রত্য শীক সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নগর ভঙ্গ করত লাহোরে আইসেন, শীক জাতিরা এই ব্যাপারে ঘোরতর কুপিত হইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র লোক একত্রিত হওত উজির জাহান খাকে সম্মুখ সংগ্রামে আহত করিয়া লাহোরাক্রমণ করিলেক ঐ সময়ে

যতবার আফগানীয়েরা শীকদিগের উপর ধাবমান হইল ততবার শীক সৈন্য দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, পরে তৈমুর খাঁ হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

ঐ সময় শীক জাতির প্রধানাধ্যক্ষ যশা সিংহ লাহোরাধিকার করিয়া স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন কিন্তু আফগান জাতীর পুনরাক্রমণ শঙ্কায় শীক সরদারেরা পত্র দ্বারা যবন বান্ধব আদিনা বেগকে পরামর্শ দেয় যে তিনি মহারাষ্ট্রীয় গণকে সহায় করিয়া আগত হইলে লাহোরাধিপত্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। ইতিপূর্ব্বে দিল্লীশ্বর নানা বিগ্রহ ব্যসনে বীর্য্যহীন হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষের নানা দিগ্ বিজয় করত রোহেলখণ্ডের নিকট অবস্থিতি করিতেছিল, এমত কালে আদিনা বেগের আহ্বান পত্রানুসারে সেনাপতি রঘুনাথ রাও, সাহেব পাতেল ও মল্লাররাও অবিলম্বে স্বীয়২ সৈন্য সহিত পঞ্জাব প্রবিষ্ট হইয়া অল্পকালের মধ্যে সমগ্র রাজ্য অধিকার করত আদিনা বেগকে লাহোরের কর্তৃত্ব পদে পুনঃ স্থাপিত করিলেন।

কর্কটী বা অশ্বতরের গর্ভ গ্রহণবৎ শীকেরা নিমন্ত্রণ করিয়া মহারাষ্ট দিগকে আনাইয়া আপনারাই বিপদাপন্ন হয় যেহেতু মহারাষ্ট্রীয়েরা রাষ্ট্র লুণ্ঠন হত্যা করণ ব্যাপারে শীক জাতির অপিক্ষাও কৃতিকুশল, তাহারা শীকজাতির দুর্গ নগর ও ধন লঠিয়া লয় কেবল ধর্ম্মালয়ের প্রতি ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

মহারাষ্ট্রীয়েরা মূলতান ও অটক পর্য্যন্ত তাবদ্দেশ বিলু ণ্ঠন করিয়াছিল এমত কালে দক্ষিণ রাজ্যে বিবাদ সঞ্চার হই বায় উক্ত সেনাপতিরা দেশ যাত্রা করাতে কোন২ শীকেরা আদিনাবেগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এককারণ তিনি একদা তাহারদিগকে নির্ম্মূল করণ মানসে চারি সহস্র কুঠারধারি সূত্রধর দিগকে বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে শীক জাতির দুর্গ ও আশ্রয়ারণ্য সহিত উচ্ছিন্ন করিতে পাঠাইয়াদেন, তৎসম কালে নন্দসিংহ, যশাসিংহ, মালাসিংহ, তারাসিংহ এবং অমরসিংহ প্রভৃতি প্রধান২ শীক সরদারেরা অমৃত সরের নিকটে রামগড় নামক মৃন্ময় দুর্গে লুকাইয়া ছিলেন, ইতি মধ্যে যবন সেনাপতি মীর আজীজ ঐ স্থান আক্রমণ করাতে শীক জাতির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হয় ঐ যুদ্ধে মহাশূর জয়সিংহ একেশ্বর সমর প্রান্তরে সহস্র২ বিপক্ষ কটকে পরি বেষ্টিত হইয়া বহুজন যবনকে সমরশায়ী করিয়া অশ্ব সহিত দুর্গ মধ্যে চলিয়া যায়, পরিশেষে বারম্বার যুদ্ধে শীক সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতারণ্যে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করি লেক, তদবধি আদিনাবেগের মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত শীকেরা পঞ্জাব মধ্যে অবস্থান করিতে পারেনাই ইং ১৭৫৮ সালে উক্ত অধ্যক্ষের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর তাহারা পুনর্ব্বার নতশির ঊর্দ্ধীকৃত করত নানাস্থান হইতে একত্রিত হইয়া অমৃতসর ও লাহোর নগর অধিকার করিয়া অল্পকালের মধ্যে তাবদ্দেশ

ব্যাপিয়া গুরুতর অত্যাচার করিয়াছিল। ইং ১৭৬২ সালে আমদ শাহা আবেদালি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য গণের পঞ্জাব হইতে স্বদেশ গমন ও আদিনা বেগের মৃত্যু বিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করত পানিপত কর্ণালের মহা যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় সেনাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক দিল্লী অধিকার করিয়া ১৭৬৩ সালের প্রারম্ভে পঞ্জাবে প্রত্যাগত হইয়া অমৃত সর নগরের যাবদীয় দেবালয় অট্টালিকা সমভূমি করিয়াদেয়, নগর রক্ষার্থ শীকেরা দুই দিবস পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ করিয়া শেষ নিস্তেজ হয়, তাহার পর শীকেরা সরহিন্দ নগরের সমীপে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা সর্ব্বতো ভাবে যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে না হইতে আবেদালি তাহার দিগের প্রতি আক্রমণ করাতে ব্যাপক কাল পর্য্যন্ত রণোন্মত্ত উভয় সৈন্যের যুদ্ধ জয় পরাজয় নিশ্চয় হয় নাই, পরে শীকের পক্ষে প্রায় বিংশতি সহস্র সৈন্য রণস্থলে নিহত ও আহত হওয়াতে অবশিষ্ট লোকেরা অরণ্যে পলাইয়া যায়।

আমদশাহা আবেদালির ইং ১৭৬৪ সালে স্বদেশ গমনের পর পুনর্ব্বার শীকেরা পঞ্জাবাধিকার করিয়া লয়, কিন্তু আবেদালির মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত পঞ্জাবের স্বামিত্ব করিতে পারে নাই উহারা অবিশ্রান্ত রূপে আফগান জাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, আবেদালির মরণের পর শীক জাতির ধূর্ত্ততায় রণ দক্ষতায় ও যুদ্ধশ্রম সহিষ্ণুতায় আফগানীয়েরা ক্রমশ ক্ষীণ

হইতে নাগিল বিংশবত আবেদালির পুত্র তৈমুরশাহা বোখারা ও সিন্ধু দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের সহিত দীর্ঘকাল বিবাদে প্রবৃত্ত থাকাতে পঞ্জাবের প্রতি নেত্রক্ষেপ করিতে না পারায় শীক জাতিরা ভিন্নং দলবদ্ধ হইয়া দক্ষিণ সীমায় মূলতান ও উত্তরে কোট কাঙ্গরা, ও বম্বর রাজ্য পূর্ব্বভাগে যমুনা নদীর পরপার শাহারণ পুর ও পশ্চিমে অটক নগর পর্য্যন্ত তাবদ্দেশাধিকার পূর্ব্বক পঞ্জাবের স্বাধীন স্বত্বাধিকারী হয়, তাহার পর পঞ্জাব রাজ্য তাহারদিগের হস্ত হইতে যবনেরা আর লইতে পারেনাই কেবল শতদ্রুর দক্ষিণ তীরস্থ রাজ্য কিছুকাল গড় গোয়ালিয়রের রাজা দৌলাৎরাও সিন্ধিয়ার অধিকার ভূক্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ সেনাপতি জেনরল পিরন সমগ্র পঞ্জাব গ্রহণের সংকল্প করিয়াছিলেন কিন্তু অচির কালের মধ্যে ঐ রাজার সহিত বৃটিস গবর্ণমেন্টের যুদ্ধ ঘটনা প্রযুক্ত সেনাপতির পঞ্জাব গ্রহণীয় উদ্যম ভঙ্গ হইবায় শীকেরা স্বাধীনত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া একাল পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিতেছে।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে বৃত্ত খণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তঃ।

শীক জাতির বংশাবলি।

দিল্লী ও কাবল সিংহাসনের অবসানকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে শীক জাতিরা প্রবল হইয়া যমুনা নদীতীরাবধি সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত যাবদীয় দেশ অধিকার করত নানাস্থানে বাস করিয়া রহে, ও ভিন্ন২ উপাধিতে বিখ্যাত হয়, যমুনা ওশতদ্রুনদীর অন্তর্দ্বীপ বাসি শীকেরা মলয় সিংহ নামে কথিত, শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যদেশ জলন্দরবাসি শীকেরা দোয়াব সিংহ নামে বিখ্যাত, বিপাশা ও ঐরাবতী নদীর অন্তঃদ্বীপ বাসিরা মাঞ্জা বা মাঝা সিংহ আখ্যায়, ঐরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীমধ্য দেশীয়েরা দর্পি সিংহনামে প্রসিদ্ধ, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর অন্তর্দ্বীপবাসি শীকেরা গুজরাট সিংহ বা গুজ্জারওয়ালা উপাধিতে অখিত, সিন্ধুতীরবাসি শীকেরা সিন্ধু সিংহ, ও মূলতান দেশবাসিরা নাকাই সিংহ আখ্যায় কথিত হয়। শীকেরা পূর্ব্বে নানা জাতিতে বিভক্ত ছিল পরে নানকের ধর্ম্মাবলম্বন দ্বারা শীক বা সিংহ উপাধি ধারণ করত একজাতি হইয়াছে।

ভাঙ্গি বংশের বিবরণ।

অমৃতসর নগর হইতে চতুঃক্রোশান্তরিত পঞ্জয়ার গ্রামের জাঠবংশীয় যশা সিংহ নামে একব্যক্তি বান্দা বৈরাগির দ্বারা শীক ধর্ম্মাবলম্বন করত স্বজাতীয় ভীম সিংহ, মালা সিংহ, ও

জগৎ সিংহকে শীক ধর্ম্মালম্বী করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জগৎ সিংহের ভাঙ্গপানের আতিশয্য প্রযুক্ত ঐ বংশ ভাঙ্গি নামে প্রসিদ্ধ হয়। যশা সিংহ শিষ্যদিগকে লইয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা দিনযাপন করিতেন তাঁহার মরণের পর ভীম সিংহ তৎপদাভিষিক্ত হইয়া বহুশত শীক দস্যুর সংযোগ দ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু হয় তাহার মরণানন্তর তচ্ছিষ্য হরি সিংহ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া আমদ শাহা আবেদালির সহিত যুদ্ধ করিয়া ও লাহোরাধ্যক্ষের তোপাদি হরণ পূর্ব্বক উক্ত সিংহ জম্বুরাজ্য জয় করত আহবে নিহত হন, তাহার পর ঝন্ধা সিংহ তৎপদাভিষিক্ত হইয়া লাহোর ও মূলতান অধিকৃত করিয়া মহা আঢ্য হইয়া ছিলেন, ইং ১৭৭৭ সালে তৎকর্তৃক শিয়ালকোট ও বিলোচি দেশ অধিকৃত হইয়াছিল, তিনি অমৃতসর নগরে ভাঙ্গিগড় নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সরদার জয় সিংহ ও চরৎ সিংহের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন, ঐ যুদ্ধে জয় সিংহের উপদেশে ঝন্ধা সিংহের সেনারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিল, ঝন্ধা সিংহের মরণের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গন্ধা সিংহ তৎপদাভিষিক্ত হইয়া অমৃতসর নগরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন উক্ত সিংহ পাঠানকোটের তারা সিংহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া আকস্মিক রোগোপলক্ষে লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র দশা সিংহ পিতৃ পদাভিষিক্ত হইয়া গুজার সিংহকে আপন মন্ত্রিত্ব পদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন, উক্ত সিংহের লোকান্তরের পর

তৎপুত্র গোলাব সিংহ সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া চরৎ সিংহের পুত্র এবং রণজিৎ সিংহের পিতা মহা সিংহের সহিত মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রণজিৎ সিংহের লাহোরাধিকার কালে উক্ত সিংহ প্রায় ষষ্টি সহস্র সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক উক্ত সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া দৈহিক পীড়ায় উপদ্রুত হইয়া অমৃতসর নগরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, এই অবধি ভাঙ্গি বংশের অবসান হইয়া যায় এবং তাঁহারদিগের অধিকৃত দ্রবিণ দুর্গ দেশাদি সমুদয় রণজিৎ সিংহের করায়ত্ত হয়।

ফয়জুল্লাপুরীয় শীক বংশের বিবরণ।

অমৃতসরের সান্নিধ্য ফয়জুল্লা পুরবাসি জাঠবংশ্য কাপুর সিংহ বান্দা বৈরাগি দ্বারা শীক ধর্ম্মাবলম্বী হন, ঐ বৈরাগির অবসানের পর এই রণদক্ষ সাহসী সেনাপতি স্বকীয় শৌর্য্য বীর্য্য দ্বারা নবাব কাপুর সিংহ নামে বিখ্যাত হইয়া দোরাণী আমদ শাহা আবেদালির সহিত সংগ্রামে পতিত হন, তাঁহার তিন শিষ্য খোশাল সিংহ, লীনা সিংহ, এবং শীতল সিংহ বহুসহস্র সৈন্য সংগ্রহ করত জলন্দর দেশাধিকার পূর্ব্বক শতদ্রুর পরপারপর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া ছিলেন, খোশাল সিংহের দুই সন্তান সুধ ও বুধ সিংহ। সুধ সিংহ পিতৃপদাভিষিক্ত হইয়া আলুওয়াল্লা সরদারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার মরণের পর বুধ সিংহ মহা পরাক্রম শালী হইয়া

ছিলেন, ১৮১১ সালে তিনি মহারাজ রণজিৎ সিংহ দ্বারা পরাজিত ও শতদ্রু নদীর পরপারে আগত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন তদবধি ফয়জুল্লা পুরীয় শীক বংশের অবসান হইয়াছে।

রামগড়ীয় শীক বংশের বিবরণ।

বান্দা বৈরাগির মরণের পর তচ্ছিষ্য জাঠবংশীয় খোশাল সিংহ অন্যান্য সরদারের ন্যায় দস্যুবৃত্তি দ্বারা কালযাপন করিতেন তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তচ্ছিষ্য নন্দজাঠ তৎপদাভিষিক্ত হইয়া গুরুর অনুবৃত্তি করণে প্রবৃত্ত হয়, নন্দের অনেকানেক শিষ্য মধ্যে সূত্রধর জাত্যুদ্ভব যশা সিংহ মালা সিংহ এবং তারা সিংহ তিন সহোদর নন্দ সিংহের সৈন্য মধ্যে পরাক্রম সাহস দ্বারা খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন, ঐ শূরগণের সহ লাহোরাধ্যক্ষ আদিনাবেগের পরম মিত্রতা ছিল, কিন্তু জয় সিংহ ঘনিয়া ও অমর সিংহ কাঙ্গরার সহিত মিত্রতা ঘটনায় উক্ত অধ্যক্ষের সহিত সৌহার্দ্দ ভঙ্গ হয়, অমৃতসরের নিকট রাম্রৌরি অথবা রামগড়ি নামক দুর্গের মধ্যে তাঁহারদিগের বাসস্থান ছিল, নন্দ সিংহের মরণের পর যশা সিংহ ভ্রাতাদিগের সহিত রামগড়ের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হয়েন, পরে আমদ শাহার কাবুল গমনের পর বিটালা ও কালানুর প্রদেশ তাঁহারদিগের অধিকৃত হয়, পরে যশা সিংহ স্বভ্রাতা মালা

সিংহকে বিটালা নগর ও তারা সিংহকে কালানুর নগর ও তৎসংসৃষ্ট রাজ্যদান করিলেন, কিছুদিন পরে সরদার জয় সিংহ ঘনিয়ার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষীয় বহু সৈন্য রণভূমে পতিত হওনের পর জয় সিংহ ঘনিয়ার পুত্র গুরুবক্স সিংহ পরাক্রম পূর্ব্বক মালা সিংহ ও তারা সিংহকে পরাভূত করিয়া বিটালা ও কালানুর রাজ্য কাড়িয়া লন, এমতে জয় সিংহ আপন পুত্রের বীরত্বে মহা পরাক্রম শালী হইরা পঞ্জাবের অধিকাংশ দেশাধিকার করিয়া শেষে রামগড় বেষ্টন করিয়াছিলেন কিন্তু গ্রহণ করিতে পারে নাই, যশাসিংহ জয়সিংহের গমনের পর পুনর্ব্বার কালানুর আক্রমণ করিয়া পরাভব পাইয়া আইসেন কিন্তু অবিশ্রান্ত রূপে জয়সিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল জয়সিংহের জয়যুক্ত পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে কিছুকাল তাঁহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, অনন্তর মালা সিংহ ও তারা সিংহ লোকান্তরিত হইলে যশা সিংহ ক্ষীণতাকে প্রাপ্ত হইয়া লোকান্তর গমন করেন, তৎপুত্র যোধসিংহ ও বীরসিংহ রামগড়ে বাস করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারদিগের ক্ষীণতা দর্শন করিয়া তারা সিংহের পুত্র দেওয়ান সিংহ অধিকাংশ রাজ্য বলক্রমে কাড়িয়া লন পরে মহারাজ রণজিৎ সিংহ যদ্ধ দ্বারা দেওয়ান সিংহ ও বীর সিংহ প্রভৃতিকে পরাজয় পূর্ব্বক তিন দিবসের মধ্যে রামগড় ও তদধীন দেড়শত ক্ষুদ্র বৃহদ্দুর্গাধিকার করিয়া

ছিলেন তদবধি রামগড়ীয় সরদারের পরাক্রম অবসান হই য়াছে।

গুজরাট অধ্যক্ষের বিবরণ।

ভাঙ্গিবংশের অন্তর্গত গুরু বক্স সিংহ ভীম সিংহের সহ যোগে কিঞ্চিৎ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন তৎপৌত্র গুজ্জার সিংহ আপন পিতৃ পিতামহের মরণের পর হরি সিংহের সহিত এক যোগে পঞ্জাবাধিকার কালে যুদ্ধদ্বারা যে ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন তন্নাম গুজ্জারওয়ালা নামে বিখ্যাত হয়, গেন্দাসিংহ ভাঙ্গির মরণের পর মাঞ্জা দেশের মধ্যে পরাক্রম শালী ও আঢ্য হইয়া তৎপুত্র দশাসিংহের মন্ত্রী হইয়া ছিলেন পশ্চাৎ স্বাধীন হইয়া চন্দ্রভাগা নদী তীরস্থ ইশলাম গড় গুরাগড় এবং মলয়ার ও দৌলাৎ পুর প্রভৃতি সমগ্র গুজরাট দেশ এবং বম্বর পর্য্যন্ত পর্ব্বতীয় নগর অধিকার করেন, তৎ পুত্র সাহেব সিংহকে রণজিৎ সিংহের পিতামহ চরৎ সিংহ রাজ কুমারী নাম্নী কন্যাদানক রিয়াছিলেন ঐ সাহেব সিংহের সহিত মহাসিংহের কৃচিৎযুদ্ধ কৃচিৎ প্রণয় হইত পরে রণজিৎ সিংহ দ্বারা ঐ অধ্যক্ষ পরাজিত হইয়া পর্ব্বতারণ্যে পলাইয়া যান তদবধি এই বংশের পরাক্রম লুপ্ত হইয়াছে।

ঘনিয়া নামক শীক অধ্যক্ষের বিবরণ।

বান্দা বৈরাগির শিষ্য অমর সিংহ নামক অধ্যক্ষ দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে কালযাপন করিতেন তাঁহার অনেকানেক সধর্ম্মি মধ্যে গেন্দা সিংহ, জয় সিংহ, ও হকিকৎ সিংহ ঘনিয়া নামে বিখ্যাত হন, যোদ্ধাপতি জয়সিংহ রামগড়ের শীকাধ্যক্ষের সহিত মিলিত হইয়া কশৌর নগর লুণ্ঠন দ্বারা স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি প্রচুরার্থ লাভ করিয়া ও তাহার পর বিটালা নগর লুঠিয়া দোয়াববারিদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, কালক্রমে যবন জাতির ক্ষীণতা সময়ে উক্ত অধ্যক্ষেরা প্রত্যেকে ভিন্ন২ রাজ্যাধিকার করত স্বাধীনের ন্যায় ভিন্ন২ স্থানে বাস করিয়া থাকেন, জয়সিংহ পঞ্জাব দেশীয় যবনাধ্যক্ষদিগকে বারম্বার অভিমর্ষণ ও হনন করাতে স্বজাতিমধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও ধনমানে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া ছিলেন পরিশেষে গুরু বক্স নামক তাঁহার রণজয়ী পুত্র রামগড়ের যশা সিংহের সহিত ভীষণ সংগ্রামে নিহত হওয়াতে শোকানলে দগ্ধাঙ্গ হইয়া জয়মল ও তারা সিংহকে লইয়া বিটালা নগর গমন করিলেন, গুরুবক্সের ভার্য্যা সুধাকুমারী যশাসিংহের ভয়ে ভীতা হইয়া বিটালা নগর ত্যাগ করত পলাইয়া যান, পরে যশাসিংহ প্রবল হইয়া জয়সিংহের অধিকাংশ রাজ্য অধিকার করিয়ালন এমত কালে জয়সিংহের পূর্ব্ব বিপক্ষ রাজা শঙ্করচন্দ্র স্বসৈন্য সহিত

আগত হইয়া জয়সিংহের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, একাদি ক্রমে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া জয়সিংহ কোটকে ঙ্গারা নামক বিখ্যাত দুর্গ যাহা ইতিপূর্ব্বে শঙ্করচন্দ্রের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহা ছাড়িয়া দিবাতে যুদ্ধ নিবৃত্তি হয়।

পরে রামগড়ের অধ্যক্ষ যশা সিংহের প্রতিকারার্থ অনেকানেক অধ্যক্ষ বিশেষত মহা সিংহের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন, মহা সিংহ ইং ১৭৮৪ সালে নিহত হইলে জয় সিংহ খিদ্যমান হইয়া ১৭৯২ সালে আপন পৌত্রী মাতাব কুমারীর সহিত রণজিৎ সিংহের বিবাহ দিয়া লোকান্তরিত হন, তদনন্তর তৎপুত্র নিধান সিংহ ও ভাগ সিংহ আপন মাতা রাজকুমারীর সহিত হাজিপুরে বাস করিয়া থাকেন। রণজিৎ সিংহের শ্বশ্রূ সুধাকুমারী স্বতন্ত্রা হইয়া জামাতার সহযোগে ও অন্যান্য অধ্যক্ষের আনুকূল্যে রামগড়ের অধ্যক্ষের উপর বারম্বার অত্যাচার করিয়া ছিলেন শেষ রণজিৎ সিংহের দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট পূরণ হয়।

কালাত্যয়ে রণজিৎ সিংহ ঘনিয়া বংশীয় অধ্যক্ষ দিগের অধিকৃত তাবদধিকার গ্রহণ করিয়া তাহারদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনার্থ বৃত্তিদান করিতেন এবম্প্রকারে উক্ত বংশীয় শীক দিগের পরাক্রম লপ্ত হইয়া যায়।

আলুওয়ালা অধ্যক্ষের বিবরণ।

মাঞ্জা দেশের অন্তর্গত আলুনামক গ্রাম নিবাসী তুলসী জাত্যুৎপন্ন যশা সিংহ কলাল নামক ব্যক্তি শীকধর্ম্মা বলম্বন পূর্ব্বক ফয়জুল্লা পুরের কাপুর সিংহ সরদারের দাসত্বে প্রবর্ত্ত হন, উক্ত সিংহের মরণের পর যশা সিংহ সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বাধীন দস্যু হইয়া প্রথমত দেশ লুণ্ঠন করত পরে রাজ্য করণ মানসে আলুগ্রাম ও শ্রীআলা অধিকার করিয়া ক্রমে ফতেহাবাদ, লিলিয়ানা, গোবিন্দওয়াল, ভূপাল, ও তরণ তারণ পর্য্যন্ত দেশাধিকার করিয়া লন, পরে শতদ্রুর পর পার আসিয়া জাগারুণ প্রভৃতি পরগনা করায়ত্ত করত জলন্দর দেশের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত ও বাদশাহ উপাধিতে আখ্যাত হইয়াছিলেন, ঐ সরদার হিন্দু ও যবন জাতির প্রতি তুল্য কারুণ্যময়, তিনি একবার ব্যবহৃত বস্ত্র দ্বিতীয় বার পরিধান করিতেন না ভৃত্য গণকে প্রদত্ত হইত অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার বদান্যতার যশোগুণ শ্রবণ করাযায়, অপত্য বিরহ প্রযুক্ত তন্মরণে তাঁহার ভ্রাতা ভাগ সিংহ রাজ্যাধিকারী হন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তৎপুত্র ফতেসিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রণজিৎ সিংহের সহিত বন্ধুতা করিয়াছিলেন, তদবসানে তৎপুত্র নেহাল সিংহ পিতৃ সিংহাসনাভিষিক্ত হন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর সিংহ রণজিৎ সিংহের পুত্র সের সিংহের সহিত ১৮৪১ সালে

রাবি নদীতে জলভ্রমণ কালে নৌকা সহিত জলমগ্ন হন, তদ বধি ঐ বংশের পরাক্রম অবসান হইয়া যায়।

সক্কর চকিয়া অধ্যক্ষের বিবরণ।

মাঞ্জা রাজ্য বা দোয়াব বাঁরি মধ্যে সক্কর চক গ্রামে চরৎ সিংহ নামক জাঠ বংশোদ্ভব এক ব্যক্তি শীক ধর্ম্মাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষিকার্য্য দ্বারা দিন যাপন করিতেন কথিত আছে যে একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বাল্য কালাবধি প্রতিপালন করিয়া ছিলেন, চরৎ সিংহের দুরবস্থা দরীকরণার্থ ঐ সন্ন্যাসী তাঁহাকে দস্যু বৃত্তি করণের প্রবৃত্তি দেন, তদনুজ্ঞা ক্রমে চরৎ সিংহ পঞ্চজন অশ্বারোহি সঙ্গে লইয়া প্রথমত কুকার্য্যের অনুগামী হন, কালাত্যয়ে তাঁহার দলবল সপ্রবল হইলে বল দ্বারা স্বকীয় জন্ম ভূমি সক্কর চক অধিকার করিয়া লন্ তৎপরে পিণ্ডান খাঁ প্রভৃতি ভূখণ্ড ও লবণের আকর অধিকৃত করত আঢ্য হইয়া সক্কর চকিয়া অধ্যক্ষ নামে লব্ধখ্যাতি হই লেন, উক্ত সিংহ ভাঙ্গি বংশীয় গুজার সিংহের পুত্র সাহেব সিংহের সহিত রাজ কুমারী নাম্নী আত্ম কুমারীর বিবাহ দিয়া ছিলেন, তদনন্তর ভাঙ্গি বংশীয় ঝন্দা সিংহের সহিত ঘানিয়া মিছিল জয় সিংহের যুদ্ধ সময়ে ১৭৬৭ সালে তাঁহার করধৃত বন্দুক বিদীর্ণ হইয়া ২৭ বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ হয়, ঐ যুদ্ধে তিনি জয় সিংহের পক্ষ ছিলেন।

মহাসিংহের বিবরণ।

ইং ১৭৬০ সালে চরৎ সিংহের ঔরসে সক্কর চকিয়াগ্রামে মহাসিংহের জন্ম হয়, তাঁহার মৃত্যু সময়ে তিনি সপ্তম বর্ষীয় বালক ছিলেন, তিনি স্বজননীর ও জনকের প্রধান ভৃত্যের প্রতিপালনে সম্বর্দ্ধিত হইয়া যৌবনাবস্থায় মহাধনুষ্মান এবং ব্যায়াম মল্লযুদ্ধ অশ্বচালনাদি যুদ্ধ কার্য্যে কৃতী কুশল হইয়া পিতৃবৃত্তি দস্যুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়ে রাজ্য লাভের প্রবৃত্তিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে ষট্ সহস্র রণদক্ষ অশ্বারোহি সেনার অধীশ্বর হইয়া বার্ষিক আট লক্ষ মুদ্রোৎপাদক ভূপ্রদেশ অধিকার করিয়া পঞ্জাবের গণ্য ভূপাল গণের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন, ইং ১৭৮০ সালে মহাসিংহ মহাযুদ্ধেজয়ী হইয়া যে দিবস শুলতান গড় নামক দুর্গাধিকার করিলেন ঐ দিবস তাঁহার পুত্রোৎপত্তি হয় একদা উভয় আনন্দে আবিষ্ট ও হৃষ্টহইয়া যুদ্ধজয় সূচক পুত্রের নাম রণজিৎ সিংহ রাখিলেন, তদনন্তর তাঁহার রণ খ্যাতি এমত দূরবিস্তৃতা হয় যে পঞ্জাবের প্রধানাধ্যক্ষ জয় সিংহ ঘনিয়া আপনপুত্র গুরুবক্স সিংহের কন্যার সহিত তৎপুত্র রণজিতের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া উক্ত সিংহের সাহায্যাবলম্বন করেন পরে উক্ত সিংহ আপন ভগনীপতি গুজারওয়ালা সাহেব সিংহের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া কখন জয়ী কখন

পরাজিত হন, কথিত আছে শাদারা নগরের সংগ্রাম তাঁহার সহোদরার মধ্যস্থতায় নিবারণ হইয়াছিল, তিনি আত্ম পরাক্রমে গুজারওয়ালা স্থানাধিকার পূর্ব্বক ঐ নগর রাজধানী করিয়াছিলেন। উক্ত সিংহ অতিসার রোগে দ্বাত্রিংশদ্বর্ষে ইং ১৭৯২ সালে গুজারওয়ালা নগরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কোন২ গ্রন্থকর্ত্তা কহেন যে রণজিৎ সিংহের অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইং ১৭৮৮ সালে ২৮ বর্ষ বয়সে মহা সিংহের মৃত্যু হয়।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে বৃত্তখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের জীবন চরিত্র।

ইং ১৭৮০ সালের ২ নবম্বরে গুজারওয়ালা নগরে মহারাজ রণজিৎ সিংহের জন্ম পরিগ্রহ হয়, বাল্যকালে পিতৃহীনতা প্রযুক্ত বিদ্যাধ্যয়নে বিমুখ ও বসন্ত রোগে কাণ চক্ষু হন, মহাসিংহের মরণের পর রাজা জয়সিংহ ঘণিয়া তাঁহাকে বিটালা নগরে আনাইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক আপন পৌত্রী মাতাব কুমারীর সহিত বিবাহ দেন, খ্যাত আছে যে ঐ কন্যা সধাকুমারীর গর্ভজাতা নহেন, মহাসিংহের সহিত মৈত্রীকরণ কারণ সুধাকুমারী দাসী কন্যাকে স্বকন্যা বলিয়া তৎপুত্র রণজিৎ সিংহের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের

অপ্রাপ্ত বয়ঃক্রম সময়ে তাঁহার পৈতৃক বিভব ও রাজ্য দেওয়ান লোকপৎ সিংহের দ্বারা রক্ষিত হয়, তিনি ষোড়শ বর্ষ সময়ে আপন শ্বশ্রূ চতুরা রণপরায়ণী সুধাকুমারীর কুমন্ত্রণাদিষ্ট হইয়া উক্ত দেওয়ানকে পদচ্যুত করত স্তোভ লোভ ধনদানে সেনানী ও সেনা নিচয়কে বশীভুত করিয়া স্বজননীকে কারা বদ্ধ করেন, তিনি সেইস্থানে বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কথিত আছে সুধাকুমারীর কুমন্ত্রণা এই অনর্থের মূল সূত্র প্রায় একদা মাতৃভক্তি ও বৎসবাৎসল্যানুরক্তি পুত্র ও জননীর হৃদয় হইতে উচ্ছেদ করিয়াছিল, উক্ত সিংহের উদ্বাহের পর প্রতি নিয়ত শ্বশ্রূমন্দিরে স্নেহানুবন্ধে কাল যাপন করাতে তাঁহার মাতৃপক্ষীয়েরা কহিতেন যে তিনি সুধাকুমারীর সুধাময় অবৈধ স্নেহে বদ্ধ হইয়া আপন মাতাকে হতাদর করিতেছেন, পক্ষান্তরে সুধাকুমারী কহিতেন যে জামাতার মাতা দেওয়ান লোকপৎ সিংহের সহিত অনুচিত প্রণয়ে মুগ্ধা হইয়া পুত্র বাৎসল্য ত্যাগ করিয়াছেন এতদ্বিষয়ের সত্যাসত্যতা জগজ্জাগরূক জগদীশ্বর জানেন ফলতঃ উক্তা উভয় রাণী যৌবনাবস্থায় বৈধব্যগ্রস্তা হইয়া সম্পদ্মদগর্ব্বিতা স্বাধীনা ও স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন, ইহাতে প্রাগুক্ত কুকার্য ঘটনা অত্যাশ্চর্য্য নহে।

ইং ১৭৯৫ ও ৯৭ সালের মধ্যে পঞ্জাব রাজ্য বারদ্বয় কাবলের রাজা শাহ জমনের দ্বারা আক্রান্ত ও উপদ্রুত হয়,

তাঁহার কাবল গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে লাহোর নগরের নিকট শীক অধ্যক্ষেরা একত্রিত হইয়া রাত্রি যোগে শিবির আক্রমণ পূর্ব্বক অর্থের সহিত আহার্য্য দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লয় ঐ কালে রণজিৎ সিংহ অর্থ ও ভোজ্য দ্রব্যের সাহায্য করাতে তিনি শীক রাজের নিকটে মহোপকৃত ও বাধিত হইয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

ইং ১৭৯৮ সালে উক্ত বাদশাহ পুনর্ব্বার স্বসৈন্য সহিত পঞ্জাবাগত হইয়া শীক জাতির অতুল্য যুদ্ধে ত্যক্ত বিরক্ত হইলেন, তাহারা সম্মুখ সমরে আগ্রী না হইয়া ছলে কৌশলে দস্যুবৎ দ্রব্যাদি লুঠিয়া লইত কোনং স্থানে পশ্চাৎগামি সৈন্য সংহার করিত, কথনং ভারবাহি উষ্ট্র অশ্ব চারণ ভূমি হইতে হরণ পূর্ব্বক পলায়িত হইত, এতদ্দ্বারা তিনি অদম্য শীক জাতিকে শাসন করিয়া পঞ্জাব রাজ্য করায়ত্ত করণে মনেং আপনাকে অশক্ত বুঝিয়া রণজিৎ সিংহের স্থানে পাথেয় লক্ষমুদ্রা লইয়া তাঁহাকে লাহোর নগর ও তদধীন দেশ প্রতি দান পূর্ব্বক স্বদেশে চলিয়া যান, তদনন্তর ইং ১৭৯৯ সালে মহারাজ লাহোরাধিকারী হইলে দ্বেষ বৈষম্য বশত যুদ্ধ যশস্বী যশা সিংহ, সাহেব সিংহ, যোধ সিংহ ও কশৌরের নেজামদ্দিন খাঁ প্রভৃতি অধ্যক্ষেরা প্রায় ষষ্টি সহস্র সৈন্য লইয়া লাহোরাভিমুখে যাত্রা করেন, মহারাজ স্বসৈন্য ও রাণী সুধাকুমারীর সৈন্য একত্রিত করিয়া যদ্ধার্থে সজ্জীভূত

হইলেন কিন্তু সৌভাগ্য বশত যশা সিংহ আকস্মিক পীড়া ক্রান্ত হওনে সৈন্যেরা লাহোর পরিত্যাগ করত স্ব স্ব অধ্যক্ষের সহিত নানা দিগে চলিয়া যায়, তদনন্তর সুধাকুমারী যশা সিংহের পুত্র যোধ. সিংহের সহিত বিটালা নগরের নিকট যুদ্ধ করত জয়যুক্তা হইয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহকে জম্বুদেশ জয় করণার্থ পাঠাইয়া দেন।

রণজিৎ সিংহ জম্বুদেশ গমন পূর্ব্বক মেরুয়াল ও যশোর ওয়াল নগরাধিকার করাতে উক্ত নগরাধ্যক্ষেরা এবং জম্বুরাজ তন্নিকট আগত হইয়া অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক বহু সহস্র মুদ্রা দর্শনী ও উপঢৌকন দ্রব্যাদি প্রদান করত বিদায় করিলেন, তিনি আগমন কালে শিয়ালকোট অধিকৃত করিয়া আপন পিতৃ মাতুল দল সিংহকে কারাবদ্ধ করেন ও কিশোরী সিংহ সুধী হস্ত হইতে দেলয়ার অধিকার পূর্ব্বক লাহোরে আইসেন, তাঁহার দিগ্বিজয় কালে তৎপত্নী মাতাব কুমারী সের সিংহ ও তারা সিংহ নামক যুগ্মতনয় প্রসূতা হন ইহাতে শীক রাজ স্বভার্য্যার দুশ্চর্য্যাবধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া উক্ত উভয় পুত্রকে জারজাত বলিয়া উপেক্ষা করিলেন।

ইং ১৮০০ সালে তাঁহার দ্বিতীয়া জায়াগর্ভে খড়্গ সিংহ নামক পুত্রোৎপত্তি হয় ঐবৎসর গবর্ণমেণ্টের উকীল হিন্দুস্থান হইতে তাঁহার সহিত সন্ধি করণার্থ লাহোরে উপস্থিত হন, ১৮০১ সালে সাহেব সিংহ ভাঙ্গি গুজারওয়ালা নগরে

অত্যাচার করিয়াছিল তৎপ্রতিকারার্থ শীকরাজ তথায় গমন করিলে রাণী সুধাকুমারীর মধ্যস্থতায় বিরোধ নিবৃত্তি হয় তদনন্তর কশৌরাধ্যক্ষ নেজামত উদ্দিন খাঁর প্রতিকূলে যাত্রা করিয়া বহুযত্নেও দৃঢতর কশৌরের দুর্গাধিকার করিতে পারেন নাই কেবল কশৌরের শাখানগর অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া আইসেন। ১৮০২ সালে সুধা কুমারীর সহিত রাজা শঙ্কর চন্দ্রের যুদ্ধ ঘটনা হইবায় মহারাজ শ্বশ্রূর সহায়তা জন্য সসৈন্যে গমন পূর্ব্বক উক্ত রাজাকে পরাজয় করিয়া এবং নুরপুরের রাজাধিকার নসহরী ও তদধীন দেশ অধিকৃত করত সুধাকুমারিকে প্রদান পূর্ব্বক চন্দ্রভাগা নদীপার হইয়া পিণ্ড পত্তন নগরাধিকার করিয়া আলুওয়ালা ফতে সিংহকে দান করিলেন, তাহার পর বন্দনামক দুর্গ দুইমাস পর্য্যন্ত পরিশ্রম দ্বারা করস্থ করিয়া ধুনী দেশীয় ভূম্যধিকারি গণকে বশীভূত করেন।

ইং ১৮০৩ সালে মহারাজ বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মূলতান নগরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য যবন গবরনর অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সৈন্য ব্যয় ও করস্বরূপ বহুমুদ্রা প্রদান করাতে তিনি লাহোরে প্রত্যাগত হইলেন এমত কালে ভাগ সিংহ ভাঙ্গির মৃত্যু ঘটনায় তৎপুত্র পিতৃ পদাভিষিক্ত হইয়া রাণী সুধাকুমারীর সহিত যুদ্ধারম্ভ করাতে উক্তারাণী শীক রাজের আনুকূল্য যাচ্ঞা করিলেন এমতে মহারাজ ত্বরিত গমনে

জলন্ধরে উপস্থিত হইয়া বিটালা ও সুজানপুর নগর উপদ্রব দ্বারা ছিন্নভিন্ন করত পরিশেষে রাণীর সহিত তাঁহার দেবর পুত্রের সন্ধি ধার্য্য করিয়াদেন, ঐ বৎসর মহারাজ মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক শতদ্রু ও যমুনা নদী পার হইয়া গঙ্গাস্নান করিতে আইসেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাজা শঙ্করচন্দ্রের রাজ্য হুঁসিয়ারপুর ও পরগনা বজয়ারা নিজাধিকার ভুক্ত এবং পরগনা ফগয়ারা অধিকার করত আলুওয়ালা ফত্তে সিংহকে প্রদান করিয়া যান।

ইং ১৮০৪ সালে সিন্ধুনদীর পূর্ব্ব প্রদেশীয় ও ঐরাবতী নদীর পারস্থ শীক সরদারেরা মহারাজের পরাক্রম প্রবাহে নিমগ্ন হয় এবং যবনাধ্যক্ষেরা কাবল দরবারের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক করদান দ্বারা অনুগ্রহ ক্রয় করিয়া লয়।

ইং ১৮০৫ সালে শ্রীযুত জেনরল লেক সাহেবের দ্বারা তাড়িত ও নির্জ্জিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বিশারদ সেনাপতি যশমন্তরাও হোলকর ও আমীর খাঁ স্বস্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে পঞ্জাবে প্রবিষ্ট হন, তৎপশ্চাদ্ধাবিত হইয়া উক্ত সাহেব বিপাশা নদী তীরস্থ জলালাবাদে উপস্থিত হইলে মহারাজ মধ্যস্থ হইয়া উক্ত সাহেবের সহিত মহারাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষদ্বয়ের সন্ধি করাইয়া দেন। তৎকালে উক্ত অধ্যক্ষের স্থানে ইংরাজ জাতির যদ্ধ কৌশল শ্রবণ করিয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্প্রীতি করণার্থ তদবধি তাঁহার আন্তরিক সংকল্প হয়।

ইং ১৮০৬ সালে মহারাজ স্বসৈন্য ও কিয়ৎ সংখ্যক হোল করের সৈন্য লইয়া শতদ্রু নদীর পরপারে আসিয়া লুধিয়ানা ফিরোজপুর ও মলয়া দোয়াব এবং পাটিয়ালা পর্য্যন্ত অধিকৃত করত বহুধন আত্মসাৎ করিয়া লাহোরে গমন করেন।

ইং ১৮০৭ সালে মহারাজ অমৃতসর নগরে বহুসৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক রাণী সুধাকুমারীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কশৌর নগরাক্রমণ করিলেন তৎকালে দুর্গাধ্যক্ষ নেজামত উদ্দীনের পুত্র কোটবুদ্দীন পরাক্রম পূর্ব্বক দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ দ্বারা শীক সেনাকে নিস্তেজ করিয়াদেন পরে মায়াময়ী সুধাকুমারীর উৎকোচ প্ররোচনায় দুর্গস্থ দই সেনা পতি মুগ্ধ হইয়া দ্বারমুক্ত করিয়া দিবাতে শীক সেনারা প্রবিষ্ট হইয়া নির্দ্দয়তা রূপে নগর লুণ্ঠন ও যবন হনন করিয়া ছিল।

অতঃপর মহারাজের দ্বিতীয় উদ্যমে দেহালপুর ও সমগ্র কশৌর রাজ্য করায়ত্ত হইলে সুধাকুমারীকে স্বধামে বিদায় পূর্ব্বক মূলতান যাত্রা করিলেন ও তন্নগর লুণ্ঠন করত বহু অর্থলাভ এবং গবরনর মুজফ্ফর খাঁর স্থানে সত্ত্বর সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়া লাহোরে আগত হইলেন।

ইং ১৮০৮ সালে মহারাজ শতদ্রু পরপার জাগারুন প্রদেশ অধিকৃত করিয়া রাইকাকোটের ফতে সিংহ, নাবার যশ মন্ত সিংহ, শাহাবাদের রাজা করম সিংহ, পাটিয়ালার রাজা

সাহেব সিংহ, ভগবান সিংহ ভূরিয়া, অম্বালার সাহেব সিংহ মানি, মাঝিরার গুপ্ত সিংহ এবং কপূরের অধ্যক্ষের স্থানে রাজকর ও দর্শনী মুদ্রা এবং প্রচুর উপঢৌকন লইয়া আগমন কালে নারায়ণ গড় অধিকার করিয়া আত্মবান্ধব ফতে সিংহ আলুওয়ালাকে প্রদান পূর্ব্বক লাহোরে আইসেন। ঐবৎসর মৃত তারা সিংহের ভার্য্যার হস্ত হইতে রাউন প্রদেশ গ্রহণ করিত দেওয়ান মক্ষম চাঁদকে জায়গীর দানকরিয়া সুধাকুমারীকে সঙ্গে লইয়া জানুআরি মাসে পাঠান কোট যাত্রা করিলেন, ও তথা হইতে বিটালা, বিশলি, শেয়ালকোট, প্রভৃতি নবাধিকার দৃঢ়রূপে বশীভূত করিয়া দোয়াব সিন্ধু সাগর ও দোয়াব জিন্নত বশীভূত করিতে দল সিংহকে পাঠাইয়াদেন এবং স্বয়ং জয়মল সিংহের রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া ভূরি অর্থ সহিত লাহোরে আইসেন, ঐবৎসর দেওয়ান মক্ষম চাঁদের ও যোধ সিংহের দ্বারা হরিকিঁ মামুদ কোট ও ফরিদ কোট প্রভৃতি দুর্গাধিকৃত এবং একদল হয়ারূঢ় সৈন্য দ্বারা হরসন মণিয়ারা প্রদেশ অধিকার ভূক্ত হয়, তদনন্তর গোবিন্দ গড় নামক বিখ্যাত দুর্গ দৃঢ়তর রূপে পুনর্নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে ধন সমূহ সঞ্চিত করেন ঐ বৎসর মহারাজের প্রতাপানল পঞ্জাব রাজ্য মধ্যে এমত প্রজ্বাল্যমান হইয়াছিল যে বিনা যুদ্ধে অনেকানেক রাজগণ নানাস্থান হইতে আগত হইয়া অবনতরূপে তাঁহার শরনাগত হইলেন ঐ অনল হিন্দুস্থানে পতিত

হইয়া দিগ্দাহ না হয় এই বিবেচনায় বৃটিস গবর্ণমেন্ট উপঢৌকনের সহিত সন্ধিনির্ণয়ার্থ শ্রীযুত মেটকাফ সাহেবকে ইং ১৮০৯ সালের মধ্যে লাহোর পাঠাইয়াদেন তিনি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়া অমৃতসর নগরে অবস্থান করিলেন তদনন্তর উজীর সের মহাম্মদের দেওয়ান ভবানীদাস সপরিবারে পেশওয়ার হইতে আগত হইয়া মহারাজের অধীনে কর্ম্মাভিষিক্ত হন, এবর্ষে দেওয়ান মক্ষমচাঁদের দ্বারা বম্বর রাজ্য ও রেচানাবাদ দোয়াবের মধ্যবর্ত্তি হালওয়াল প্রদেশ অধিকৃত হয়।

মহারাজের নিরবকাশ বশত শ্রীযুত মেং মেটকাফ সাহেব স্বসৈন্য সহিত দুইমাস পর্য্যন্ত অমৃতসর নগর প্রান্তরে তাম্বু স্থাপন করত বাস করিতে সাধ্যহন এমতকালে মহরম পর্ব্ব উপস্থিত হইলে তৎসমভিব্যাহারি যবন সেপাহীরা তাজিয়া নির্ম্মাণ করত উৎসব করাতে অমৃতসর নগরস্থ আকালিক অন্যূন দুই সহস্র সৈন্যেরা উক্ত সাহেবের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, সাহেব অগত্যা আত্মরক্ষার্থ সৈন্য গণকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞাদেন এবং পাঁচশত বৃটিস সৈন্য দ্বারা অকালিকেরা ক্ষণকালের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ক্ষত বিক্ষত পরাভূত ও তাড়িত হইয়া নগর মধ্যে পলাইয়া আইসে, মহারাজ গোবিন্দগড় হইতে বিবাদ বিসম্বাদ সংবাদ শ্রবণ করত স্বয়ং আসিয়া সাহেবকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আকালিকের প্রতি

যথোচিত দণ্ড বিধান ও বৃটিস সৈন্যের পুরস্কার করিলেন এবং বৃটিস সৈন্যের সাহস শূরত্ব ও শিক্ষা নৈপুণ্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তদ্দিনাবধি আত্ম সৈন্যকে বৃটিস সেনার ন্যায় যুদ্ধ শিক্ষা করাইবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে গূঢ় সংকল্পের উদয় হয়।

ইং ১৮০৯ সালের ২৫ এপ্রেল বাসরে অমৃতসর নগরে উক্ত সাহেবের দ্বারা বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা সন্ধি নির্ব্বন্ধ পূর্ব্বক পরস্পর সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রণয়ানুবন্ধি দৃঢীকৃত করত লুধিয়ানা নগরে বৃটিস সৈন্য স্থাপনের ও শতদ্রু নদীর পরপার হইতে স্বসৈন্য উঠিয়া আসিতে আজ্ঞাদেন তদ্দিনাবধি শতদ্রুর পরপারস্থ যাবদীয় রাজ্য বৃটিস গবর্ণ মেণ্ট দ্বারা সুরক্ষিত হয়, তদনন্তর মেং মেটকাফ সাহেব মর্য্যাদিক বিবিধ পুরষ্কারে শীক রাজের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া দিল্লী আইলে মেং সর ডেবিড অচটর লোনি সাহেব লুধিয়ানা নগরে সৈন্য সহিত দেশরক্ষার্থ শিবির স্থাপন করিলেন এবং উক্ত নগরের সম্মুখবর্ত্তি শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরে ফ্লৌর নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার অধ্যক্ষতা পদে দেওয়ান মক্কম চাঁদকে নিয়োজিত করিয়া মহারাজ লাহোরে প্রত্যা গত হইলেন।

ইং ১৮০৯ সালে মহারাজ রণজিৎ সিংহ চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া সাহেব সিংহ ভাঙ্গিকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া পঞ্জা বের অন্তর্গত গুজরাট দেশ অধিকার পূর্ব্বক রাজা শঙ্কর

চন্দ্রের সাহায্যার্থ রাণী সুধাকুমারীর সহিত একযোগে নাগর কোট উপস্থিত হইয়া নেপালীয় অমর সিংহ তাপাকে পরা ভূত করিয়া কোট কাঙ্গরা নামক দুর্গ ও তদধীন প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন, গোরখা সেনাপতি শীক রাজের দ্বারা তাড়িত ও পরা ভূত হইয়া পরিশেষে অর্থদান করত মিত্রতা পূর্ব্বক নেপালে চলিয়া যান, ঐযুদ্ধে মহারাজের এক সহস্র প্রধান যোদ্ধা নিহত হয়, অনন্তর লাহোরাগমন কালে ভক্ত সিংহের ভার্য্যার অধিকার হরিআনা নগর গ্রহণ করেন, ঐ বৎসর তাঁহার অপ্রিয়া পত্নী সের সিংহের মাতা মাতাব কুমারী পরলোকা ন্তরীতা হন।

ইং ১৮১০ সালে অজীরাবাদাধ্যক্ষ যোধ সিংহের মৃত্যু হইলে উক্তনগর এবং তদধীন দেশ মহারাজের অধিকৃত এবং শিউয়াল ও খোসাবের অধ্যক্ষেরা তাঁহার বশতাপন্ন হয়। ঐ বৎসর শীত ঋতুর প্রারম্ভে মহারাজ স্বয়ং গমন পূর্ব্বক পিণ্ডা দাদন খাঁ নামক রাজ্যাধিকার করেন এমত কালে কাবলের পরিত্যক্ত রাজা সাহশুজা মহারাজের নিকটে আসিয়া আশ্রি ত হইয়া মূলতান রাজ্য গ্রহণ করিতে কহিলেন, তাহাতে মহা রাজ স্বয়ং মূলতান গমন পূর্ব্বক দুইমাস পর্য্যন্ত যুদ্ধের দ্বারা যবন সেনা নিঃশেষ করিয়া সমগ্র দেশাধিকার করিলেন, ঐ বৎসর হিম্মৎ সিংহের মন্ত্রী যশস্বন্ত সিংহ মহারাজের মন্ত্রীত্বে

এবং জমাদ্দার খোশাল সিংহ পুরাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হন, খোশাল সিংহের অনভিমতে কোন মনুষ্য মহারাজ সমীপে যাইতে পারিতনা, এই শ্লাঘ্য পদপ্রাপ্তির অল্পকাল পরেই উক্ত সিংহ মহা ধনাঢ্য হইলেন।

ইং ১৮১১ সালে সাহাশুজা মহারাজের আনুকূল্য দ্বারা কয়েক দল সৈন্য সহিত কাশ্মীর পেশোয়ার অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন, ঐ বৎসর দেওয়ান মক্ষমচাঁদের দ্বারা মূলতান ও মাঞ্জা দেশের মধ্যরাজ্য নুকিদেশ ও জলন্দর নগর এবং মৃত রাজা জয় সিংহের পুত্র নীধান সিংহের রাজধানী হাজীপুর ও সাইন প্রদেশ অধিকৃত হয়, তদবধি রাজাজয় সিংহের ভার্য্যা রাজকুমারী স্বপুত্র নিধান সিংহের সহিত শীক রাজের বৃত্তি ভোগ্যা হইলেন।

ইং ১৮১২ সালের মাঘ মাসের মধ্যে মহাসমারোহ পূর্ব্বক রাজা জয়মল ঘনিয়ার কন্যার সহিত কুমার খড়্গ সিংহের বিবাহ নির্ব্বাহ হয়, তদুপলক্ষে শ্রীযুত অচটর লোনি সাহেব নিমন্ত্রিত হইয়া লাহোরে সমাগত হন, ঐ বৎসর দেওয়ান ক্ষমম চাঁদের দ্বারা পরাভূত হইয়া কলুরাজ্যেরও মন্দি দেশের রাজারা লাহোরের বশতাপন্ন ও করদায়ী হন, এতদনন্তর বম্বরের অধ্যক্ষ শুলতান মহাম্মদ অবাধ্য হইয়া ভাই রাম সিংহের অধীনস্থ বহুশত শীক সেনাকে নিহত করিয়া পরে মক্ষম চাঁদের দ্বারা পরাভূত ও ধৃত হয়।

ঐ বৎসর পেশোয়ার হইতে ফতে খাঁ কাশ্মীর আক্রমণার্থ সিন্ধুনদ্যুত্তীর্ণ হইয়া মহারাজের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করাতে লাহোর হইতে দেওয়ান মক্ষমচাঁদ গমন করিলেন তৎকালে সাহশুজার ভার্য্যা তাঁহাকে কহেন যে কাশ্মীরের আতামহাম্মদ তাঁহার স্বামিকে ধৃত করিয়াছে যদি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দেন তবে কোহিনুর নামক অমূল্য হীরক তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে, অনন্তর দেওয়ান মক্ষমচাঁদ ফতেখাঁর সহিত কাশ্মীর দেশ বিলণ্ঠন করত সাহ শুজাকে বিমোচন করিয়া লাহোরে উপস্থিত হইলে উক্ত সাহ হীরক প্রদানে অস্বীকৃত হন, তাহাতে মহারাজ কুপিত হইয়া তিনদিন পর্য্যন্ত উক্ত সাহের সপরিবারকে নিরাহারে রাখিয়া কোহিনুর অর্থাৎ জ্যোতিঃ শিখর মহার্ঘমণি আত্মসাৎ করিয়ালন, কথিত আছে তৈমুরলং ঐ বরিষ্ঠ অমূল্য বস্তু হিন্দুস্থানে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন.। ঐ বৎসর সাহ শুজা পলায়ন পূর্ব্বক বৃটিসাধিকারে আগত হইলেন।

ইং ১৮১৩ সালে পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষের উদয় হয় ঐ সময়ে ফতেখাঁর দ্বারা অটক নগর আক্রমণ বার্ত্তা শ্রবন করিয়া মহারাজ মক্ষমচাঁদকে সঙ্গেলইয়া উক্ত স্থানে গমন করত তুমুল সংগ্রামে পাঠানসৈন্যকে পরাজয় পূর্ব্বক মহাপীঠ জ্বালামুখী গমন করত ভক্তি ভাবে পূজারাধনা করিয়া লাহোরাগত হন।

ইং ১৮১৪ সালে মহারাজ বহুসহস্র সৈন্য সহিত কাশ্মীর যাত্রাকরিয়া রাজোয়ারি নগরে অবস্থিতি করত সেনাপতি গণকে সৈন্যসহিত কাশ্মীরে পাঠাইয়া দেন, তাহারা পির পিঞ্জল নামক পর্ব্বতীয় পথোত্তীর্ণ হইয়া কাশ্মীরে পদার্পণ করিবামাত্র আকস্মিক হিমবর্ষণে ও পর্ব্বত হইতে তুষার সংঘাত পতনে পর্ব্বতীয় পথ রোধ হয়, দৈবাপহত শীক সেনারা শীতার্ত্ত সময়ে বিপক্ষাক্রান্ত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, ঐকালে কাশ্মীরাধ্যক্ষ আজিম খাঁ অন্যান্য অধ্যক্ষের সহিত সহযোগ করিয়া নানাস্থানে শীকসেনা হনন করিয়াছিল, পরিশেষে ভাইরামসিংহ প্রভৃতি সেনাপতিরা কাশ্মীরাধ্য ক্ষের নিকট অবনত হইয়া প্রাণরক্ষা করত স্বদেশে আইসেন, এই উদ্যমে শীকজাতির বহুসহস্র শূরবর বিপক্ষহস্তে ও হিমানীতে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয় এবং দেওয়ান মক্ষমচাঁদ রোগোপলক্ষে শতদ্রুতীরস্থ ফিলোর নগরে ঐবৎসরে প্রাণত্যাগ করেন ইং ১৮১৫ সালে অটক হইতে শীকসৈন্যেরা পেশো য়ারে গমন পূর্ব্বক নগর লুঠ করিয়াছিল ঐ যুদ্ধে কএকজন বিখ্যাত শীক সেনাপতি বিনষ্ট হয়, ঐ বৎসর মহারাজের আজ্ঞাধীন রামদয়ালও দলসিংহ মহাযুদ্ধের পর রাজোয়ারী নগর অগ্নি ও অস্ত্রদ্বারা নিঃশেষে বিনষ্ট করত তাহার পর রোটাসনগর অধিকার করিয়া লয়।

ইং ১৮১৬ সালে কাবলের ফতেখাঁর পুনর্ব্বার কাশ্মীরা ক্রমণ শ্রবণ করিয়া মহারাজ ভাইরামসিংহকে অটকদূর্গে পাঠাইয়াদেন তাঁহার সহিত মহাম্মদ খাঁর সংগ্রাম হইয়া অনেকানেক শীকসৈন্য নিহত হয়।

ইং ১৮১৭ সালে মূলতানাধ্যক্ষ মুজফ্ফর খাঁ অবাধ্য হইলে তৎপ্রতিকারার্থ ভবানীদাস পেশোয়ারী ও হরিসিংহ লালুয়া ও তৎপশ্চাৎ দেওয়ান মতিচাঁদ ও যুবরাজ খড়্গসিংহ বহু সৈন্য সহিত মূলতানে প্রেরিত হন কিন্তু মুজফ্ফর খাঁ জীবন পণ করিয়া তিনমাস পর্য্যন্ত তুমূল যুদ্ধ করত পরিশেষে সমূলে নির্ম্মূল হন, তাঁহার একপুত্র সরফরাজ খাঁ রক্ষাপাইয়া শীক রাজের স্থানে কিঞ্চিৎ জায়গীর উপজীব্য প্রাপ্তহয়, এইবৎসর ভাইখোশাল সিংহ কার্য্যপরিত্যাগ করাতে জম্বূদেশীয় ধানসিংহ তৎপদাভিষিক্ত হন।

ইং ১৮১৮ সালে ফতেখাঁ হিরাটের সাহা কামরণের দ্বারা হীনচক্ষু হইলে তদ্ঘটিত বিবাদে তাঁহার একবিংশতি সহোদর দৃঢরূপে লিপ্ত হন ঐ শুভকালে শীক রাজের দ্বারা পেশোয়ার অধিকৃত হয়, কিন্তু তাঁহার তথাহইতে আগমনের পরেই ইয়ার মহাম্মদ ঐ নগর পুনরধিকার করিলেক এমত কালে সাহশুজা ইয়ার মহাম্মদকে পরাভূত করিয়া নগরাধিকারী হইয়াছিলেন পরে কাশ্মীরাধ্যক্ষ আজীম খাঁর দ্বারা তাড়িত হইয়া তিনি লুধিয়ানায় পলাইয়া যান।

ইং ১৮১৯ সালে মহারাজ কাশ্মীরাধ্যক্ষের পেশোয়ার যাত্রা শ্রবণ করিয়া সসৈন্য উজীরাবাদ উপস্থিত হইয়া গ্রীষ্মঋতু কালে দেওয়ান চাঁদকে বহুসৈন্য সহিত কাশ্মীরে প্রেরণ করিলেন তদ্দ্বারা তথাকার অধ্যক্ষ জবর খাঁ পরাজিত ও আহত হইয়া পেশোয়ারে পলাইয়া যান এতদ্রূপে উক্তরাজ্য ২২ আষাঢ়ে করায়ত্ত হইয়া সেরগড় লুণ্ঠন দ্বারা বহুধন লাভ হইয়াছিল, ঐ বৎসর ভবানীদাস পেশোয়ারী ও হরিসিংহ লালুয়া দ্বারা দ্বারবন্ধ নামক দুর্গাধিকৃত হয়, তদনন্তর মহারাজ ২৫ জানুয়ারিতে যুবরাজ সেরসিংহ, রামদয়াল সিংহ, আতারিওয়ালা শ্যামসিংহ, গৌরমুখ সিংহ, ফতেসিংহ আলুওয়ালা এবং রাণী সুধাকুমারীকে যাবদীয় নূতনাধিকৃত রাজ্যের নিয়মাবধারণ কারণ নানা প্রদেশে পাঠাইয়া দেন, এবং স্বয়ং মূলতানের বন্দোবস্ত করত দেওয়ান সোহন মলকে তদ্দেশের গবরনরী পদাভিষিক্ত করিয়া আইসেন;এইবৎসর কচ বজরার যুদ্ধে তাইরামদয়াল প্রভৃতি শীক সরদারেরা নিহত হয়।

ইং ১৮২০ সালে হরিসিংহ লালুয়া কাশ্মীরাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হন,এবং দেওয়ান চাঁদ ও মতিরাম সিংহ পক্ষুখুকি ও বম্বর দেশের ভূম্যধিকারিগণের প্রতিকারার্থ চলিয়া যান।

ইং ১৮২১ সালের ফিব্রুয়ারি মাসে কুমার খড়্গ সিংহের পুত্র নৌনেহাল সিংহের জন্ম হয় ঐ বৎসর কুমার খড়্গ সিংহ ও ফতেসিংহ আলুওয়ালার দ্বারা মনখিরির নবাব

পরাভূত হইয়া লাহোরের অধীন হন, এইবৎসর মহারাজ কুমার খড়্গ সিংহ ও লক্ষ্মীসিংহের পরামর্শে তাঁহার সৌভাগ্য সোপান স্বরূপা সুচতুরা রণদক্ষা রাণী সুধা কুমারীকে অমৃতসরে কারাবদ্ধ করিয়া তাঁহার ভাবৎ রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া লন।

ইং ১৮২২ সালে ফ্রেঞ্চ সেনাপতি মনসিয়র এলার্ড ও বেণ্টুরা ও মনসিয়র কোর্ট সাহেবেরা সেনানীত্বপদে প্রত্যে কে বার্ষিক পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা বেতনে নিযুক্ত হইয়া সৈন্য-গণকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন ঐ বৎসর লাহোর নগর বেষ্টন করিয়া অত্যুচ্চ ও প্রগাঢ় ভিত্তিযুক্ত প্রাচীর নির্ম্মাণারম্ভ হয়, অস্মিন্‌বর্ষে সেরসিংহ পেশোয়ার রাজ্যাধি কার জন্য আদিষ্ট হইয়া অষ্টসহস্র অশ্বারোহি সৈন্য সহিত সিন্ধুপার, জাহান জিরফা দুর্গাধিকার করিলেন, তৎসংবাদ পাইয়া আজিম খাঁ, দোস্ত মহাম্মদ খাঁ, ইয়ার মহাম্মদ খাঁ ও জরব খাঁ প্রভৃতি অধ্যক্ষেরা কাবুল হইতে পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া পেশোয়ারাভিমুখে আগমন করাতে মহারাজ সসৈন্যে সের সিংহের পশ্চাৎ পেশোয়ারে উপস্থিত হইলেন যবন দিগের সহিত ভীষণ সংগ্রামে পূলা সিংহ নামক মহাশূর হস্তিপৃষ্ঠে নিহত হন, এই গুরুতর সংগ্রামে দীর্ঘকাল উভয়পক্ষে জয় পরাজয়ের নিশ্চয় ছিল না পশ্চাৎ অন্যান দশ সহস্র আফগানীয় সৈন্য হত হইলে যবনা

ধ্যক্ষেরা পলাইয়া যান, তদবধি পেশোয়ার রাজ্য মহারাজের নিশ্চয়াধিকার হইয়াছে।

ইং ১৮২৩ সালে অমৃতসর নগরে অপুত্রক রামানন্দ নামক বণীকের মরণে অস্বামিক আটলক্ষ মুদ্রা মহারাজের লাভ হয় তদ্ধনে লাহোরের প্রাচীর নির্ম্মাণ সমাধা করিলেন ঐ প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ৭৫ ফিট ও প্রস্থে ২১ ফিট।

ইং১৮২৪সালে রাজা শঙ্করচন্দ্রের মৃত্যু ও সিপ্রিওয়ালা গোবিন্দচাঁদের কন্যার সহিত মন্ত্রি ধ্যান্ সিংহের পরিণয় ও দেওয়ান মতিরামের সহিত মহারাজের বিচ্ছেদ ঘটনা হয়, ঐ বৎসর মহারাজ অটক নগর হইতে পেশোয়ার যাত্রাকালে নাগারোহণে যে স্থানে সিন্ধু নদী পারোত্তীর্ণ হইলেন সেই স্থানে তৎপশ্চাৎ অনেকানেক অধ্যক্ষেরা হস্তি সহিত পার হইতে নদী নীরে নিমগ্ন হন।

ইং ১৮২৫।২৬ সালে মহারাজ ইসফজী, বানু, টঙ্ক, লক্ষী ও হাজারা দেশ অধিকৃত ও সুশাসিত করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর বৃটিস সৈন্য দ্বারা ভরতপুরের দুর্গ বেষ্ঠিত হইলে রাজা দুর্জন সাল প্রত্যহ লক্ষ মুদ্রা সৈন্য ব্যায় প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া মহারাজার সহায়তা যাচ্ঞা করিবায় সের সিংহ ব্যতিরেকে যাবদীয় আমাত্য ও সচিববর্গ এবং কুমার খড়্গ সিংহ প্রভৃতি আনুকুল্য করণার্থ পরামর্শ দিয়াছিলেন তথাপি মহারাজ অঙ্গীকৃত সন্ধিপত্রের বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই।

ইং ১৮২৭ সালে মহাম্মদের শিষ্য সৈদ আমদ শাহা নামক একব্যক্তি নানা স্থানীয় যবন জাতির নিকট আপন সিদ্ধ পুরুষত্ব দর্শাইয়া বহু সহস্র যবন জাতিকে ধর্ম্ম্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া পেশোয়ারাধিকার করিয়াছিল পরে ১৮৩১ সালে উক্ত শাহা সের সিংহের দ্বারা বিনষ্ট হয়। অনন্তর বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুতা বৃদ্ধি করণার্থ ১৮২৭।২৮ সালে শ্রীযুত লার্ড এমহেরেষ্ট ও শ্রীযুত লার্ড কম্বরমের সাহেবের নিকট উপঢৌকনের সহিত শীকরাজ উকীল পাঠাইয়া দেন। এবং প্রকারে মহারাজ অসীম সৌভাগ্যসহকারে স্বকীয় প্রচণ্ডাখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপদণ্ডে মর্দ্দিতারাতিকুলাকুলার্ণব সম্ভূত সমর বিজয় লক্ষ্মী প্রসাদাৎ ধনে মানে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া সমকাল বর্ত্তি বিক্রম বিশিষ্ট বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্প্রীতি বর্দ্ধনাভিলাষে ১৮৩১ সালের ২০ অক্টোবরে অতুলৈশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক রূপর নগরে ভারতবর্ষের গবরনর শ্রীযুত লার্ড বেণ্টীঙ্ক বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক পরস্পর প্রিয়ালাপে প্রীত হইয়া পূর্ব্বসন্ধি দৃঢ়ীকরণ পুরঃসর সিন্ধুনদীর দ্বারা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য কার্য্য পরিচালনের আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। মহারাজের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও আশ্চর্য্য বদান্যতা ও বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে বাক্‌পটুতা এবং শাম দান ভেদ দণ্ড উপায় চতুষ্টয়ের দ্বারা সন্ধি বিগ্রহ বিষয়ে চতুরতা দর্শনে গবরনর বাহাদুর সমভিব্যাহারি গণের সহিত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ছিলেন তত্তাব

বিবরণ গবর্ণমেণ্টের তাৎকালিক সেক্রেটরী শ্রীযুত এচ টি প্রিন্সেপ সাহেব কর্ত্তৃক প্রিন্সেপস রণজিৎ সিংহ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

ইং ১৮৩৭ সালের ফাল্গুন মাসের শেষার্দ্ধে মহারাজ আত্তারিওয়ালা শ্যাম সিংহের কন্যার সহিত আত্ম পৌত্র নৌনেহাল সিংহের বিবাহ দেন ঐ বিবাহে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত সর হেনিরি ফেন সাহেব নিমন্ত্রিত হইয়া কর্ণাল হইতে লাহোরে আসিয়াছিলেন উক্ত সাহেব আদরের সহিত সম্মানিত হইয়া মার্য্যাদিক বসন ভূষণ অলঙ্কারে পুরস্কৃত হইয়া যান।

এই উদ্বাহের সৌষ্ঠব শোভা অনির্ব্বচনীয়, ও ব্যয়ের বিবরণ অতিবাহুল্য কেবল বিবাহোৎসব দিদৃক্ষু অনাহূত জনগণকে একাদশ লক্ষ মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল, তদনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারেও ব্যয় হয়, এই বৎসরে লাহোরে এক মহাপুরুষের সমাগম হইয়াছিল, কথিত আছে জেনরল বেণ্টুরা সাহেব দ্বারা ঐযোগির বহু দিবসাবধি নিরাহারে শ্বাস প্রশ্বাস রহিত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিত হওন সংবাদ শ্রবণ করত অবিশ্বাস পূর্ব্বক ঐ যোগিকে এক দৃঢ়তর কাষ্ঠময় সিন্দুকে রাখিয়া এক উদ্যানীয় গৃহের মধ্যস্থল খনন করত তন্মধ্যে প্রোথিত করিয়া দ্বার বন্ধ পুরঃসর বহুশত বিশ্বস্ত সৈন্য দ্বারা ঐ গৃহ চত্বারিংশৎ দিবস পর্য্যন্ত রক্ষিত করেন তদনন্তর মহারাজ ইংলণ্ডীয়

ও স্বদেশীয় লোকের সহিত ঐ গৃহদ্বার মুক্ত করত ভূমি হইতে কাষ্ঠপাত্র উঠাইয়া দৃষ্ট করিলেন যে মহাপুরুষ যোগাবলম্বন দ্বারা সজীব আছেন পরে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বদরিকাশ্রমে পাঠাইয়াদেন।

ইং ১৮৩৮ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কাবল রাজ্য আক্রমণ কালে শ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক মহারাজ মিত্রতা প্রকাশ করিয়া পরে পক্ষাঘাত পীড়োপলক্ষে ১৮৩৯ সালের ৩০ জুন বাসরে বন্ধু বান্ধব সেনাধ্যক্ষ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বিতীয় আখণ্ডলের ন্যায় তিন কোটি মুদ্রাদান করত এবং মহার্ঘ মণি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রীত্যর্থে দান করত ৫৯ বর্ষবয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মরণের পর উক্ত মণির পুষ্পমূল্য লক্ষমুদ্রা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়া রাজপুত্র ঐ মণিরাজ লইলেন মহারাজের মৃতদেহের সহিত চারি মহিষী ও সপ্ত উপমহিষী সহগমন্ত্রী হন। মহারাজের জীবন বৃত্তান্ত বিস্তৃত রূপে লিখিত হইলে এক বৃহদাকার পুস্তক প্রস্তুত হইতেপারে, এতাবতা ক্ষোভের সহিত সংক্ষিপ্তসার ক্ষুদ্রগ্রন্থ লিপ্যারূঢ় করত লেখনীকে নিবৃত্ত করিলাম।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে বৃত্তখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

মহারাজ খড়্গ সিংহের রাজ্য ও মৃত্যু প্রাপ্তি বিবরণ।

পিতৃ মরণানন্তর কুমার খড়্গ সিংহ রাজ সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া কিয়দ্দিনাবধি ধ্যানসিংহের পরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে এই মন্ত্রী যাবদীয় রাজকীয় অর্থ সামর্থ্য সৈন্য সামন্তে প্রধানাপ্রধান প্রজাবৃন্দকে স্বকীয় করায়ত্ত করিয়াছে এবং তৎপুত্র হীরাসিংহ জওয়াহর সিংহ এবং তদ্ভ্রাতা গোলাব সিংহ ও সচেত সিংহ প্রভৃতি একং জনপঞ্জাবের মধ্যে ধন মান ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য বীর্য্যে অদ্বিতীয় হইয়াছে স্বেচ্ছাধীন সিংহাসনাধিকার করিতেও সমর্থ হয় ইহার এবম্ভূত পরাক্রম রক্ষিত হইলে আপনাকে নামমাত্র রাজোপাধি ধারণ করিয়া যাবজ্জীবন মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে হইবে ইত্যালোচনার পর অগ্রে জ্ঞাতিবর্গকে বশীভূত করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় প্রথমত সমাদরের সহিত কুমার সের সিংহকে নিকটে আনাইয়া লক্ষমুদ্রা বৃত্তিবৃদ্ধি করিয়াদিলেন, এবং পিতার প্রাচীন মিত্র জমাদ্দার খোশাল সিংহের ও স্বজ্ঞাতি চেতসিংহ প্রভৃতি সরদারের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য চালন করিতে লাগিলেন এতদনন্তর রাজান্তঃপুরে ধ্যান সিংহ ও হীরাসিংহ ইচ্ছাধীন গতায়াত করিতেন তাহা নিবারণ করিলেন ইহাতে

মন্ত্রী প্রতিদ্বেষে পূর্ণহইয়া তৎপ্রতিকারের কাল প্রতীক্ষায় থাকিলেন।

কিয়দ্দিবসানন্তর মন্ত্রী চতুরতা দ্বারা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে পঞ্জাবের তাবদ্দেশে আত্মীয় লোকদ্বারা রাষ্ট্র করিলেন যে রাজা খড়্গ সিংহ ও সেরসিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাজ্যার্পণ করত খালশা সৈন্যদল ভঙ্গ করিয়া দিবেন এবং আপনারা রাজকরের দশাংশ লইয়া দিনযাপন করিবেন এত দর্থে গবরনর সাহেবের নিকট আহ্বান পত্র পাঠাইয়াছেন, শীকজাতিরা স্বত ইংরাজের দ্বেষী এবং সৈন্যগণ পূর্ব্বাপর বল বিক্রমে বৃটিস সৈন্যের প্রতিযোগী সুতরাং অকস্মাৎ উক্তসংবাদে তাবল্লোক রাজার প্রতি ক্রোধাকুল হইল, রাজা খড়্গ সিংহের পুত্র নৌনেহাল সিংহ পিতার সিংহাসনাভিষেক কালে পেশোয়ারে ছিলেন জনকের রাজ্যলাভে তিনি সুখীনাহইয়া বরঞ্চ অবৈধ হিংসাকে হৃদয়ে স্থানদান করিলেন যেহেতু একসময়ে বারাণসীস্থ একজন জ্যোতিজ্ঞ রাজা রণজিৎ সিংহ সমীপে নৌনেহাল সিংহের জন্মপত্রী দৃষ্টিপূর্ব্বক কহিয়াছিল যে উক্ত সিংহ রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ম্লেচ্ছাভিমর্ষণ পূর্ব্বক বারাণসী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনাধীশ্বর হইবেন তদবধি তিনি আশালুব্ধ হইয়া পিতামহের মরণান্তে সিংহাসন গ্রহণে যত্নবান্ ছিলেন, সুতরাং অনপেক্ষিত রূপে আশা ভঙ্গ হইলে অবশ্য হৃদয়ে পরিতাপের উদয় হয়। অনন্তর

নৌনেহাল সিংহ ধ্যান সিংহের পত্রপ্রাপ্তে লাহোরে আগমনার্থ যাত্রা করিলেন এবং মন্ত্রির মন্ত্রণাদিষ্ট রাজা গোলাব সিংহ তাঁহার সহিত পথিমধ্যে স্বসৈন্যে সম্মিলিত হইলেন আগমন কালে নৌনেহাল সিংহ নানাস্থানে বিশ্বস্ত স্বানুচর ও প্রজা বৃন্দবদনে ইংরাজের সহিত স্বজনকের অভিসন্ধি সংবাদ শ্রবণে সক্রোধমনে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যের রূপান্তর দর্শনে শ্রুতবাক্যে প্রত্যয় করিলেন এবং মন্ত্রির কুমন্ত্রণা সমীরণে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। এক রাত্রে ধ্যানসিংহ ও গোলাব সিংহ যুবরাজ নৌনেহাল সিংহের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সরদার চেত সিংহকে হনন করত পরদিবস কোষাধ্যক্ষ মিশ্রবংশীয় দিগকে কারাবদ্ধ পূর্ব্বক তাহারদিগের ধনহরণ করিয়া যুবরাজকে সিংহাসনাভিষিক্ত করাইয়া তদ্দ্বারা খড়্গ সিংহকে অন্তঃপুরে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত অবরুদ্ধ করাইয়া স্বদেশীয় পর্ব্বতীয় প্রহরিগণকে পুরদ্বারে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি খড়্গ সিংহের নিকটে রাজমহিষীকেও যাইতে দেননাই ধ্যানসিংহের এই রূপ প্রভুত্ব দর্শনে খড়্গ সিংহের সপক্ষ সরদারেরা প্রাণ ভয়ে নানাস্থানে পলায়ন করিল। তদনন্তর নৌনেহাল সিংহ নেপাল সিন্ধু ও কাবল কান্দহারের রাজাদিগের নিকট হিন্দুস্থান ক্রমণার্থে প্ররোচনার সহিত প্রলোভ দর্শাইয়া পত্র পাঠাইয়া দেন ঐ কালে তাহার হতভাগ্য পিতার

আকস্মিক পরলোক গমনে ঐ উদ্যম ভঙ্গ হয়। শ্রুতি আছে যে মন্ত্রি মন্ত্রণায় রাজকুমার লোক দ্বারা স্বজনককে বিষাক্ত ঔষধ ভক্ষণ করাইয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিলেন এবং পিতার মৃত দেহের সহিত আপন বিমাতা মঙ্গল সিংহের ভগিনীকে বলক্রমে দাহ করাইয়াছিলেন, নৌনেহাল সিংহ জনকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বিধিবদ্রূপে সমাধা করত সমারোহ পূর্ব্বক শহর হস্ত্যশ্ব সমভিব্যাহারে স্বয়ং গোলাব সিংহের পুত্র উদীন সিংহের সহিত নাগারোহণে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া নগর প্রবেশ করিতেছিলেন এমত কালে হস্তি সমূহের গাত্র ঘর্ষণ প্রতি ঘাতে পুরদ্বার দোলায়মান হইয়া উপরিস্থ এক বৃহৎ প্রস্তর যুবরাজের মস্তকে পতিত হওয়াতে তদ্দ্বারা সমভিব্যাহারির সহিত অবিলম্বে শমন সদন গমন করিলেন।

হা ধিক্ এই অসার সংসার, সাগরবারি বুদ্বুদবৎ অনিত্য দেহ ক্ষণ বিধ্বংসী ও মানবিক আশা বিদ্যুল্লতিকার ন্যায় রমণীয়া আশু বিনাশিনী, তথাপি আশাপাশ যন্ত্রিত হইয়া রাজ্য ধন লাভে লোলপ চিত্ত লোকেরা কিং কুকার্য্য না করিতেছে এই রাজপুত্র পিতৃমাতৃ হত্যারূপ অত্যুৎকট পাপ পূর্ণ হইয়া অপূর্ণ মনোরথের সহিত অকালে কাল গ্রাসে প্রবিষ্ট হইলেন নতুবা অল্পকাল মধ্যে নেপাল ও আফগানের সহিত তিনি সমবেত হইয়া হিন্দুস্থান মধ্যে আহবানল প্রজ্জ্বলিত করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর মন্ত্রিরাজ যুবরাজের মৃতদেহ গোপনরূপে রাজ পুর মধ্যেরাখিয়া কৌশল ক্রমে মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ না করিয়া শের সিংহকে আহ্বান করিলেন পরে শের সিংহ লাহোরে আইলে নৌনেহাল সিংহের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হয়।

শের সিংহের রাজ্য লাভ ও মৃত্যু বৃত্তান্ত।

নৌনেহাল সিংহ স্বতঃ দুরাত্মা ও শিত্রদ্রোহরূপ দোষ দূষিত হইয়া কালাকর্ষিত হইলেও তাঁহার মৃত্যুতে তাবল্লোক শোক বিলাপ করিয়াছে কেননা অদম্য শীক জাতিকে এবং জম্বুরাজ ধ্যান সিংহ গোলাব সিংহ ও সিন্ধানওয়ালা আতর সিংহ এবং অজিত সিংহকে শাসনাধীন রাখণে রাজবংশ্য মধ্যে তিনিই উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। অনন্তর মন্ত্রি ধ্যান সিংহের পোষক তায় কুমার শের সিংহ অমৃতসরের নিকট স্বকীয় আবাস স্থল ভাটীয়ালা নগর হইতে লাহোর আগত হইয়া সিংহাসনা ভিষিক্ত হইলেন, তাহাতে নৌনেহাল সিংহের মাতা চন্দ্রকুমারী অসম্মতা হইয়া সিন্ধানওয়ালা আতর সিংহ ও জম্বুরাজ গোলাব সিংহকে আহ্বান করাতে তাঁহারা বহুসৈন্য সহিত অনতি বিলম্বে লাহোরে উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নিকট স্বপুত্র বধূর শসত্ত্বা থাকন সংবাদ প্রকাশ করিলেন, পরে গোলাপ সিংহ ধ্যান সিংহের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক পরাক্রমের পক্ষাব লম্বী নাহইয়া উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত কিছু কালের জন্য

শের সিংহকে স্বস্থান যাইতে পরামর্শ দেন তদনুসারে শের সিংহ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া নিজালয়ে চলিয়াযান তৎপশ্চাৎ ধ্যান সিংহ স্বভ্রাতা রাজা গোলাব সিংহ ও আত্মপুত্র হীরা সিংহকে লাহোরে রাখিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। এতদনন্তরে রাণী চন্দ্রকুমারী রাজ্যাধিকারিণী হইয়া আতর সিংহকে প্রধান সচিবত্ব পদাভিষিক্ত করত রাজ্য করিতে লাগিলেন।

শের সিংহের দ্বিতীয় বার রাজ্য লাভ বিবরণ।

রাজা শের সিংহ নিজালয়ে উপস্থিত হইয়া গোপন সোপানে আত্মপক্ষীয় ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষ দিগকে এবং ধ্যান সিংহকে পত্র লিখিয়া স্বকার্য্য সাধনের তাবদনুষ্ঠান স্থির করিয়া অন্যূন চারি মাসের পর ৫০০ শত হয়ারূঢ় সৈন্য সহিত লাহোর যাত্রা করিলেন, তিনি প্রথমত লাহোরের আদূরে মনসির্র এবেটেবিলি সাহেবের বাস স্থলের নিকট চুমিয়ারি স্থানে উপস্থিত হইলে তন্নিকটে অনেকানেক সৈন্যগণ নানা স্থান হইতে আসিতে লাগিল, তৎপরে ধকল সিংহ প্রভৃতি সেনাপতি গণ ও রাজা সচেত সিংহ এবং জেনরল বেণ্টুরা সাহেব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য দ্বারা নগর, বেষ্টিত করিলেন, রাণী ভীতা হইয়া নগরীয় দুর্গদ্বারাবরোধ করিতে আজ্ঞাদিলেন তদনন্তর উভয়পক্ষে তিন দিন পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইলে রাজা ধ্যান সিংহ স্বদেশ

হইতে শের সিংহের শিবিরে আগত হইলেম। অনন্তর দুর্গ মধ্যে রাজা গোলাব সিংহ, হীরা সিংহ ও খোষাল সিংহ জমাদ্দারের পরামর্শে চারিদিবস যুদ্ধের পর রাণী পুর দ্বারমুক্ত করিতে আজ্ঞাদেন এই যুদ্ধে দুর্গস্থ সৈন্য দ্বারা আক্রামক ৪৫০০ সৈন্য গোলাঘাতে নিহত হয়।

অনন্তর মহারাজ শের সিংহ স্বজনামাত্য গণের সহিত নগর প্রবেশ পূর্ব্বক ইং ১৮৪১ সালে পুনঃ সিংহাসনারূঢ় হইয়া মন্ত্রি ধ্যান সিংহকে প্রধান মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন ঐ সময়ে আতর সিংহ আত্ম ভাতুষ্পুত্র অজিত সিংহকে লইয়া প্রাণ রক্ষার্থ বৃটিসাধিকারে পলাইয়া যান। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লীনা সিংহ কমল গড়ে ধৃত হইয়া লাহোরের কারাবাসে প্রেরিত হন, এই যুদ্ধ সময়ে রাজা গোলাব সিংহ রাজকোষ হইতে অশীতিভার প্রস্তর মণ্ডিত স্বর্ণালঙ্কার ও ব্যবহার্য্য বস্তু, ও দুই শত পঞ্চাশৎ ভার স্বর্ণ মুদ্রা এবং দ্বিসপ্ততি শকট পূর্ণ রৌপ্য মুদ্রা ও আটশত ভার শাল রুমাল নানা প্রকার মহার্ঘ চিত্র বস্ত্র স্বসৈন্য দ্বারা পরিরক্ষণ পূর্ব্বক জম্বুনগরে পাঠাইয়া দেন পরে রাজা শের সিংহ রাণী চন্দ্রকুমারীকে বার্ষিক দুইলক্ষ মুদ্রোৎপাদক জায়গীর দান করত সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন রাণী প্রাপ্তাধিকার গোলাব সিংহের অধীনে রাখিলেন, তদবধি সেই রাজ্য উক্ত রাজার অধিকার হইয়াছে।

পঞ্জাবরাজ্ঞীর প্রাণনাশ ও সৈন্য গণের অবাধ্যতা বিবরণ।

তদনন্তর রাণী চন্দ্রকুমারী সিন্ধানওয়ালা অজিত সিংহকে আনাইয়া স্বকার্য্যের ভারার্পণ পূর্ব্বক গোপনে শের সিংহের বিরুদ্ধ চেষ্টায় অভিনিবিষ্টা হইলেন রাজা গোলাব সিংহ ও ধ্যান সিংহ জম্বুনগর যাত্রা করিলেন ঐ কালে পুরুচারিণী রাণীর তিনজন সঙ্গিনীরা শের সিংহের মন্ত্রণাদিষ্টা হইয়া এক রাত্রে রাণীকে প্রস্তরাঘাতে বিনষ্টা করিলেক, অজিত সিংহ পনর্ব্বার বৃটিসাধিকারে পলাইয়া আইলেন তস্যপরে শের সিংহ সিন্ধানওয়ালা ও অন্যান্য রাণীর সপক্ষ সরদার দিগের বৃত্তিচ্ছেদ ও জায়গীর অসিদ্ধ করিয়া লইলেন। তাহাতে খালসা সৈন্যেরা বিরূপ হইয়া প্রথমত আপনারদিগের বেতন বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করিল, শের সিংহ সম্মতনা হইলে তাহারা একদা লাহোর লুণ্ঠন ও অন্যূন দুই সহস্র রাজ ভৃত্য হনন করিয়া অবাধ্যতারূপে নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়াছিল ঐ কালে কাশ্মীর ও মূলতানের গবরনর ও পেশোয়ারের মধ্যে কর্ণেল ফর্ড সাহেব ও মন্দদেশে লেপ্টনন্ট ফৌলকেস সাহেব স্বীয়২ অধীনস্থ সৈন্য হস্তে নিহত হন, জেনরল কোর্ট সাহেব ও সেনাপতি বেণ্টুরা সাহেবের অধীনস্থ সৈন্যেরা স্বস্ব স্বামির সর্ব্ব সম্পত্তি লুঠিয়া লয় সাহেবেরা রাজপুরে লুক্কায়িত হইয়া

রক্ষাপান, এতদ্রূপে সমগ্র পঞ্জাব রাজ্য সৈন্য দ্বারা নিষ্পীড়িত ও উপদ্রুত হয়, পরে রাজা ধ্যান সিংহ বহুকষ্টে সেনাদিগকে ভূরি অর্থ পারিতোষিক প্রদান দ্বারা বশীভূত করিয়া শের সিংহকে নিরুপদ্রব করিলেন, কালাত্যয়ে শের সিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি আত্মীয়তা চিহ্ন প্রকাশ ও ধ্যান সিংহ প্রভৃতির অমতে জেনরল পোলাক সাহেবকে বৃটিস সৈন্য সহিত কাবল গমনের পথ প্রদান এবং সুশাসিত রূপে রাজকার্য্য করাতে মন্ত্রির সহিত বিপক্ষতার উদয় হয় এতাবতা সিন্ধানওয়ালাকে স্বপক্ষ করণাভিলাষে কালসর্পকে আলিঙ্গনের ন্যায় লীনা সিংহকে কারামুক্ত করত স্বীয় মৃত্যুদ্বার বিমুক্ত করিলেন, পরে উক্ত সিংহের উত্তর সাধকতায় অজিত সিংহ আতর সিংহকে আনাইয়া তাঁহারদিগের প্রতি সর্ব্বতোভাবে সদয়তা সৌহৃদ্যতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সিন্ধানওয়ালারা বিবেচনা করিল যে যাবৎকাল ধ্যান সিংহ তাঁহারদিগের সহিত ষড়যন্ত্রিত না হইয়াছেন তাবৎকাল তাহারা কদাচ রাজ হননে সমর্থ হইবেনা, এই বিবেচনায় কুমন্ত্রণা দ্বারা মন্ত্রির অপ্রিয়কর অনেক কার্য্য করাইলেন এবং ক্রমশ ধীর প্রজ্ঞ কৃতি কুশল শের সিংহকে দ্যূত ক্রীড়া মদ্যপান বেশ্যাসক্ত করাইতে লাগিলেন এতদ্রূপে তাঁহারা অভীষ্ট সাধনের শুভকাল জ্ঞানকরত একরাত্রে রাজাকে মদ বিহ্বল করাইয়া কৌশল ক্রমে মন্ত্রি ধ্যান সিংহের শিরশ্ছেদ করণীয় এক আজ্ঞা

পত্র লিখিয়া তদুপরি তাঁহার স্বাক্ষর মোহর করাইয়া লন ও তদবধি তাঁহারা মন্ত্রির প্রতি আনুরক্তিতা করিতে লাগিলেন, এক দিবস মন্ত্রির মনে প্রভুভক্ততার উচ্ছেদ করাইবার মানসে রাজ বিরুদ্ধে অনেকানেক চাতুর্য্য বাক্য কহিলেন তাহাতে মন্ত্রী বিশ্বাস না করিলে শেষ শের সিংহের স্বাক্ষরিত আজ্ঞা পত্র দৃষ্ট করাইলে তদ্দ্বারা মন্ত্রী বিস্মিত ও কপট বঞ্চিত হইয়া স্বামি হননে শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাত ও তাঁহার দিগের সহিত মিলিত হইলেন তদনন্তর শিশুরাজ দলিপ্প সিংহকে তাঁহার মাতা রাণী গলুমস্কির সহিত জম্বুনগর হইতে লাহোরে আনাইয়া রাজ হননীয় ষড়যন্ত্রের তাবৎ কার্য্যস্থির তর করিলেন।

জেনরেল বেণ্টুরা এই ষড়যন্ত্রের সোপান পাইয়া মহা রাজের নিকট কহিয়াছিলেন কিন্তু আসন্নকাল বশত সাহে বের সদুপদেশ তাঁহার কর্ণপথ গামী হইলনা তিনি কাল প্রেরিতের ন্যায় ইং ১৮৪৩ সালের ১৫ সেপ্টম্বর প্রাতে অজিত সিংহের সৈন্য দর্শনার্থ দেওয়ান দীননাথ ও বুধ সিংহ ও গঙ্গা সিংহকে সঙ্গে লইয়া নগর হইতে অর্দ্ধক্রোশান্তর সাবলাবল নামক স্থানে সমাগত হইলেন।

এমতকালে অজিত সিংহ অন্যূন ছয়শত সৈন্য লইয়া তন্নিকট আসিয়া এক অত্যুত্তম দোনলী পিস্তল দৃষ্টকরাইলেক রাজা আনন্দের সহিত অবলোকন পূর্ব্বক অজিত

সিংহের ভৃত্যকে তদ্দ্বারা গুলি নিঃক্ষেপ করিতে কহিবা মাত্র ঐ ব্যক্তি মহারাজের বক্ষলক্ষ করত গুলি ক্ষেপ করাতে তিনি "ক্যাদাগা" বলিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিতহইলেঅজিত সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন তদ্দৃষ্টে বুধ সিংহ ও গঙ্গা সিংহ করধৃত করবাল নিষ্কোষ করিয়া হন্তাকে ও অন্যান্য তিন চারি ব্যক্তিকে বিনষ্ট করত আপনারাও বিপক্ষহস্তে নিহত হন, তাহার পর জেনরল বেণ্টুরা সাহেব অল্প সৈন্য লইয়া কিয়ৎকাল অজিত সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষ পলায়ন করিলেন। ঐ দিবস সংক্রান্তি উপলক্ষে রাজা শের সিংহের পুত্র কুমার প্রতাপ সিংহ নগর বাহিরে রাজোদ্যানাভ্যন্তরে শত২ দীন ক্ষীণ বিপ্রাদিকে ধন বস্ত্রাদি দান করিতেছিলেন (ঐ রাজপুত্রের ন্যায় সুশ্রী সুশীল সদন্তঃকরণ দীনবৎসল অন্য কেহ রাজবংশে জন্মে নাই) অকস্মাৎ অজিত সিংহ সেই অরক্ষিত স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে বিনষ্ট করত পিতা পুত্রের মুণ্ড লইয়া নগর প্রবেশ করিলেন, পথিমধ্যে অল্পলোক সহিত ধ্যান সিংহের সাক্ষাৎ পাইয়া যুগ্মশির দর্শন করাইলেন, তাহাতে মন্ত্রী প্রতাপ সিংহের মরণে খিদ্যমান হইয়া অজিত সিংহের প্রতি দোষার্পণ করিলেন অনন্তর অজিত সিংহ মন্ত্রিকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজপুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন এক্ষণে রাজা কে হইবে তাহাতে মন্ত্রী দলিপ সিংহের নামোল্লেখ করাতে ক্রোধাকুল হইয়া

গুরু গৌরমুখ সিংহের আজ্ঞা ক্রমে পিস্তলাঘাতে তাঁহার প্রাণ নাশ করিয়া তাঁহার মৃতদেহ তৎপুত্র হীরা সিংহের নিকট নগর বাহিরে পাঠাইয়া রাজপুরে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তদশ মহিষী দাস দাসী ও সদ্যজাত বালক পর্য্যন্ত নিহত করিয়া নগরের দ্বারাবরোধ পূর্ব্বক স্বসৈন্য লইয়া রাজপুরে অবস্থান করিলেন। কি আশ্চর্য্য দৈবকার্য্য স্ত্রীহত্যারূপ পাপাশ্রিত হইয়া অল্পকালের মধ্যে মহারাজ শের সিংহ পুত্র মিত্র কলত্র সচিব সমভিব্যাহারে যমালয় যাত্রা করিলেন।

লীনা সিংহ ও অজিত সিংহের মৃত্যু বিবরণ।

মহারাজের মরণের পর মন্ত্রিপুত্র হীরা সিংহ জেনরল এবেটেবিলি সাহেবের নিকট সৈন্যাধ্যক্ষগণের সহিত আনন্দ হৃদয়ে রাজ মৃত্যু বিষয়ক কথোপকথন করিতেছিলেন এমত কালে লাল সিংহ মিশ্র দ্বারা জনকের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া নিরানন্দের সহিত রোরুদ্যমান বদনে বিনীত বচনে আপন পিতৃব্য রাজা সচেত সিংহ ও অধ্যক্ষ দিগের সমীপে কহিলেন যে আমি পিতৃমরণে ম্রিয়মাণ হইয়াছি এক্ষণে আমাকে অথবা পিতৃ হন্তাদিগকে হনন করিয়া মদীয় হৃদয়ানল তাপ নির্ব্বাণ করুন এই কথায় সচেত সিংহ ও জেনরল বেন্টুরার সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সসজ্জ হয় পরে খালসা সৈন্য দিগকে অর্থ দানের প্রলোভ দর্শাইয়া হীরা সিংহ নগর বেষ্টন করিয়া

গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন, রায় কিশোরী সিংহ সচেত সিংহের সৈন্য লইয়া প্রবল পরাক্রমে রায়েল মস্‌জিদ অধিকৃত করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন ঐ দিবসীয় রাত্রে লীনাসিংহ কিশোরী সিংহের হস্তে সাংঘাতিক আহত হন, তৎপর দিবস অর্থাৎ ১৮৪৩ সালের ১৬ সেপ্‌টেম্বর উক্ত সিংহ নগর প্রাচীরে সোপান সংযোগ পূর্ব্বক অসীম সাহসে অল্প সৈন্যের সহিত নগর প্রবিষ্ট হওত বিপক্ষ সেনাকে ছিন্নভিন্ন করত দ্বার মুক্ত করিলেন, ঐ কালে সহস্র২ সেনা গণ নগর প্রবিষ্ট হইয়া দাবানলে বন দাহনের ন্যায় বিপক্ষ সৈন্য মর্দ্দন ও নগর লুণ্ঠন করিলেক, পরে অজিত সিংহ বিদ্রুত হইয়া রজ্জু সোপান দ্বারা দুর্গের বিজন স্থানীয় প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন কিন্তু ঐ কালে এক জন যবন সেনা তাঁহার শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক হীরা সিংহের নিকট মস্তক আনিয়া দিবাতে দশ সহস্র মুদ্রার সহিত অবিলম্বে পুরস্কৃত হয়, পরে জয়যুক্ত মন্ত্রিপুত্র পিতৃহন্তা অজিত সিংহ ও লীনা সিংহের মৃত দেহ নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া শ্মশানে নিক্ষেপ করিলেন, তাঁহারদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও হয় নাই। তদনন্তর হীরা সিংহ রাজ কোষ হইতে সৈন্য দিগকে ভূরি অর্থদানে বশীভূত করত তদ্দারা নানা স্থানীয় বিপক্ষ মারণে উদ্যম করিলেন এবং অভয়দান পূর্ব্বক দলিপ সিংহকে তাঁহার মাতার সহিত রাজান্তঃপুরে আনাইয়া আপনি মন্ত্রিত্ব পদ ধারণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য পরি

চালন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মাগণ রাজ দ্রোহিতা ও বিশ্বাস ঘাতকতা পাপ বশত অচিরাৎ সমুচিত দণ্ডিত হইয়া পার লৌকিক অনন্ত নরকানলে নিঃক্ষিপ্ত হইল।

হীরা সিংহের একাধিপত্য ও সচেত সিংহের মৃত্যু বিবরণ।

মহারাজ শের সিংহের মরণের পূর্ব্ব আতর সিংহ সিন্ধান ওয়ালা নিজালয়ে গিয়াছিলেন পরে তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু সংবাদে সুভীত হইয়া সপরিবারে ফিরোজপুরে পলাইয়াযান, হীরা সিংহ ১৮৪৪ সালের ২ ফিব্রুআরি বাসরে সমারোহ পূর্ব্বক পঞ্চবর্ষীয় বালক দলিপ সিংহকে সিংহাসনাভিষেক করিয়া তৎপশ্চাৎ লাল সিংহ মিশ্রকে ও পণ্ডিত জালাকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিলেন, তাহার পর তাঁহার পরমবান্ধব ইউরোপীয় সেনানীদিগকে পঞ্জাব হইতে বিদায় করিয়া দিলেন, জমাদ্দার খোষাল সিংহের জায়গীর ও রণজিৎ সিংহের ভোগ্যাপত্নী পুত্র কাশ্মীর ও পেশোয়ার সিংহের জায়গীর শিয়ালকোট নগর ও তদধীন দেশ কাড়িয়া লইলেন (যে বৎসর পেশোয়ার অধিকৃত হয় ঐ বৎসর রাজকুমারের জন্ম হইয়াছিল একারণ তন্নাম পেশোয়ার সিংহ এবং কাশ্মীর অধিকার করণ কালে জন্মগ্রহণ প্রযুক্ত কাশ্মীর সিংহ নাম রক্ষিত হয়,) এবং প্রকারে নিরাশ্রয় রাজকুমারেরা রাজা সচেত

সিংহের শরণাপন্ন হন, ঐ সময় রাজা গোলাব সিংহের সহিত লাহোর গবর্ণমেন্টের বিবাদ ঘটনা হয়, তৎপ্রযুক্ত সচেত সিংহ লাহোরে আসিয়া উক্ত উভয় বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে মনস্থ করিলেন ইতিমধ্যে খালসা সৈন্য সহিত হীরা সিংহের কলহ ঘটনা হওয়াতে তত্তদ্দলস্থ অধ্যক্ষেরা রাজা সচেতসিংহকে মন্ত্রিত্ব পদাভিষিক্ত করাইবার বাসনায় তন্নিকট আহ্বান পত্র পাঠাইয়া দেন এতদুভয় কারণে উক্ত রাজা কয়েকদল সৈন্য সহিত লাহোর যাত্রা করিলেন আগমন কালে রাজা গোলাব সিংহের নিষেধ বাক্য শ্রবণ করেননাই, উক্ত রাজার অপ্রত্যাশিত আগমন বার্ত্তায় হীরা সিংহ ভীত হইয়া ধনদানে অবাধ্য সেনা গণকে বশীভূত করিলেন, এবং পণ্ডিত জালার পরামর্শে ঐ রাজার প্রাণনষ্ট করণীয় ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, এমতকালে সচেত সিংহ রাবী নদীর পরপার সাদেবীস্থানে সৈন্য সমূহ পরিত্যাগ করত কেবল চতুর্দ্দশ জন অমাত্যের সহিত ১৮৪৪ সালের ২৬ মার্চ্চের বিকালে লাহোর নগরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় আবাসে গমন পূর্ব্বক কতিপয় স্বজনের প্রমুখাৎ হীরা সিংহের দুষ্টাভিপ্রায় শ্রবণ করত বিশ্বাস করিলেননা, ঐ রাত্রে হীরা সিংহ রাবী নদীর পারাবারের নৌকা বন্ধ পূর্ব্বক সৈন্য দ্বারা গমনীয় পথাবরোধ করাইলেন, পর প্রাতে হীরা সিংহের কুমন্ত্রণা নিশ্চয়াবধারণ করত সচেত সিংহ আপন সৈন্য শিবিরে যাত্রা করিয়া মিয়ানমীর স্থানের নিকট

বিপক্ষ সৈন্যাক্রান্ত হইয়া এক ভগ্ন মসজিদ মধ্যে আশ্রয় লইয়া নানকের আদিগ্রন্থ শ্রবণ করিতে লাগিলেন, বিপক্ষেরা চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করত গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল ঐ কালে তিনি লোক দ্বারা হীরা সিংহকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে তিনি উজিরী লইতে আইসেন নাই কেবল বিবাদ-শান্ত্যর্থ আসিয়াছেন এই কথায় হীরা সিংহ বধীরবৎ অমনস্ক হইয়া অধীরপ্রায় স্বহস্তে গুলি নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সচেত সিংহ পরিশেষে যুদ্ধাশ্রয় করত বিপক্ষ সৈন্য সাগরে নিমগ্ন হইয়া চতুর্দ্দশ অমাত্যের সহিত ১৭ চৈত্র ২৭ মার্চ্চ যমালয়ে যাত্রা করিলেন উক্ত রাজা পঞ্জাবের মধ্যে সদ্রূপ সাহস ও পরাক্রমে অতুল্য ছিলেন তিনি স্বকীয় পরাক্রমে বিপক্ষের তোপাধিকার করত সেনা ত্রয়কে হনন পূর্ব্বক বিপক্ষের বন্দুকের গুলি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হওত রণশায়ী হন, তাঁহার মন্ত্রিরায় কিশোরী সিংহ হস্তে সপ্তবিপক্ষ ও বসন্ত সিংহের দ্বারা সপ্তদশ সেনা নিহত হয়, এতদ্রূপ রাজার সমভিব্যাহারি বান্ধবেরা কেহই প্রাণ প্রয়াণ কাল পর্য্যন্ত ভীরুত্ব ক্লৈব্যত্ব স্বীকার করেননাই বীর রূপে বিপক্ষনাশ করত নিহত হন, এই যুদ্ধে খালিসা সৈন্য ৭৮ জন নিহত ও ৫০ জন আহত হইয়াছিল।

অনন্তর সচেত সিংহের মৃতদেহ রাজধানী সাম্বানগরে প্রেরিত হইলে ঐ দেহের সহিত ৯৫ স্ত্রী সহগামী হয় কিন্তু প্রধানা রাণী পতিহন্তার প্রতিকারার্থ জীবিতা থাকিলেন, ভ্রাত

মরণে রাজা গোলাব সিংহ শোক ও ক্রোধাকুল হইয়া পণ্ডিত জালার ও ধ্যান সিংহ হীরা সিংহের উপার্জ্জিত যাবদর্থ হরণ করিয়া তাঁহারদিগের পরিবার সমূহকে দুর্গাবরোধ করিলেন তৎ সমকালের জনশ্রুতি এই যে ৯ কোটি মুদ্রা তাঁহার করায়ত্ত হয়। তৎপরে সচেত সিংহের রাণী অষ্টাদশ লক্ষমুদ্রা ফিরোজ পুরে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ন্যস্ত করিলেন এবং প্রতিকারার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন সচেত সিংহের মরণের পর তাঁহার সৈন্যেরা কিয়ৎ দিন পর্য্যন্ত রাবী নদীর পরপারে অবস্থিতি করিয়া পরে গোলাব সিংহের পত্রানুসারে জম্বূ নগর উঠিয়া যায়।

কাশ্মীর সিংহ ও গুরু ভাই বীর
সিংহের মৃত্যু বিবরণ।

রাজা সচেত সিংহের মরণের পর তাঁহার ভার্য্যা হীরা সিংহের প্রতিকারার্থ প্রতিহিংসা প্রবাহে পতিতা হইয়া অর্থ দ্বারা কাশ্মীর ও পেশোয়ার সিংহের আনুকূল্য করিতে লাগিলেন এবং নানকের আর্য্যপদাভিষিক্ত গুরু ভাই বীর সিংহ রাজ পুত্র দিগকে রাজ্য প্রদানের আশা দানকরত সৈন্যদিগকে পত্র লিখলেন এবং সিন্ধানওয়ালা আতর সিংহ আত্ম সৈন্য লইয়া তাঁহারদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন, ঐকালে লাহো- রে সৈন্যগণের পঞ্চাইত অর্থাৎ সভাহইয়া তদ্দারা পেশো

য়ার সিংহকে মন্ত্রীত্ব প্রদানের পরামর্শ স্থৈর্য্য হয়, তথাহইতে অমৃত সর নগরে ভাই বীর সিংহের নিকট আহ্বান পত্র আ-ইসে তদনুসারে উভয় রাজকুমার ও আতরসিংহ এবং গুরু স্বয়ং তিন সহস্র সৈন্য সহিত লাহোর যাত্রা করিলেন এতচ্ছ্রবণে হীরা সিংহ পুনরায় বহু অর্থপ্রদান পূর্ব্বক সৈন্য গণকে বশী ভূত করত বিপক্ষগণের প্রাণান্তিক দণ্ড প্রদানার্থ মিয়ান লাব সিংহ প্রভৃতির সহিত প্রায় দশ সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া দেন, এতদুভয় সৈন্যে হরিকি পত্তনের নিকট ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে আতর সিংহ হস্ত্যা রোহণে শতদ্রুপার হইতে যত্ন করিলেন কিন্তু করিবর কোন ক্রমেই তীর হইতে বারি মধ্যে অবরোহণ করিলনা পরে অশ্বা রোহণ করিয়াও ঐরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সিংহ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হন, শীক সেনার গোলা ঘাতে গুরু ছিন্নপদ হইয়া অনুচর দিগকে কহিলেন, পাপ শীকরাজ্যে দুরাত্মা গণের বিশ্বাসে বঞ্চিত হইয়া আকালিক কালের করাল বদনে প্রবিষ্ট হইলাম এতদ্রূপে দুরাত্মারা আহ্বান করিয়া সচেত সিংহকে বধ করিয়াছে, যেন আমার মৃতদেহ গুরু দ্রোহি পঞ্জাব ভূমিতে সংকৃত ও সমাধিস্থ না হয় নদীস্রোতে নিঃক্ষেপ করিবা, ক্ষণপরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদ্দেহ শতদ্রুতে নিক্ষিপ্ত হয়, অতর সিংহ বিপক্ষ হস্তে ছিন্ন শিরা হইলেন, পেশোয়ার সিংহ লাহোরে শরণাগত হইবার

মানসে পলায়ন করিলেন, কাশ্মীর সিংহ ধৃত হইয়াছিলেন পরে মিয়ান লাব সিংহ তাঁহাকে হনন করিলেক, যে সৈন্য দলের গোলাঘাতে গুরু বীর সিংহ নিহত হইলেন, তদ্দিনা বধি তদ্দল গুরুমারনামে আখ্যাত হয়, ও তাহারদিগের সহিত অপর শীক জাতিরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেক, এবংপ্রকারে ১৮৪৪ সালের ৭ মে বাসরে শতদ্রু তীরে উক্ত অধ্যক্ষত্রয় নিহত হইলেন, এই যুদ্ধ দ্বারা উভয়পক্ষে প্রায় দুই সহস্র সেনা নিহত ও আহত হয়।

হীরা সিংহের মৃত্যু বিবরণ।

পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে পরাভূত পেশোয়ার সিংহ পলায়িত হইয়া লাহোরগমন করত রাজ মাতার ও হীরা সিংহের নিকট শরণা গত হইলে মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্ব জায়গীর শেয়ালকোট রাজ্য পুনরর্পণ করত বিদায় দিলেন, তিনি পথিমধ্যে আত্ম ভ্রাতার মৃত্যু বিবরণ শ্রবণে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ ফিরোজপুরে বৃটিশাশ্রয়ে অবস্থিত হইলেন। তদনন্তর হীরা সিংহ সার্ব্বত্রিক শত্রু হনন পূরঃসর মহা পরাক্রম প্রকাশ করত রাজ্য করিতে লাগিলেন, ঐ কালে মহারাজ দলিপ সিংহের মাতুল জওয়া হর সিংহকে বিপক্ষ জ্ঞান করিয়া কারাবদ্ধ করিলেন, ইতি মধ্যে ৭ জুন পীড়োপলক্ষে জমাদ্দার খোষাল সিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র কৃষ্ণ সিংহকে ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তেজঃ সিংহ

তৎকালে পেশোয়ারের গবরনর ছিলেন তাহাকে পদচ্যুত করিবায় তাঁহারদিগের সহিত শক্রুতার সঞ্চার হয়, অসৎসঙ্গ দোষে অপরিমিত লোভ বশত ক্রমশ রাজকোষ শোষণ ও পরধনাপহরণ করাতে একদা তাবল্লোক তাঁহার বিপক্ষ হইল, পরে জওয়াহর সিংহ সৈন্য গণকে বহুধন প্রদানাঙ্গীকার করাতে তাহারদিগের পোষকতায় কারামুক্ত হইয়া রাজমাতার উত্তর সাধকতায় সেনানীত্ব পদে অভিষিক্ত হন ঐ সময়ে হীরা সিংহ সময় প্রবাহের বিপরীত গতি দর্শনে জম্বূদেশ হইতে দুইদল পর্ব্বতীয় সৈন্য আনাইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, সর্ব্বদা সুরক্ষিত হইয়া রাজ দরবারে যাতায়াত করিতেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি যে লাল সিংহ মিশ্রকে সামান্যাবস্থা হইতে প্রধান পদস্থ করত রাজোপাধি দিয়াছিলেন ঐ মিশ্র সময়ানুসারে জওয়াহর সিংহের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু চিন্তা করিতে লাগিল, এক রাত্রে তাঁহার বিপক্ষগণ সৈন্য সমূহকে বশীভূত করত নগরমধ্যে তাঁহার বাসস্থল আক্রমণ করিলেক, ঐ কালে উক্ত সিংহ বুদ্ধি পূর্ব্বক স্বকীয় অধিকাংশ সৈন্য দ্বারা শীক সৈন্যের গত্যবরোধ করত অন্যান ছয়শত সৈন্য ও অমাত্য গণের সহিত গোপনে নগর হইতে পলায়ন করিলেন শীক সরদারেরা কিঞ্চিৎকাল যুদ্ধ করত উক্ত সিংহের পলায়ন বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া সুরদার শ্যাম সিংহ আতারিওয়ালা আতর সিংহ কালীওয়ালা ও খোষাল

সিংহের পুত্র কৃষ্ণ সিংহ এবং জওয়াহর সিংহ স্বীয়২ সৈন্যসহ তৎপশ্চাদ্ধাবিত হন, ল্যাহোর হইতে প্রায় আটক্রোশান্তরে পলায়িত সৈন্য সহিত ধাবিত সৈন্যের সাক্ষাৎ হইলে ঘোর তর যুদ্ধারম্ভ হইল ইত্যবসরে হীরা সিংহ, পণ্ডিতজালা, মিয়ান লাব সিংহ ও দেওয়ান দেবানন্দ নানা দিগে পলাইয়াযান, পরে শীক সৈন্যেরা জয়যুক্ত হইয়া তাঁহারদিগকে নানাস্থানে হনন করিয়া প্রত্যেকের মস্তক জওয়াহর সিংহের নিকট আনিয়া দেয়, গোলাব সিংহের পুত্র মিয়ান শোভন সিংহকে ধৃত করত লাহোরে লইয়া আইসে, ঐ স্থানে তিনিও নিহত হন, এইযুদ্ধে উভয়পক্ষে অন্যূন দেড়সহস্র সৈন্য বধ হয়। এবম্প্রকারে হীরা সিংহ গুরু, মিত্র, পিতৃব্য ও রাজদ্রোহিতা পাপে পরিপূর্ণ হইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করত অমাত্য গণের সহিত জমাদ্দারের বইলি নামেকস্থানে ১৮৪৪ সালের ২১ ডিসেম্বরে পাপানুরূপ মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যমালয়ে যাত্রা করিলেন।

জওয়াহর সিংহের কর্তৃত্ব প্রাপ্তি ও মৃত্যু বিবরণ।

হীরা সিংহের মরণানন্তর সৈন্য গণের মধ্যে পঞ্চাইত হইয়া রাজা গোলাব সিংহকে মন্ত্রিত্বাভিষেক করণ মন্তব্য হয়, পরে রাজমাতা ও লাল সিংহ মিশ্রের পোষকতায় জওয়াহর সিংহ প্রধান সচিবত্বে নিয়োজিত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে

এক্ষণে রাজ পরাক্রম কেবল সৈন্যের হস্তগত হইয়াছে তাহারা ইচ্ছামত বাহুবলে বারম্বার রাজা ও মন্ত্রি হনন এবং পনঃস্থাপন করিতেছে তাহারদিগের পরাক্রম অবসান ব্যতিরেকে কদাচ শ্রেয় নাই, কিন্তু কোন প্রবল বলবর্দ্ধিত রাজার সহিত যুদ্ধ ঘটনা নাহইলে সৈন্য ক্ষীণ হইতে পারেনা এই বিবেচনায় প্রথমত রাজা গোলাব সিংহের সহিত বিবাদারম্ভ করিয়া তদ্বিরুদ্ধে বহু সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেক, তাহাতে গোলাব সিংহ ভীত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ ও দুর্গ সজ্জীভূত করিতে লাগিলেন পরে শীক সৈন্যগণ জম্বূ নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি সমাদর পূর্ব্বক তাহারদিগকে বস্ত্রাহারধন দানে বশীভূত করত রাজকর স্বরূপে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা দান করিলেন, এমতে শীক সৈন্যেরা সন্তোষ চিত্তে অর্থ লইয়া লাহোর যাত্রা করিল, পথিমধ্যে নিশীথ সময়ে গোলাব সিংহের দ্বারা উপদৃষ্ট পর্ব্বতীয় সৈন্যরা শীক সেনার শিবিরা ক্রমণ পূর্ব্বক তাবদর্থ হরণ করত পলাইয়া যায়, এতদ্দ্বারা শীক সৈন্যরা গোলাব সিংহের প্রতারণা নিশ্চয় করিয়া লাহোরে সংবাদ পাঠাইয়া দেয় তাহাতে জওয়াহির পুনর্ব্বার বহুদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু খালসা সেনাদিগের সহিত উক্ত রাজার পূর্ব্বাবধি প্রণয় ও জওয়াহর সিংহের প্রতি মনোগত আক্রোশ সজীব থাকাতে খালসা সৈন্যেরা ঐ রাজার প্রদত্ত দান মানে সন্তোষ হইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব পদ

প্রদানার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া লাহোর প্রত্যাগত হয়, যে সৈন্য হস্তে উক্ত রাজার উভয় ভ্রাতা, যুগ্ম পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বধ হইয়াছে তাহারদিগের বাক্যে লোভের বশতাধীন প্রচরৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও বয়োবৃদ্ধ জ্ঞান বৃদ্ধ রাজা লাহোরে আগত হইলেন, কিন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক সমভি ব্যারে বহুদল সৈন্য আনয়ন করিয়াছিলেন তিনি ১৮৪৫ সালের এপ্রেল মাসের প্রথমার্দ্ধে লাহোরে উপস্থিত হইলে রাজমাতা সৈন্যগণের আশঙ্কায় তাঁহাকে পদাভিষিক্ত করণে সম্মতা হইয়া গতিক্রিয়া দ্বারা কালহরণ করিতে লাগিলেন, পরে তাঁহাকে ২৩ এপ্রেলে সভায় আহ্বান করিয়া সচেত সিংহের স্থানে একত্রিংশৎ ও হীরা সিংহের স্থানে সার্দ্ধদ্বি চত্তারিংশৎ লক্ষ সরকারের প্রাপ্য মুদ্রা এবং একাদশ লক্ষ মুদ্রা উজীরাপিদের নজর অর্থাৎ দর্শনী চাহিলেন, রাজা প্রথমত তাহা স্বীকার হইয়া নগরীয় নিজাবাসে আসিয়া বিবেচনা করিলেন যে পঞ্চ সপ্ততি লক্ষ মুদ্রা রাণীকে প্রদান করিয়া সৈন্যগণকেও অঙ্গীকৃত স্বর্ণবলয় ও স্বর্ণ কণ্ঠা প্রদানেও প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় বিশেষত বহু বিপক্ষ মধ্যে জীব নের নিশ্চয় নাই, তাহার পর জওয়াহির সিংহ গোপনে গুপ্ত ঘাতির দ্বারা তাঁহার প্রাণ নাশ করণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এবম্প্রকারে ঐ রাজা কৌশলক্রমে লাহোর হইতে স্বরাজ্যে গমন করিলেন, এতদনন্তর জওয়াহির সিংহ ফিরোজ

পুর হইতে সচেত সিংহের গঞ্জিতার্থ প্রাপ্তীচ্ছায় বৃটিস গবর্ণ মেণ্টের নিকট পত্র পাঠাইয়া দেন, তাহা প্রাপ্ত না হইয়া সৈন্য দিগকে বৃটিসাধিকার আক্রমণার্থ প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন, অনন্তর আগস্ট মাসের প্রথমে রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা ও অভদ্রতা দর্শনে সৈন্যগণ পুনর্ব্বার পঞ্চাইত করিয়া মন্ত্রিত্বপদ প্রদানার্থ লীনা সিংহ মিজিতিয়াকে মনোনীত করিলেক কিন্তু উক্ত সরদার সচেত সিংহের মৃত্যুর পর রাজকীয় ব্যাপা রের অভদ্রতাদর্শনে তীর্থযাত্রাচ্ছলে পাপ পঞ্জাবরাজ্য পরি ত্যাগ করত চলিয়া যান, তৎকালে তাঁহার বারাণসী ক্ষেত্রে অবস্থান প্রযুক্ত বিলম্বসাধ্য বিবেচনায় সৈন্যেরা পেশোয়ার সিংহকে আহ্বান করিলে তিনি ফিরোজপুর হইতে ৫ সেপ্টে ম্বর লাহোর যাত্রা করিলেন, সন্ধান পাইয়া জওয়াহর সিংহ সরদার শ্যাম সিংহ আতারিওয়ালাকে পত্রদ্বারা উক্ত রাজ কুমারকে পথিমধ্যে বিনষ্ট করিতে উপদেশ দেন, তদনুসারে উক্ত সরদার আপন সৈন্য সহিত রাজপুত্রের প্রতি আক্রমণ করত ক্ষণিক যুদ্ধের পর তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেক। খালসা সৈন্যেরা তৎসংবাদ প্রাপ্তে ক্রোধাকুল হইয়া প্রথমত তাহারে দিগের প্রাপ্য বক্রি বেতন চাহিলেক ও জওয়াহর সিংহকে কহিয়া পাঠাইলেক যে তিনি সচিবত্ব গ্রহণকালে তাহারে দিগের প্রত্যেক জনকে স্বর্ণ বলয় ও কণ্ঠা প্রদানীয় যে অঙ্গী কার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করুন নতুবা তাহারা অবাধ্যতা

রূপে রাজ্য উচ্ছিন্ন করিবেক, এতৎসংবাদে রাজমাতা ত্রাসিতা হইয়া তাহারদিগের সান্ত্বনা ও প্রবোধোদয়ার্থ ফকির নুরউদ্দিন ও লালসিংহ এবং দেওয়ান দীননাথ প্রভৃতিকে প্রেরণ করিলেন, সৈন্যেরা তাঁহারদিগকে শিবিরমধ্যে বদ্ধ করিয়া কহিয়া পাঠাইলেক যে অভিলষিত ধনদান না করিলে তাঁহারদিগকে পরিত্যাগ করিবেকনা অথবা রাজ মাতা রাজকুমারকে ও স্বভ্রাতা জওয়াহর সিংহকে সমভি ব্যাহারে আনিয়া তাহারদিগের নিকট ধনদানের অঙ্গীকার করিলে ক্ষান্ত হইবে, লালসিংহ দুইদিন পরে রাজবাটীতে আসিয়া রাণীর নিকট কহিলেন যে আপনার ও জওয়াহর সিংহের গমন করণে কোন শঙ্কা নাই সৈন্যের অধিকাংশ লোক বশীভূত হইয়াছে, তৃতীয় দিবসে দেওয়ান দীননাথ আগত হইয়া ঐ রূপ কহিলেন, তদনন্তর ২০ সেপ্টেম্বর ফকির নুরউদ্দিন আগত হইয়া সৈন্যদিগের বশীভূততা বিজ্ঞাপন করাতে রাণীর ও জওয়াহর সিংহের দৃঢ় প্রত্যয় হইল। ২১ সেপ্টেম্বর বিকালে রানী নরযানে ও শিশুরাজ দলিপ সিংহ জওয়াহর সিংহের সহিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহুশত ছত্র দণ্ডধারি অশ্বারোহি, পদাতিক, ও অমাত্যবর্গে বেষ্টিত হইয়া মিয়ান মীর স্থানে উপস্থিত হইলেন এমতকালে সৈন্যগণ শ্রেণী পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া রাজা দলিপ সিংহের চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল, রাজমাতা পটগৃহে প্রবিষ্টা

হইলেন, এবং রাজ সমভিব্যাহারি সেনাগণ ও কুঞ্জর হয়া রোহি অমাত্য গণেরা নানা দিগে চলিয়াগেল, পরে সৈন্য গণের আজ্ঞাক্রমে রাজ হস্তিপক হস্তি বসাইয়া রাজ কুমারকে তাহারদিগের হস্তে অর্পণ পুরঃসর পুনর্ব্বার হস্তি দণ্ডায়মান করাইল, সৈন্যেরা রাজকুমারকে দূরান্তরিত করত জওয়াহর সিংহের প্রতি গুলি নিঃক্ষেপ করিল, উক্ত সিংহ আপন মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক কাকুক্তি বিনতির সহিত সৈন্য গণকে বিতরণার্থ যে অর্থ আর অলঙ্কার আনিয়াছিলেন, তত্তাবদর্পণ করিলেন তথাপি তাহারদিগের নির্দ্দয় হৃদয় মাঝে দয়ার উদয় হইল না, ক্ষণকালের মধ্যে শত২ গুলি নিঃক্ষেপ-করত তাঁহাকে হননপূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারি রত্ন সিংহ ও ছাতা বাইয়ের শিরশ্চেদ করিয়া, রাজ মাতাকে দলিপ সিংহের সহিত পরদিবস দিবা দশদণ্ড পর্য্যন্ত বদ্ধরাখিয়া পরি-ত্যাগ করিল, পরে পৃথ্বী সিংহ নামক একজন অধ্যক্ষ সৈন্য গণকে প্রত্যেকে অষ্টাদশ মুদ্রা ও যুগ্ম স্বর্ণকর ভূষণ প্রদানীয় অঙ্গীকারে বাধ্যকরিয়া আড়াইদিবস উজিরী পদস্থ ছিলেন এমতকালে লাল সিংহ তাহারদিগকে তদধিক ধনদানের অঙ্গীকারে মুগ্ধ করত মন্ত্রি পদ গ্রহণ করিলেন এই ষড়যন্ত্র ব্যাপারে লাল সিংহ প্রভৃতি অধ্যক্ষেরা লিপ্ত ছিলেন। এস্থলে শাস্ত্রবাক্য প্রত্যক্ষ হইতেছে যথা পাপাশ্রয়ে মনুষ্যের ইহপার লৌকিক শ্রেয় হইতে পারেনা যেহেতু অত্যুৎকট পাপ কি পুণ্য

ইহলোকে তিন বর্ষ, তিনমাস, তিন পক্ষ কিম্বা দিনত্রয়ে ফল প্রদান করিয়া থাকে এতদ্বিষয়ের ভূরি২ উদাহরণ পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে ইদানীন্তন অধুনিক দৃষ্টান্তে প্রাগুক্ত সত্য বিবরণ সামান্যে গণিত হইতে পারেনা, দেখ রণজিৎ সিংহের মরণের পর সপ্তবর্ষের মধ্যে হিংসা লোভের বশতাপন্ন হইয়া জিঘাংসা দোষে রাজকুল অমাত্য বর্গের সহিত নির্ম্মূল হইলেন।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে বৃত্তখণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তঃ।

যুদ্ধখণ্ড।

শীক সৈন্যের বৃটিসাধিকার আক্রমণ বিবরণঃ।

জওয়াহর সিংহের মরণে তাঁহার ভার্য্যা চতুষ্টয় মৃত দেহের সহিত সহগমন করিলেন কথিত আছে চিতারোহণ পূর্ব্বে রোরুদ্যমান বদনে কহিলেন যে সকল সৈন্য সেনানী গণ অকারণ অস্মদাদির ওঁস্বামির অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে তাহার দিগের সেই পাপ পুঞ্জ আত্ম নাশেরকারণ হইবে ও তাহারদিগের মৃত দেহ অগ্নিদ্বারা সংস্কৃত হইবেনা এবং পশ্বাদিরাও ভোজন করিবে না, সেই পতিব্রতা দিগের অভি

সম্পাৎ বাক্য অচির কালের মধ্যেই ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ হইল, যেহেতু জওয়াহর সিংহের মৃত্যু পরে একদা রাজ সৈন্য গণের অন্তঃকরণে যুদ্ধোৎসাহের উদয় হয়, তাহা সেনা পতি সমূহের ও সচিব গণের সদুপদেশে শাম্য হইল না ক্রমশ তাহারদিগের প্রতাপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, রাজ মাতা ও তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী লাল সিংহ সৈন্য দিগের প্রগাঢ় যুদ্ধাভিমত নিবারণ করণে স্বকীয় সামর্থ্যাভাব প্রযুক্ত অগত্যা তাহারদিগের অনুকূল কার্য্যের আনুকূল্য করিতে লাগিলেন॰ ঐ রূপ সেনাপতি গণেরা রাজ ঘাতি সেনাগণের আশঙ্কায় ভয়ার্ত্ত হইয়া মনের অপ্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধোদ্যমে প্রবৃত্ত হইলেন, কোন২ শীকাধ্যক্ষ খালসা সৈন্যের পাতনার্থ মান সিক যত্ন যাপ্য রাখিয়া মৌখিক বাক্য দ্বারা তাহারদিগকে ঝটিতি বৃটিসাধিকারে আক্রমণের প্রবৃত্তি দান করিতে লাগি লেন।॰ ঐ সময়ে রাজা গোলাব সিংহ পত্র দ্বারা বৃটিস গবর্ণ মেণ্টের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করণের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া ছিলেন, তাহার অসদুত্তর প্রাপ্তে তিনি যুদ্ধোদ্যম নিবারণার্থ যত্ন নাকরিয়া বরং সহায়তা করণীয় অঙ্গীকার পূর্ব্বক শীক সেনার উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন ইতঃ পূর্ব্বে শীক সৈন্য দ্বারা তাঁহার পুত্র ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রাদি স্বজন গণের প্রাণনাশ হও য়াতে তিনি শীকরাজ্যের সহিত সৈন্যের পরাক্রম বিভগ্ন করণে আন্তরিক যত্নবান্ ছিলেন কিন্তু স্বশক্তির অনায়ত্ত কার্য্য

জ্ঞানে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেন নাই সুতরাং অভিলষিত লাভের অযাচিত ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে পরমানন্দিত হইয়া খালসা সৈন্যের অশুভধ্যানে অহরহ কাল যাপন করিতে থাকিলেন, অনন্তর শীক সৈন্যেরা প্রচরদ্রূপে যুদ্ধোপযোগি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় রাজ্য সীমার পোলিটিকেল এজেন্ট অর্থাৎ রাজকীয় কার্য্য তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত মেজর ব্রাডফুড সাহেবের পত্রদ্বারা লাহোর রাজ্যের রাজকীয় কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা ও অবাধ্য শীক সেনায়দিগের দৌর্জ্জন্য বার্ত্তা শ্রবণে সন্দিগ্ধ চিত্তে ইং ১৮৪৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কলিকাতা রাজধানী হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন, এবং আগরায় উপস্থিত হইয়া লাহোরীয় ব্যাপারের সন্ধানার্থ মেজর ব্রাডফুড সাহেবের সহিত মেজর লিচ সহেব, কাপ্তেন মিলস সাহেব, মেং নিকলসন সাহেব, মেং কনিংহেম ও মেং এবট প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করত সর্ব্বদা শীক সৈন্যের সংবাদ উক্ত সাহেবদিগের পত্র ও দিল্লীগেজেট সম্বাদ পত্র দ্বারা জ্ঞাত হইতে লাগিলেন, তথাপি বিপক্ষ সৈন্যের প্রতিরোধার্থ শতদ্রুনদী তীরে সৈন্য দ্বারা কোন উপযুক্ত উপায় করিতে পারেন নাই তৎকারণ এই যে মৃত রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত কৃত সন্ধি অতিক্রম করিয়া পঞ্জাবাক্র

মণ করণে বিলাতের মন্ত্রিবর্গের ও ডাইরেকটরস্ সভার অভি প্রায় ছিলনা শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর বিলাতীয় পত্রে এই মাত্র আদিষ্ট ছিলেন যে শীকেরা সন্ধিভঙ্গ করিয়া শতদ্রুপর পার আইলে তাহারদিগকে নিরাকৃত করিয়াদেন, পরন্তু পঞ্জা বীয় যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার সহিত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত হিউজ গফ সাহেবের সমূহ মতের অনৈক্যতা ঘটনায় নানা স্থানীয় সৈন্য সংগ্রহের কাল বিলম্ব হইয়াছিল, বিশেষত শীক জাতিরা শতদ্রুপার হইবে ইহা প্রধান সেনাপতি সাহেব ও ব্রাডফড সাহেব প্রভৃতি কেহ নিশ্চয় বিশ্বাস করেন নাই বরং তাঁহারা বিপক্ষের প্রতিশব্দের জ্ঞানে কহিতেন যে বিপ ক্ষেরা বৃটিসাধিকার আক্রমণ রূপ মৌখিক ভয় দর্শন করাই তেছে। যদি শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর আত্ম বুদ্ধিতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিতেন তবে বিপক্ষেরা শতদ্রুপার আসিয়া আকালিক প্রলয় ঘটাইতে সমর্থ হইত না।

অনন্তর নবেম্বর মাসের শেষার্দ্ধে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব নিরাট প্রভৃতি স্থানীয় সৈন্য দিগকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা পাঠাইয়াদেন এবং আপনি কর্ণালে স্থিত হইয়া যুদ্ধ দ্রব্য ও সৈন্য সংগ্রহ করেন এতদনন্তর শীক সৈন্যেরা যুদ্ধোপযোগি তাবদনুষ্ঠান প্রস্তুত পূর্ব্বক পত্র দ্বারা শ্রীযুত গবরনর বাহা দুরকে বিজ্ঞাপন করিলেক যে রাজা সচেত সিংহের রাণী অষ্টাদশ লক্ষমুদ্রা ফিরোজপুরে বৃটিস্ গবর্ণমেন্টের ধনাগারে

ন্যস্ত করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে লাহোর দরবারে প্রত্যর্পণ করুন, নতুবা খালশা সৈন্যেরা বলপূর্ব্বক তত্তাবদর্থ আনয়ন করিবেক, এবং ঐ পত্রের উত্তর প্রাপণীয় কাল প্রতীক্ষা না করিয়া শীক সেনারা নানাদলে বিভক্ত হইয়া ফলৌর ও হরিকি পত্তন স্থানে আগমন করিয়া ক্রমশ পর পার হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ফিরোজপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত জান লিটলর সাহেব প্রায় ছয় সহস্র সৈন্য সহিত যুদ্ধার্থ দুর্গ সজ্জীভূত করত শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের নিকট অম্বালায় পত্র লিখিলেন তদ্দৃষ্টে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ঐকবাক্য হইয়া স্ত্রী বালক বৃদ্ধাতুর দিগকে মিরাট প্রভৃতি দূরস্থানে প্রেরণ পূর্ব্বক ফিরোজপুর আগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং দ্রুতগামি ডাকদ্বারা মিরাট লুধিয়ানা ও সবাথু এবং শিমলা পর্ব্বতীয় সৈন্য গণকে ঝটিতি আগমনার্থ আজ্ঞা পত্র প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর শীক সৈন্যগণ রণ সভা করিয়া তেজঃ সিংহকে সেনানীত্ব কার্য্যে অভিষিক্ত করিল রাজা লাল সিংহ যুদ্ধ কার্য্যে পটুতর নহেন তথাপি সৈন্য গণের অনুরোধে তাঁহাকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইতে হইল, ফলত রণস্থলে আগমনার্থ তাঁহার মনোগত যত্ন ছিলনা, পরে সরদার তেজঃ সিংহ ও জেনরল গোলাব সিংহের অধীনস্থ ২৪ সহস্র পদাতিক ও ১০ সহস্র অশ্বারোহিরা ১০০ শত শতঘ্ন

তোপ সহিত ১৩ ডিসেম্বরে হরিকি পত্তনের নিকটে নৌকা নির্ম্মিত সেতুদ্বারা শতদ্রুপরপার হয় এবং সরদার রণজোর সিংহ দশ সহস্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র হয়ারূঢ় সৈন্য ও ষষ্টি তম তোপের সহিত লুধিয়ানার প্রতিকূলে ফলৌর ঘাটে উপ স্থিত হইলেন ১৪ ডিসেম্বর সমশের সিংহের সহিত পঞ্চদশ সহস্র পদাতিক ও সপ্ত সহস্র অশ্বারোহি সৈন্যেরা ত্রিংশৎ কামান লইয়া ফিরোজপুরের প্রতিকূলে যাত্রা করিল এবং অন্যান্য বাহিনী পতিরা স্বীয়২ সৈন্য সহিত শতদ্রুপার হইতে লাগিল। এবম্প্রকারে অন্যূন পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক ও পঞ্চ বিংশতি সহস্র অশ্বারোহি সৈন্যগণ দুইশত তোপ ও তিনশত উষ্ট্র বাহি জম্বুরা নামক অগ্ন্যস্ত্র সহিত বৃটিসাধিকার আক্রমণ পূর্ব্বক নানাদলে বিভক্ত হইয়া দিগ্বিদিক ব্যাপিত হইল এবং শীক জাতির সহকারি অনেকানেক শীক ভূম্যধিকারিরা ও জায়গিরভোগী অধ্যক্ষেরা স্বীয়২ সৈন্য লইয়া তাহারদিগের সহিত সমবেত হয়, তদ্দ্বারা আত্মশঙ্কাক্রমে দক্ষিণ পঞ্জাবের প্রজাগণ স্ত্রী পুত্র ধন প্রাণ লইয়া নানাস্থানে পলায়ন করিল। ঐকালে দুর্বৃত্ত শীক সেনারা স্বরাজ্য ও পররাজ্যের প্রজা বৃন্দের ধন স্ত্রী দ্রব্য হরণে যেপ্রকার নির্দ্দয়তা করিয়াছিল তাহা আত্যন্তিক পরিতাপনীয়।

অনন্তর ভারতবর্ষের গবরনর বাহাদুর শীক সৈন্য দ্বারা বৃটিস্যাধিকার আক্রান্ত সংবাদ শ্রবণে ১৩ ডিসেম্বরে রাজ

কীয় ঘোষণা পত্র দ্বারা সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন করিলেন যে মৃত রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত ১৮০৯ সালের কৃত সন্ধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শীক সৈন্যেরা বৃটিসাধিকার আক্রমণ দ্বারা মিত্রতা ভঙ্গ করিয়াছে অতএব শীক রাজের যাবদীয় পর পারের অধিকার বৃটিস রাজ্য ভুক্ত করাযায়, এবং যে সকল রাজগণ বৃটিস গবর্ণমেন্টের দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত সুখে কালযাপন করিতেছেন তাঁহারা এসময় মিত্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক যথাসাধ্য সহায়তা করুন, তদন্যথায় যেস কল রাজারা কিম্বা বৃটিসাধিকারের প্রজারা শীক রাজের আনুকূল্য করিবেন তাঁহারদিগকে বিপক্ষজ্ঞান করিয়া সমু চিত দণ্ড বিধান করা যাইবে,, এই ঘোষণা পত্র প্রকাশের পর পাটিয়ালার ও ভূপালাদি স্থানের ভূপালেরা স্বীয়২ সৈন্য নিচয় গবর্ণমেন্টের সহায়তার জন্য পাঠাইয়া দেন।

তদনন্তর শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের সহিত অম্বালার ও কর্ণালের যাবদায় ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্য লইয়া ব্যগ্রচিত্তে দ্রুতগতিতে ফিরোজপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন বসিয়ান স্থানে লধিয়ানার সৈন্য গণ ব্রিগেডর হুইলর সাহেবের আজ্ঞাধীন সমবেত হয়, তাহারদিগের সহিত ২৯ সঙ্খ্যক শ্রীমতী মহারাণীর ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য এবং কোম্পানি বাহাদুরের ১ সঙ্খ্যক লাইট ইনফেনটি, ১১ ও ৪১ সঙ্খ্যক নেটিব ইনফেন্ট্রি অর্থাৎ

এদেশীয় পদাতিক সৈন্য ও কর্ণেল কাপ্তেন ডেনিস সাহেবের অধীনে তোপ সমূহ নীত হয়, এতদ্ভিন্ন ৯,২৯,৩১,৫০, ও ৮০ সঙ্খ্যক শ্রীমতী মহারাণীর বিলাতীয় পদাতিক সৈন্য দল এবং ২, ১১, ১৬, ২৪, ২৬, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ও ৭৩ সঙ্খ্যক দেশীয় পদাতিক সৈন্য প্রত্যেক দলে সহস্র যোদ্ধা নিযুক্ত ছিল এবং শ্রীমতী মহারাণীর ৩ সঙ্খক লাইট ড্রাগুণ নামক অশ্বারোহি সৈন্য ও শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের দেহ রক্ষক ৪।৫ ও ৯ সঙ্খ্যক অশ্বারোহি সৈন্যগণ গমন করিল, সমু দয়ে গণিত সঙ্খ্যা বিংশতি সহস্রের অধিক হইবেনা, তদনন্তর মৃত রাজা শের সিংহের জায়গীর প্রদেশের রাজধানী অদনী নগর আক্রমণ করণার্থ মন্ত্রণা স্থিরতা হইলে সৈন্যগণের দ্বারা উক্ত নগর আক্রমণ পূর্ব্বে নগরীয় লোকেরা দুর্গদ্বারাবরোধ করিয়া থাকিল কোন প্রকারে বিপক্ষতাচরণ করিলনা বরং কিয়ৎ পরিমাণে পশ্বাদির আহারীয় তৃণ দান করিয়াছিল, উক্তস্থানে আগত হইয়া প্রণিধিরা বিজ্ঞাপন করিল যে এক দল বিপক্ষ সৈন্য বৃটিস সৈন্যের গত্যবরোধার্থ সন্নিহিত স্থানে আগত হইয়াছে এতাবতা ১৮ ডিসেম্বর প্রত্যূষে ফিরোজ পুরাভিমুখে সৈন্যগন যাত্রা করিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অগ্রগামি শীক সৈন্যেরা ১৩ ডিসেম্বর শতদ্রু পরপারে আগত হইয়া একদা শীক ও বৃটিস রাজ্য অত্যাচারে আপ্লুত করিয়া ১৪ ডিসেম্বরে

রাজা লাল সিংহের অধীনস্থ সৈন্যেরা ফিরোজপুরের ধনাগার লুণ্ঠন করণার্থ ব্যগ্রচিত্ত হয়, ঐ সময় ফিরোজ পুর দুর্গে পঞ্চাশৎ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত ছিল তাহা বহু সহস্র শীক সেনারা ষট্ সহস্র বৃটিস সৈন্যকে পরাভূত করিয়া গ্রহণে সমথ হইত কিন্তু সৌভাগ্য বশত রাজা লাল সিংহ ঐ উদ্যোগে সম্মত না হইয়া সৈন্য দিগকে কহিল যে নীতিজ্ঞ লোকেরা কহেন জয় ও যশইচ্ছু যোদ্ধৃবরেরা অতুল্য সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইবেনা যেহেতু শ্রেষ্ঠজন নীচ গণকে জয় করিলে ও যশ নাই কিন্তু পরাজয় হইলে অপমান দ্বারা জীব দ্দশায় ম্রিয়মাণ রূপে থাকিতে হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ যে খালসা সৈন্যের ভুজবলে ভূমণ্ডল বিজয়ী যবন জাতির উচ্চ গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করত ভারতবর্ষে ভীষণরূপী হইয়াছিলেন অধুনা সেই সৈন্যেরা এই ফিরিঙ্গির মুষ্টি পরিমিত সৈন্য দ্বারা পরা জিত হইলে তাহারদিগের চিরসঞ্চিত পুঞ্জায়মান যুদ্ধ যশ বিলুপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি, বিশেষত বহু দিনাবধি অস্ম দাদির আগমন বার্ত্তা ও শীক সৈন্যের বল বিক্রম বিজ্ঞাত থাকিয়া এই অল্প সৈন্য যখন এস্থানে অবস্থিত আছে তখন অবশ্যই তাহারা আত্ম রক্ষার কোন বিশেষ উপায় করিয়া থাকিবে বোধ করি দুর্গের বহির্ভাগে ভূমধ্যে ভূরি আগ্নেয় বস্তু সঞ্চয় করিয়াছে, শীক সৈন্যের আগমন মাত্র তাহাতে অগ্নি যোগ করিয়া বহু সৈন্যকে ক্ষণকালে ভস্মীভূত করিবেক।

অতএব অস্মদাদির কর্ত্তব্য যে অগ্রসর হইয়া প্রথমত শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের সহিত যুদ্ধ করত তাঁহারদিগকে পরাভব পূর্ব্বক ভারতবর্ষ অধিকারের চেষ্টা পাই অথবা তাঁহারদিগের হস্তে নির্জ্জিত হইলেও অপ মান নাই। রাজা লাল সিংহ যথার্থ প্রাগুক্ত কারণাধীন কিম্বা ভীরুতাবশত ফিরোজপুর আক্রমণার্থ, সৈন্য দিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন এমত নহে ফলত শীক সৈন্যগণের অচিরাৎ পাতনার্থ তাঁহার মনের বিশেষ যত্ন ছিল নতুবা বৃটিস সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক ভারতবর্ষাধিকার করণে তাহার মানসিক সংকল্পছিলনা ইহা অন্যান্য প্রমাণে পশ্চাৎ প্রতিপন্ন হইবে।

মুদকি স্থানীয় যুদ্ধ।

অনন্তর রণোৎসাহে প্রায়োন্মত্তশীক সৈন্যেরা রাজা লাল সিংহের প্ররোচনায় ফিরোজ পুর পরিত্যাগ করত অম্বালার অভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৭ ডিসেম্বর মুদকি নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানীয় এক২ স্তুবাকার শিকতা রাশির উর্দ্ধভাগে স্থানে২ চত্বারিংশৎ তোপ স্থাপন ও ঐ স্থানের পার্শ্ববর্ত্তি নিবিড় ঝাউবন মধ্যে জাম্বুরা ও তোপ যোজনা পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে ব্যূহ রচনা করিয়া বৃটিস সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় থাকিল।

অনন্তর অদনীনগর হইতে বৃটিস সৈন্য সামন্তগণ প্রধান সেনাপতি ও শ্রীযুত গবরনর সাহেবের সহিত গুরুতর রূপে দ্রুত গমনে পথশ্রম ক্ষুৎ পিপাসায় শ্রান্ত ক্লান্তে মুদকি স্থানে আগত হইয়া প্রায় যুদ্ধোন্মুখ পঞ্চদশ সহস্র পদাতিক ও তত্তুল্য অশ্বারোহী শীক সৈন্যকে দর্শন করিল, কশৌলি ও সবাতু হইতে আগত সৈন্যেরা পথশ্রান্তে জলাভাবে এমত কাতর হইয়াছিল যে তাহাদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকে হস্তি পৃষ্ঠে আনয়ন করিতে হইল, দিবা দুই প্রহরের পর শ্রীযুত মেজর জেনরল হেরি স্মিথ সাহেবের ও মেজর জেনরল সর জান মেকেস্কিল সাহেবের ও মেজর জেনরল গিলবর্ট সাহেবের সৈন্যেরা লেপ্টেনন্ট কর্ণেল ব্রুক সাহেবের অধীনস্থ অশ্বারোহী গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত তিন সংখ্যক ড্রাগুণ অশ্বারোহী সৈন্য ৪। ৫। ৯ সংখ্যক গবরনর জেনরলের দেহ রক্ষক অশ্বারোহী সৈন্যরা মুদকী স্থানের সম্মুখবর্ত্তী হইল, এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত হিউজ গফ সাহেব অবিলম্বে ব্রিগেডর হোয়াইট সাহেব, গফ ও মাকটিয়র সাহেবের পদাতিক সৈন্য লইয়া বিপক্ষের ব্যূহমুখে, অগ্রসর হইলেন, ঐ সময় ব্রিগেডর ব্রুক সাহেবের অশ্বারোহী সৈন্যরা অগ্রগামি সৈন্যের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিল এবং অশ্বারোহী সৈন্যদল কক্ষদেশ রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইল, এইরূপ দ্বাদশদল সৈন্য শ্রেণী বদ্ধ হইয়া ইতস্তত ভ্রমণের দ্বারা বিপক্ষের সিবির

বেষ্টন করিল কিন্তু অরণ্য পশ্চাতে বিপক্ষের অশ্বারোহি ও উষ্ট্রারোহি গোলন্দাজেরা প্রচ্ছন্ন ভাবে দণ্ডায়মান ছিল তাহারদিগকে নিবারণের কোন উপায় হইলনা, দিবা ৩॥০ ঘণ্টা সময়ে যুদ্ধারম্ভ হয় ও সায়ং কাল পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে প্রলয় কালীন ঘন ঘোর নিস্বন শত ২ বজ্রাঘাতের ন্যায় তোপের ভীষণ গর্জনদ্বারা দিক্করি গণ বধির অধীর হইয়া ভূপৃষ্ঠ কম্পমান কারিল এবং মহুর্মুহুর্ত্তোপ বন্দুক মুখ নিঃসৃত ধূম দ্বারা রণ ভূমীর সহিত দিগন্তরাল অন্ধীভূত হইল কেবল মধ্যে২ নিবিড় জীমূতাবরিত তমোময়ী রাত্রিতে উল্কা স্ফুলিঙ্গ পতনে দিগালোকনের প্রায় প্রজ্জ্বাল্যমান গোলালোকে পরস্পর অবলোকন হইতে লাগিল এবং প্রখরতর অশ্বচয়ের লৌহমণ্ডিত ক্ষুরাঘাতে ক্ষুণ্নক্ষৌণিতল বিদীর্ণ হইয়া উত্থিত ধূলি সমূহে নভোমণ্ডল ধূষরিত হইয়াছিল, এবং পক্ষদ্বয়ে শূরবরেরা রণবাদ্যে উন্মত্তবৎ বিপক্ষবধে অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিল। শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর স্বয়ং ওয়াটরলো স্থানে মহাশূর নেপোলীয়ান্ বোনাপার্টির ফরাশীস সৈন্যসহিত সংগ্রামে যে প্রকার ত্রাসিত নাহইয়া ছিলেন ততোধিক সেই বোনাপার্টির পূর্ব্ব সেনাপতি জেনরল আলার্ড ও বেন্টুরা সাহেবের দ্বারা সুশিক্ষিত শীকসৈন্যের অগ্ন্যস্ত্র পরিচালনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং যেসকল সৈন্যেরা লার্ড ক্লাইব, ওয়ালেসলি, উইলিংটন এবং কম্বর মেয়র সাহেবের অধীনে মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছে

তাহারাও বিপক্ষের পরাক্রমে কিয়ৎকাল কাষ্ঠস্তম্বের ন্যায় জড়বৎ হইয়াছিল,ভারতবর্ষ অধিকার কালাবধি ইংলণ্ডীয়েরা এতদ্দেশীয় সৈন্যের ঈদৃশ যুদ্ধ পটুতা দর্শন করেন নাই। প্রলয় কালীন শতং উল্কাপতনের ন্যায় বিপক্ষের গোলা বর্ষণে বারম্বার বৃটিসসেনা ভগ্নোদ্যমা হয় পরে তোপযুদ্ধে তাহারদিগকে পরাভব করণে অসমর্থ জানিয়া প্রধান সেনা পতি অশ্বারোহি সৈন্য তিনদলে বিভক্ত করিয়া ব্রিগেডর হোয়াইট ও গফ সাহেবের সৈন্য দিগকে বিপক্ষের বামপার্শ্ব ভঙ্গকরিতে আজ্ঞাদেন তৎসমভিব্যাহারে ড্রাগুন সৈন্য ও গবরনর বাহাদুরের শরীর রক্ষক হয়ারূঢ় সৈন্যরা বিপক্ষের উপর আক্রমণ করিলেক এবং তিনি স্বয়ং ব্রিগেডর মাকটিয়র সাহেবের সৈন্যসহিত ৪ সঙ্খ্যক লেনসর অর্থাৎ ভল্লাস্ত্রধারি এবং ৯ সঙ্খ্যক অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া বিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন এবং অন্যং সেনাপতিরা স্বীয়ং সৈন্য সহিত অরাতির পশ্চাদ্ভাগে ধাবমান হইল এইকালে উভয় পক্ষীয় জয়েচ্ছু সেনারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, ড্রাগুন নামক অশ্বারোহি সৈন্যেরা শত্রুগণের ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তুলা পূরিত বস্ত্রাবৃত শীকসেনার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত দ্বারা অধিক হানি করিতে পারেনাই; পরে এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্যের সঙ্গিনাঘাতে বিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বের কটকাবলি পলায়িত হয়, এবং অশ্বারোহি সৈন্যের পরাক্রমে অরিগণের

বামপার্শ্বস্থ অসংখ্য অশ্বারোহিরা একস্থান হইতে অন্যস্থানে পলাইয়া যায়, ঐকালে, জেনরল শেল ও মেকেস্কিল সাহেব প্রভৃতি রণদক্ষ সেনাপতিরা শীকের মধ্যব্যূহ ভেদকরিয়া অরণ্যের নিকট ধাবিত হইলে বিপক্ষেরা অরণ্য মধ্যস্থ বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া ও পশ্চাদ্ভাগের শীক সেনারা উচ্চভূমি প্রাপ্তহইয়া দুইদিগ হইতে গুলিবর্ষণে বহুশত বৃটিস সৈন্য বিনষ্ট করিলেক, এবং অশ্বারোহি প্রধান২ সেনানী গণকে লক্ষকরিয়া গুলিক্ষেপ দ্বারা বহুতর যোদ্ধাগণকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেক, ইতিমধ্যে সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা অপরিমিত রূপে বালুকা উড্ডীয়মানা হইয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে অন্ধীভূত করত দিগন্ধকার করিল, ঐকালে অর ণ্যস্থ সমস্ত শীক সৈন্যেরা বৃক্ষপত্র প্রতিরোধে ধূল্যবরুদ্ধ চক্ষু না হইয়া চক্ষুষ্মানের ন্যায় গুলি নিঃক্ষেপ করিয়াছিল পরে রাত্রী তিমিরাবৃতা হইলে বামভাগের সৈন্যেরা সঙ্গিনের যুদ্ধে শীক গোলন্দাজ দিগকে পরাভূত করিয়া তাহারদিগের সপ্ত দশ বৃহদাকার তোপ কাড়িয়া লয়, তথাপি শীকসৈনারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রণভূমি পরিত্যাগ করেনাই, পরে তাহারদি গের সেনাপতি লালসিংহ আত্মশঙ্কায় রণভূমি পরিত্যাগ করাতে সৈন্যেরা যুদ্ধকার্য্যে উপেক্ষা করিয়া ফিরোজ সাওয়ালা স্থানে তেজঃসিংহ সেনাপতির পরিখাবেষ্টিত প্রধান শিবিরে ১৯ ডিসেম্বরে যাত্রা করিলেক।

এইযুদ্ধে জালালাবাদ বিজয়ি মহাশূর জেনরল শেল সাহেব ও বিখ্যাত রণপণ্ডিত মেজর জেনরল সর মেকেস্কিল সাহেব, শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের মোসাহেব মেজর ডবলিউ আর হেরিস সাহেব, দ্বিতীয় মোসাহেব কাপ্তেন মনরু সা হেব, ও কাপ্তেন জেমপ্যার ট্রোয়র প্রভৃতি ত্রয়োদশজন প্রধান সেনাপতি ও ১৯২ জন ইউরোপীয় যোদ্ধা এবং ২ জন এতদ্দেশীয় বাহিনীপতি এবং আটজন অশ্বপালক রণভূমে নিহত এবং মেজর পি গ্রাণ্ট সাহেব ও গবরনর সাহেবের মোসা হেব কাপ্তেন জি পি হিলর সাহেব, কাপ্তেন ড্যাস উড সাহেব প্রভৃতি ৩৯ জন সেনাপতি ৯ জন এতদ্দেশীয় সেনানী ৫৯৮ ব্যক্তি সৈন্য ও বাদ্যকর এবং ২১ জন অশ্ব রক্ষক আহত হয় তন্মধ্যে অনেকের ক্রমশ প্রাণত্যাগ হইয়াছে ভারতবর্ষের মধ্যে কোন যুদ্ধে এতদধিক বৃটিস সৈন্য বিনষ্ট হয় নাই শীক জাতিরা হিন্দুস্থানীয় সৈন্যকে উপেক্ষা করত কেবল বাছিয়া২ বৃটিস সেনা ও অশ্বারোহি সেনানীগণের প্রতিগুলি লক্ষ করিয়াছিল বিশেষত শ্রীমতী মহারাণীর ৩ সং খ্যক ড্রাগুণ ও অশ্বারোহি এবং ৯, ৩১, ৫০ ও ৮০ সংখ্যক পদাতিক বিলাতীয় সৈন্যেরা বিপক্ষের তোপাধিকার কালে অধিকাংশ নিহতহয়। এইযুদ্ধে শ্রীযুত গবরনর জেনরল ও শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবদিগের সমভিব্যাহারি প্রায় যাবদীয় প্রধান সেনাপতিরাই হত ও আহত হন, বর্ত্তমান

সময়ে বৃটিস সৈন্যতুল্য স্থল ও জল যদ্ধে বিসারদ অন্যজাতি নাই। এই বিবেচনাধীন মহারাজ শীকরাজ বৃটিস গবর্ণমেন্টের সহিত কখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই, কিন্তু বল দর্পিত পঞ্জাব বিজয়ি শীক সেনারা বারম্বার বৃটিস সৈন্য সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনারদিগের বলবিক্রম পরীক্ষা করণে ইচ্ছুক ছিল, যদ্যপি মুদকির যুদ্ধে তাহারদিগের বল প্রকাশের কিছু মাত্র ক্রটি ছিলনা তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় ফরাশিশ ও শীক জাতির রণপণ্ডিত সেনাপতির অবিদ্যমানতা বশত নিয়মের বিশৃঙ্খলতায় যথার্থ বল পরীক্ষা হয় নাই, কেননা জেনরল এলার্ড সাহেবের মৃত্যুর পর অশ্বারোহি সৈন্য দিগের যুদ্ধ শিক্ষা নিবারণ হয় এবং মহারাজ শের সিংহের সময়ে তাহারা অবাধ্য হইয়া প্রায় ফরাশিশ সেনাপতি দিগকে বিনষ্ট করিয়াছিল তদবধি পদাতিক সৈন্যেরা আর রণ বিদ্যা অভ্যাস করেনাই বিশেষত খালসা সৈন্য মধ্যে তোপ পরিচালনীয় কার্য্যে আফগানীয় যবন সৈন্যেরা আমীর দোস্ত মাহম্মদের ভ্রাতা শুলতান মহাম্মদের অধীনে ছিল যদ্যপি যবনেরা যুদ্ধে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই তথাপি শীক জাতির পাতনার্থ তাহারদিগের মানসিক যত্নের অভাব ছিলনা বিশেষত খালসা সেনারা অধর্ম্মাশ্রয় দ্বারা বারম্বার দেশ বিদ্রুত করিয়া স্বেচ্ছাধীন প্রজার ধন প্রাণ গ্রহণ ও প্রধান২ সেনাপতি ও অধ্যক্ষ মন্ত্রিগণ রাজকুল এবং গুরু হনন করাতে

তাহারদিগের পাতনার্থ প্রধানাপ্রধান ভাবল্লোকেরা প্রার্থনা করিয়াছে, মুদকির যুদ্ধে তাহারদিগের উপদেশার্থ প্রাচীন রণদক্ষ সেনাপতি কেহ ছিল না এবং যাহারা নামমাত্র সেনাপতিত্ব করিয়াছে সৈন্যেরা তাহারদিগের বাক্য গ্রহণ করে নাই যেমত বৃটিস সৈন্য সহিত স্বয়ং প্রাচীনশূর গবরনর বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি সাহেব এবং বহুতর দিগ্দেশ বিজয়ি সেনাপতিরা উপস্থিত থাকিয়া সেনা দিগকে যুদ্ধ করাইয়াছেন তেমত শীক জাতির করাশিশ সেনাপতি ও পূর্ব্বের যোদ্ধাপতিরা বর্ত্তমান থাকিয়া এ যুদ্ধারম্ভ হইলে উভয় পক্ষের প্রকৃত বল পরীক্ষা হইত কিন্তু এইযুদ্ধে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ও প্রধান ২ সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবেরা স্বয়ং অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ সময়ে উপস্থিত না থাকিলে শীক সৈন্যকে পরাজয় করণের ক্ষণমাত্রও প্রত্যাসাছিলনা, বিশেষত শীক অধ্যক্ষ দিগের মনে কেবল দুবৃত্ত রাজ সৈন্য গণকে বিনষ্ট করণেরি যত্ন ছিল বৃটিস পরাক্রম বিলোপ করনের চেষ্টা নয়, তাহা ফিরোজপুর আক্রমণ বিষয়ে ও এবং মুদকির যুদ্ধাবসান কালে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে অর্থাৎ যুদ্ধশেষ সময়ে শ্রান্ত ভ্রান্ত তৃষাক্রান্ত বৃটিস সৈন্য মধ্যে কিয়ৎ সঙ্খ্যক ইউরোপীয় পদাতিক সেনারা অন্ধকারে দিগ্ভ্রমে আত্মপক্ষীয় শিবির জ্ঞানে শীক জাতির শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিস্মরাপন্ন হয়, ও তাহারদিগকে হননে উদ্যত শীক সৈন্য গণকে নিবারন করিয়া লাল সিংহ

প্রভৃতি সেনাপতিরা বৃটিস সেনাগণকে জলপাণ করাইয়া এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক২ মুদ্রা দিয়া পথ দর্শক লোক দ্বারা বৃটিস শিবিরে পাঠাইয়া দেন। মুদকির যুদ্ধে শীক জাতির কেবল একজন যবন সেনানীর সহিত অল্প পরিমাণে সৈন্য বিনষ্ট হয়।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে যুদ্ধখণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদে সমাপ্তঃ।

ফিরোজসা স্থানীয় যুদ্ধ বিবরণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শীক সৈন্যগণ ১৩। ১৪ডিসেম্বর শতদ্রুরপর পার আক্রমণ পূর্ব্বক ভিন্ন ২ দলে বিভুক্ত হয় তন্মধ্যে সেনাপতি তেজঃ সিংহ প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক ও পঞ্চ দশ সহস্র অস্বারোহি সৈন্য লইয়া মৃন্ময় প্রাচীর বেষ্টিত ফিরোজসাওয়ালা গ্রাম প্রান্তরে অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘে ও পাদ ক্রোশ পরিসর ভূমির পার্শ্বত্রয় প্রশস্ত পরিখায় ও তৃত্তীর স্তবাকার মৃত্তিকার প্রাকারে বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে একশত বৃহ ত্তোপ স্থাপন করত সৈন্য রক্ষণ করিলেন এক দিগ নগর প্রাচীরে আবরিত ছিল ১৯ ডিসেম্বর মুদকি হইতে পরাভূত শীক সেনারা ত্রয়োবিংশতি তোপ সহিত ঐ স্থানীয় সৈন্যদল সহিত মিলিত হইল এতদুভয় সৈন্যে ফিরোজসার দুর্গে সমুদয়ে ৪৫ সহস্র পদাতিক ও ২৫ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য গণিত হয়।

ঐ দিবস পরাহ্ণে বৃটিস পক্ষীয় চরগণেরা মুদকি আগত হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেক যে ফিরোজসা স্থানে পুনর্ব্বার ত্রিশ সহস্র সৈন্য মুদকি আক্রমণার্থ সর্জ্জিত হইতেছে এতৎ সংবাদে বৃটিস সৈন্যগণ আত্মরক্ষার্থ দৃঢ়রূপে ব্যূহ রচনা করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরিত ছিল, ২০ ডিসেম্বর মিরাটের ও ফিরোজপুরের সৈন্য গণের আগমন প্রতীক্ষায় ঐ স্থানে কালক্ষেপ হয়। ঐ দিবসিয় রাত্রে প্রত্যেক সেনাপতিকে আজ্ঞা দেওয়া যায় যে তাহারা স্বীয়২ সৈন্য লইয়া রাত্রী দুই প্রহর দুই ঘণ্টা সময়ে ফিরোজসা গ্রামে যাত্রা করেন, ঐ রাত্রে ভারত বর্ষের গবরনর জেনরল শ্রীযুত সর হেনেরি হর্ডিঞ্জ বাহাদুর আত্মপদ উপেক্ষা করিয়া লেপ্টনন্ট জেনরলী অর্থাৎ দ্বিতীয় সেনাপতিত্ব পদ স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর নিরূপিত কালে সৈন্য সামন্তগণ ফিরোজসা স্থানাভিমুখে যাত্রা করিল, গমন কালীন শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ব্যাধিত আহত সৈন্য গণের সহিত শিবির রক্ষার্থ কিয়ৎ সঙ্খ্যক সৈন্য রাখিয়া ফিরোজ সা যাত্রা করিলেন পথি মধ্যে ফিরোজপুর হইতে জ্বান লিটলর সাহেব ১২, ১৪, ৩৩ ৪৪, ৫৪ সঙ্খ্যক এতদ্দেশীয় ও ৬২ সঙ্খ্যক শ্রীমতী মহারাণীর ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য লইয়া মিলিলেন, সমুদায় বিংশতি সহস্র পদাতিক সার্দ্ধত্রি সহস্র হয়ারূঢ় ও নয়শত গোলা ক্ষেপক সৈন্য গণিত হয়, এবং প্রত্যেকে তিনশের বারূদ ধারি

ত্বারিংশৎ ও ৬॥ শের বারুদ ধারি চতুর্বিংশতি তোপ ও দুইটা বৃহদাকার অগ্ন্যস্ত্র রণ ভূমিতে নীত হইয়াছিল। মুদকি হইতে অন্যূন আট ক্রোশ পথ আক্রমণ কুরত বৃটিস সৈন্যেরা শ্রান্ত হইয়া দিবা দশদণ্ডের সময় ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়, ঐকালে তেজঃ সিংহ বুভুক্ষিত পথশ্রান্ত সৈন্য দিগকে শীঘ্র পরাজয় করণেচ্ছায় যুদ্ধারম্ভ করিতে স্বীয় সৈন্যকে আজ্ঞা দেন, প্রথমত অগ্রগামী সৈন্যেরা ফিরোজ সা স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরলের বস্ত্রময় গৃহ অর্থাৎ তাম্বু স্থাপন করিতেছিল এমতকালে শীক সৈন্যেরা শিবির হইতে বিনির্গত হইয়া তাহারদিগের প্রতি গুলিক্ষেপ করিল ও কয়েক জনকে ধৃত করিয়া লইল পশ্চাৎ পশ্চাদ্ভাগের সেনাগণ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হয়, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত হিউজ গফ সাহেব অপূর্ব্ব সৈন্য ব্যূহরচনা পুরঃসর দক্ষ শাখা স্বরূপে দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিলেন, গবরনর জেনরল বাহাদুর (এক্ষণে দ্বিতীয় সেনাপতি) বাম কক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, মেজর জেনরল গিলবর্ট সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ শ্রীমতী মহারাণীর ২৯, ৮০ সংখ্যক বিলাতীয় পদাতিক ও ১২, ১৬, সংখ্যক গ্রেনেডিয়র নামক সৈন্য দল এবং ৪৯ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য লইয়া মধ্য ভাগে অবস্থান করিলেন সেনাপতি শ্রীযুত সর হেরি স্মিথ সাহেব প্রথম শ্রেণী পদাতিক অর্থাৎ শ্রীমতী মহা রাজ্ঞীর ৩১, ৪৭,

২৪, ৫০, ৪২, ৪৮ সঙ্খ্যক সৈন্য দল সহিত ব্যূহের পশ্চাৎ ভাগে থাকিলেন। তৃতীয় শ্রেণী পদাতিক সৈন্যের ৯, ২৬, ৭৩, সঙ্খ্যক দল বৃগেডের ওয়ালেস সাহেবের অধীনে থাকিল, চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত ১২। ১৪। ৬২। ৩৩। ৪৪। ৫৪ দল পদাতিক সৈন্য শ্রীযুত জান লিটলর সাহেবের অধীনে ব্যূহের বামভাগে নিযুক্ত রহিল এই রূপে চতুর্থ শ্রেণীতে যুযুৎসু সেনারা বিভক্ত হইয়া বিপক্ষমারণে অগ্রসর হইল। অশ্বারোহি সৈন্যগণ শ্রেণীত্রয়ে পৃথক হইয়া পদাতিক সৈন্যের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করত বৃগেডর হারিয়ট সাহেবের আজ্ঞাধীন বিপক্ষ হননে উদ্যম করিল, এবং তোপধারি গোলন্দাজ সৈন্যেরা বৃগেডর ক্রুক সাহেবের উপদেশে নানাস্থানে তোপ যোজনা করিয়া বিপক্ষ ব্যূহ মাঝে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল।

বৃটিস সৈন্যেরা বিপক্ষ দিগের ক্ষীণাংশ ব্যূহভেদ করিয়া পরাজয় করণের উদ্যোগ করিল কিন্তু শত্রুরা ঐ অভিপ্রায় অনুভব করিয়া তাবদ্দিগ তুল্যরূপে রক্ষা করিতে লাগিল, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তোপযুদ্ধে বিপক্ষ গণকে পরিভব করণে অসমর্থ হইয়া শেষ বৃটিস সেনাপতিরা মুদকির ন্যায় অশ্বারোহি সৈন্যের অস্ত্রযুদ্ধে তোপ হরণ করিতে মনস্থ করিলেন, সেই প্রকার শীক সেনারাও বারম্বার শিবিরের বহির্ভাগে আসিয়া বৃটিস সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, এক২

বার তাহারদিগের দ্বারা বৃটিস সৈন্যের ও বৃটিস সৈন্য দ্বারা তাহারা তাড়িত পরাভূত ও পরস্পর অস্ত্রাঘাতে শত২ শূর গণেরা সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল ও ক্ষণে২ ক্ষত বিক্ষত বিকলাঙ্গ সেনারা ভূপৃষ্ঠে পতিত মূর্চ্ছিত হইল, এই রূপে ভীষণ লোম হর্ষণ সংগ্রামে দীর্ঘ কালাবধি পরস্পর জয় লাভের প্রত্যাসা ছিলনা, বামভাগে শ্রীযুত জান লিটলর সাহেব বারদ্বয় অরিগণের শিবিরাক্রমণ পুরঃসর তোপ হরণের উদ্যম করত স্বসৈন্যে অরাতি কর্ত্তৃক ভগ্নোদ্যম ও দূরাবস্থরণ হইলেন, দিবাবসান সময়ে শ্রীযুত জেনরল গিলবর্ট সাহেব অসীম সাহসে যুদ্ধকরত ফিরোজসা গ্রামের পশ্চাদ্ভাগে গমন পূর্ব্বক বিপক্ষের শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তোপগ্রহণে উদ্যত হন, কিন্তু তোপ রক্ষার্থ পশ্চাদ্ভাগে যে শীক সৈন্য সমূহ দণ্ডায়মান ছিল তাহারা একদা বারিবর্ষণবৎ সহস্র২ অগ্ন্যস্ত্রে অগ্নিময়গুলি বৃষ্টি করিয়া বৃটিস সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, বিপক্ষেরা ব্যূহমুখে স্থানে২ ভূমিমধ্যে আগ্নেয়বস্তু পূরিত করিয়াছিল ঐ কালে তাহাতে হুতাশন প্রদানে ভীষণ নিঃস্বনে বায়ুবেগে ভূ বিদীর্ণা হইয়া কালানল সদৃশ অগ্নিরাসি নিঃসৃত হওত শত২ সেনা গণের পাণিপদ মস্তক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড২ করিয়া প্রচণ্ডবেগে নানাদিগে নিঃক্ষেপ করিল সেই ভয়ঙ্কর শব্দে দুরন্ত সৈন্য গণ অনেকে কম্পিতাঙ্গ মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন হইয়াছিল এবং ঐ

মহাশব্দে আলোকাকীর্ণ রণভূমি দর্শনে অশ্ব সমূহ চীৎকার শব্দে দিগ্বিদিগ পবনবেগবৎ ধাবিত হইয়া পদাঘাতে বহু সৈন্যের অঙ্গ ভঙ্গ করিল এবং স্থানের অসমতা বশত অনেক২ অশ্বারোহিরা অশ্বচ্যুত পতিতহইয়া পঞ্চত্ব পাইল একদা ধুমান্ধকারে দিগাচ্ছন্ন হইল, ঐকালে শ্রীযুত সর হেরি স্মিথ সাহেব স্বসৈন্য লইয়া ফিরোজসা গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শীকসৈন্যকে দূরীকৃত করিয়া দেন, পরে গিলবর্ট সাহেব ও সর হেরি স্মিথ সাহেব ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্যের পরাক্রমে বিপক্ষের পরিখা বেষ্টিত শিবিরে প্রবেশ করিয়া ছিলেন কিন্তু রাত্রি প্রতিবন্ধকতায় নিবৃত্ত থাকিলেন শীকেরা রাত্রিকালেও যুদ্ধে ক্ষান্ত ছিলনা, তাহারদিগের শিবির মধ্যে আহারীয় দ্রব্য ও জলের প্রচুরতায় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত হয়নাই, কিন্তু বৃটিস সৈন্যগণ সমস্ত দিবা নিরাহারে পথিশ্রমে যুদ্ধশ্রমে ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া স্থানে২ ত্রাহি২ শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছে কোন স্থানে শত২ সৈন্য যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইতেছে, কোথায়বা সৈন্য গণ স্বীয়২ অধিপতি প্রতি দোষার্পণ পুরঃসর রণত্যাগের চেষ্টা করিতেছে, এইরূপ বৃটিস সৈন্যের দুরবস্থা দর্শন করত শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর করুণাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধবিরাম করিয়া তাহারদিগকে বিশ্রাম করিতে আজ্ঞাদেন, তদনন্তর বৃটিস সৈন্যগণ ভূপৃষ্ঠে স্থানে২ নিদ্রাগত হইলে অকরুণ শীক

সৈন্যেরা শিবির রক্ষক দিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করি লেক এবং যে স্থানে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও গবরনর জেনরল বাহাদুর বস্ত্রময় গৃহে বিশ্রাম করিতে ছিলেন. তাহার অদূর স্থানে গোপনে আসিয়া একটা বৃহৎ তোপ স্থাপিনপূর্ব্বক গোলা ক্ষেপ করিয়াছিল কথিতআছে তাহার একগোলা শ্রীযুতের তাম্বু মধ্যে পতিত হয় পরে বৃটিস সৈন্যেরা জাগরিত হইয়া বিপক্ষের তোপ কাড়িয়া লয়, ঐ রাত্রে একদল শীক সৈন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে ৫০ সঙ্খ্যক ইউরোপীয় সৈন্যদিগের তাম্বুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গুলি নিঃক্ষেপ করিয়াছিল কিন্তু দৈব রক্ষিতের ন্যায় সুপ্ত সৈন্যের একব্যক্তিও নিহত হয়নাই, পরে চতুর্দ্দি কস্থ সৈন্যেরা জাগৃত হইয়া তাহারদিগের প্রতি ধাবিত হওয়াতে পলাইয়া যায় তদনন্তর শীকেরা তাবদ্দিকে বৃটিস সেনার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হয়, তৎকালে শ্রীযুত হেরি স্মিত সাহেব বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্ম সৈন্যের মস্তকাচ্ছাদনীয় টুপির উপরিস্থ শ্বেতবস্ত্র ও শ্বেত পরিচ্ছদ অবতরণ করাইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে বিপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে বারম্বার শীকসেনার গুলি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল তথাপি তিনি আত্মসৈন্যকে শীক সেনার প্রতিকূলে গুলিক্ষেপ নিবারণ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়াযান অন্ধকারাবরোধে শীকেরা তাঁহার আগমন অনভব করিতে পারিলনা, এমতে উক্ত সৈন্যেরা বিপক্ষের ব্যূহ আক্রমণ

পূর্ব্বক সঙ্গিন যুদ্ধে রণভূমির এক দেশহইতে শীক সেনাকে নিরাকৃত করিয়া দেয় ঐ সময়ে জেনরল গিলবর্ট সাহেব স্বসৈন্য সহিত বিপক্ষের খাত উত্তীর্ণ হইয়া ঐরূপ সঙ্গিন যুদ্ধে কিয়ৎ পরিমাণ তোপাধিকার করিলেন তথাপি বিপক্ষ গণ রণত্যাগ পূর্ব্বক পলায়িত নাহইয়া অসীম সাহসে অন্যান্য দিগে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল বামভাগে ফিরোজপুরের সৈন্যসহিত মেং লিটলর সাহেব বিপক্ষ মুখে গমন পূর্ব্বক অনেক যুদ্ধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু বিপক্ষের ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ প্রযুক্ত রিপুবর্গ অভিমর্ষণ করিতে অশক্ত হন, দক্ষিণ ভাগে শীকেরা আষাঢ়ীয় ধারাধর ধারা বর্ষণবৎ এব ম্ভূত অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছিল যে তদ্দ্বারা ইউরোপীয় সেনাগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া বারম্বার কহিল যে ঈদৃশ অগ্ন্যস্ত্র ক্ষেপণ কৌশল তাহারা কোথাও দর্শন করেনাই, ঐস্থানে বিলাতীয় ৬২ সঙ্খ্যক সৈন্য দলের সপ্ত সেনাপতি হত ও দশজন আহত এবং ২৩০ জন সৈন্য বিনষ্ট ও আঘাত প্রাপ্ত হয়, দিবাযুদ্ধে এতদ্দেশীয় সেপাহীরা বিলাতীয় সৈন্যবৎ তুল্যানুতুল্য পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া ছিল, কিন্তু রাত্রি যুদ্ধে ক্ষুৎ পিপাসায় ক্লান্ত হইয়া কেবল বৈকল্য কাতরতা ও ভীরুতা প্রকাশ করিয়াছে কিছু মাত্র শূরত্ব করিতে পারে নাই, রাত্রিযুদ্ধে ভারতবর্ষের ভাগ্য কেবল বৃটিস সৈন্যের পরাক্রমেই রক্ষিত হয়। ভারত বর্ষের সর্ব্বাধিকর্ত্তা

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের দ্বিতীয় সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণে ও স্বয়ং অস্ত্রপাণি হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হওনে তাঁহার প্রতি অনেকানেক মন্ত্রণাভিজ্ঞ রাজনীতি বিশারদ মনুষ্যেরা দোষারোপণ করিয়াছিলেন কিন্তু এই মহাযুদ্ধে তিনি প্রাণপণ পূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধ না করিলে রণজয়ের কোন প্রত্যাশা ছিলনা, ঐ রাত্রে শ্রীযুত, বিপক্ষের পরাক্রম প্রাদুর্ভাব দর্শনে অন্তঃকরণে চিন্তিত হইয়া আপন পুত্রকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে স্বকীয় ঘড়ী ও অঙ্গুরীয়ক অর্পণ পূর্ব্বক করুণা বাক্যে কহিলেন যে কারুণ্যময় ঈশ্বরের অনুকম্পা বশত যদি বিপুল বিক্রান্ত বিপক্ষাহবে জয়লাভ করত প্রাণরক্ষা পায় তবে পুনর্ব্বার স্নেহাধার পুত্র কলত্র পরিবারের প্রফুল্লবদন পঙ্কজ অবলোকন করিব নতুবা ভারতবর্ষের সহিত বিপক্ষ হস্তে অবনত হইয়া সমর শায়ী হইব। এতদনন্তর শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধীশ্বর কমণ্ডর ইনচিফ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া যাবদীয় বিলাতীয় সৈন্য গণকে এক ভাগে ও এতদ্দেশীয় সৈন্য গণকে অপরভাগে বিভাগ করত এতদুভয় সৈন্য দলের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ দেশ অশ্বারোহি সৈন্য দ্বারা রক্ষা পূর্ব্বক স্বয়ং বামপার্শ্বে ও প্রধান সেনাপতি সাহেব দক্ষভাগে অবস্থিত হইয়া বিপক্ষের শিবিরাক্রমণ করিতে আজ্ঞাদেন এবং ভয় দর্শাইয়া উচ্চস্বরে কহেন যে কেহ ভীরুতা পূর্ব্বক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া বিপক্ষের অভিমুখে পৃষ্ঠ দর্শন করাইবে তৎক্ষণাৎ

পশ্চাদ্ভাগের অশ্বারোহি সৈন্যের শাণিতাস্ত্রে তাহার শির শ্ছেদ করায়াইবে, যদ্যপি এইরূপ কালীন যমোপম রিপু বৃন্দের করালাস্ত্রে বহুতর সৈন্য সামন্ত কালগ্রস্ত হইয়াছিল তথাপি, বীরস্বরূপ অবশিষ্ট সৈন্যেরা শীক দিগের প্রাকার পরিখা উল্লঙ্ঘন করত রণ ভূমি অধিকার করিয়া সপ্তরাধিক তোপাপহরণ করাতে বিপক্ষেরা পলায়ন পরায়ণ হইলে অশ্বারোহি সৈন্যরা অস্ত্রাঘাত্তে তাহারদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, অনন্তর যামিনী সুপ্রভাতা সময়ে বিপক্ষের মৃন্ময় দুর্গ শৃঙ্গে ইংরাজ বাহাদুরের জয় পতাকা উড্ডিয়মানা হয়।

বিপক্ষ মর্দ্দন পূর্ব্বক বৃটিস সৈন্যগণের জয়যুক্ত কল্লোল কোলাহল শব্দে দিক্ পূরিত হইল প্রধান বর্গেরা জয়লাভে আনন্দপাথোধি অবগাহন করত ক্রীড়োন্নজ্জন দ্বারা উৎসব করিতেছিলেন এমত কালে তেজঃ সিংহ শতদ্রু তীর হইতে ত্রিংশৎ সহস্র ঘোরচরা নামক অশ্বারোহি সৈন্য ও বহুতর প্রখর জম্বুরা নামক ক্ষুদ্র তোপ উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন করাইয়া এবং কতিপয় বৃহত্তোপ লইয়া শুলতান খাঁ ওয়ালা স্থানে পুনরাগত হইয়া যুদ্ধারম্ভ করাতে বৃটিস সৈন্যেরা হতাশ হয়, কথিত আছে শীক সেনাপতিরা এতদভিপ্রায়ে উক্ত সৈন্যচয় স্থানান্তরে রক্ষা করিয়াছিল যে যদ্যপি বৃটিস সৈন্য গণ প্রথম যদ্ধে জয়যুক্ত হয় তবে উক্ত সৈন্য দ্বারা পরিশ্রান্ত বটিস সেনাকে অচিরাৎ পরাজয় করা যাইবে প্রথমত বটিস

সৈন্যের গতি রোধার্থ অশ্বারোহি সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া বিপক্ষের অগ্রগামি সুরঙ্গ সজ্জায় ভূষিত উত্তুঙ্গ তুরঙ্গ বল ও মাতঙ্গদ্বারা আকর্ষিত তোপ নিচয় দর্শনে সংত্রস্ত-হৃদয়ে বিনাযুদ্ধে ভঙ্গদেয়, পরে শীকেরা জম্বুরা ও তোপদ্বারা অগ্নিবৃষ্টি করিতে২ পূর্ব্বের রণস্থল সমীপস্থ হইয়া পূর্ব্বস্থান পুনরধিকারার্থে মহোদ্যম করিল, পূর্ব্বযুদ্ধে বৃটিস সৈন্যের বারুদ নিঃশেষ হওয়াতে তোপযুদ্ধ-করণে বিপক্ষ মুখে অগ্রসর হইতে পারিলনা পরিশেষে সঙ্গিন ও অস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শীকেরাও তদ্যুদ্ধে রত হয়, দিবা দশদণ্ড পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রামে উভয়পক্ষে সহস্র২ সৈন্যগণ ক্ষতবিক্ষত নিহত ও রণভূমে পতিত হইলে শীকেরা পলায়ন করিলেক এবং বৃটিস হয়ারূঢ় সৈন্যেরা তাঁহারদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া শুলতানওয়ালা স্থানাধিকার পূর্ব্বক বিপক্ষের পঞ্চ সহস্র মোন বারুদ ঐস্থানে অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিয়াদেয়, বিপক্ষেরা ভয়দ্রুত হইয়া পলায়নকালে কএকটা বৃহৎ তোপ কূপমধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়াযায়; এতদুভয় দিবসে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপক কাল মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষীয় সহস্র২ মৃত মনুষ্য অশ্ব উষ্ট্র ও গবাদিদেহে রণস্থল আচ্ছন্ন হইয়াছিল এক২ স্থলে স্তুবাকার মৃতদেহ কোন স্থানে শত২ মূর্চ্ছিত আহত সৈন্য দৃষ্টহইল এবং সহস্র২ আহত জীবিত লোকের ক্রন্দন ধ্বনিতে যেন পাষাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল যে সকল

চিকিৎসকেরা সঙ্গে আসিয়া ছিলেন তন্মধ্যে অনেকে মুদকী স্থানীয় আঘাতি দিগের আরোগ্যার্থ নিযুক্ত হন, এবং বর্ত্তমান সময়ে যাঁহরো আগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে নিঃশেষ হওয়াতে ম্রিয়মাণ আঘাতি সৈন্যের চিকিৎসার কোন উপায় ছিলনা এবং দ্বিতীয়বার বিপক্ষের আক্রমণ কালে শিবির রক্ষক অশ্বপালক যানবাহক ও অন্যান্য ভৃত্যগণের দূরস্থানে পলায়ন প্রযুক্ত দূর হইতে জল আনয়ন প্রতিবন্ধকে অনেক২ আহত তৃষার্ত্তব্যক্তিরা জল২ শব্দ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেক৭ কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত জল প্রদানেরো সাধ্য ছিলনা।

এইস্থানীয় যুদ্ধঘটনার পূর্ব্বে প্রুসিয়া রাজ্যের দিগ্ভ্রামক রাজপুত্র প্রিন্স ওয়ালুর মের বাহাদুর আপন আত্মীয় ও অনুচরগণের সহিত ভারতবর্ষ দর্শনার্থ স্বদেশহইতে আগত হন এবং দিল্লীহইতে পঞ্জাবীয় যুদ্ধকৌতুক দৃষ্ট্যর্থ ফিরো জসা স্থানে আসিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক আমত্যগণের সহিত অস্ত্র ধারণ পুরঃসর বৃটিস সৈন্যের পক্ষবলরূপে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন এইযদ্ধে তাঁহার অমাত্যদ্বয় বিপক্ষহস্তে ব্যাপাদিত হইলে শ্রীযুত গবর নর বাহাদুর প্রিয়বচনে তাঁহাকে যুদ্ধ কার্য্যে নিবৃত্তকরিয়া ফিরোজপর পাঠাইয়া দেন।

উপস্থিত যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি সাহেব দৈব রক্ষিতের ন্যায় বিপক্ষহস্তে রক্ষাপান, কথিতআছে তাঁহাকে লক্ষকরিয়া বিপক্ষ সেনারা গুলিক্ষেপ করিয়াছিল সাহেবের সৌভাগ্য ক্রমে ঐ গুলি তাঁহার বাহন অশ্বের বক্ষোভেদ করিয়া বাহির হয়, এবম্প্রকারে তিনি অশ্বসহিত ভূপৃষ্ঠে পতিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন, বৃটিস সৈন্যগণ ভারতবর্ষের মধ্যে ও নানা উপদ্বীপাধিকার কালে এবম্ভূত যুদ্ধশঙ্কটে প্রধান সেনাপতি ও গবরনর জেনরলের সহিত বিপদাপন্ন হয়নাই, এইযুদ্ধে বৃটিস পক্ষীয় অধিকাংশ অশ্বারোহি সেনাপতিগণ নিহত ও আহত হইয়াছিলেন মিলেটরী সেক্রেটরী অর্থাৎ যুদ্ধ কার্য্যের সম্পাদক পরম সাহসিক শূরবর মেজর সোমরসেট সাহেব ২২ ডিসেম্বরে রণভূমে পতিতহন, ২১ ডিসেম্বর রাত্রিযুদ্ধে পোলিটিকাল এজেণ্ট মেজর ব্রাডফুড সাহেব বিপক্ষের পরিখা লঙ্ঘনকালে অশ্বসহিত পতিতহইলে তিনজন বিপক্ষ সৈন্য ভল্লাস্ত্রে তাঁহার প্রাণ হনন করিলেক, গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটরী কাপ্তেন ডবলিউ হেরি সাহেব, সেক্রেটরী কাপ্তেন নিকলসন সাহেব, কাপ্তেন টড সাহেব, কাপ্তেন তামসন্ বাকস সাহেব, কাপ্তেন জে ই বড্ সাহেব, কাপ্তেন লোকস সাহেব, কাপ্তেন বর্ণেট সাহেব, কাপ্তেন মোলি সাহেব, কাপ্তেন জে ডোনি সাহেব, কাপ্তেন জে এক ফিল্ড সাহেব, লেপ্‌টনেণ্ট কর্ণেল ওয়ালিস সাহেব, লেপ্‌টনেণ্ট সিমন্স সাহেব

প্রভৃতি সমুদয়ে ৩৭ ব্যক্তি সেনাপতি ও ১৭, জন এতদ্দেশীয় সেনানী ও ৬৩০ জন বৃটিস সেনা ও ১০ জন অশ্বপালক যান বাহক নিহত এবং ৭৮ জন ইউরোপীয় ও ১৮ জন এতদ্দেশীয় সেনাপতি ১৬১০ জন বিলাতীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য ৩ জন ওয়ারণ্ট আফিসর এবং দ্বাদশজন অশ্বরক্ষক যানবাহক আঘাতী হইয়াছিল তাহারমধ্যে ও অধিকাংশ পরে বিনষ্ট হয়, প্রধান সেনাপতি সাহেবের পত্রানুসারে সমুদয়ে দুইসহস্র চারিশত পঞ্চদশ ব্যক্তির নিহত ও আহত সংবাদ প্রচার পায় কিন্তু যোদ্ধাদিগের পত্রানুসারে ও বাচনিকে তদধিক মনুষ্যের প্রাণনাশ সংবাদ জানাগিয়াছে, কথিত আছে এই যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষে প্রায় ৮।৯ সহস্র সৈন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে কিন্তু সেনাপতি মধ্যে কেবল আলুওয়ালা রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ মৌলবী গোলাম মহাম্মদ খাঁ ও বাহাদুর সিংহ ব্যতিরেকে অন্যের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়নাই।

এস্থানে লেপ্‌টনেণ্ট বিড্‌ল্প সাহেবের আশ্চর্য্য রূপে প্রাণ রক্ষা ও শীক অধ্যক্ষ দিগের সদয়তার বিবরণ না লিখিয়া পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করা উচিত হইতে পারেনা, উক্ত সাহেব স্বপত্রে ও নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, যে তিনি ৫ ডিসেম্বর কিয়ৎসঙ্খ্যক রক্ষক লইয়া অম্বালা হইতে ফিরোজপুর গমন করিতেছিলেন পথিমধ্যে মুদকীস্থানে আগত হইয়া এক দল শীক সেনাদ্বারা ধৃত ও আহত হন, পরে শীকেরা তাঁহাকে

দুইদিবস নিরাহারে রাখিয়া রাজা লাল সিংহের নিকট উপ ঢৌকন দেয়, উক্ত রাজা প্রথমত সাহেবকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করত পরে একজন যবনাধ্যক্ষ বেহারি আলি খাঁর নিকট পাঠাইয়াদেন, উক্ত অধ্যক্ষ তাঁহার বন্ধন বিমোচন করিয়া বসন ভূষণ ও আহারীয় দ্রব্য দানে সুস্থকরত সহস্র২ আকা লিক শীক জাতির অসম্মতিতে কতিপয় রক্ষক সহিত তাঁহাকে গবরনর বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করেন, তাঁহার অপ্রত্যা শিত আগমনে তাবল্লোক বিস্মিতহইয়া আনন্দের সহিত জগ দীশ্বরের প্রতিধন্যবাদ করিলেক পরে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ঐ সাহেবের রক্ষক গণকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক সাহেবকে কহিলেন যে তুমি পঞ্জাবীয় যদ্ধে আপন উদ্ধার কর্ত্তা শীক অধ্যক্ষ গণের প্রতি আর অস্ত্র ধারণ করি ওনা এতৎ প্রমাণে পাঠকগণ অনায়াসে অনুমাণ করিবেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনিষ্টাচরণে পঞ্জাবের প্রধান বর্গের ইচ্ছা ছিলনা কেবল অবাধ্য সেনা দিগের দর্ বৃত্ততা বশত এই অঘটনীয় যুদ্ধ ঘটনাহয়।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে যুদ্ধখণ্ডে দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

বদিওয়ালা ও আলিওয়ালা স্থানীয় যুদ্ধবিবরণ।

ফিরোজসার যুদ্ধে শীক সরদারগণ বৃটিস সৈন্য দ্বারা পরাভূত ও তাড়িত হইয়া শতদ্রু পরপার গমন করিলে সেনাপতি তেজঃ সিংহ যুদ্ধোপযোগি দ্রব্য সহিত সৈন্য প্রেরণার্থ লাহোর দরবারে পত্র লিখিলেন এবং তদ্দ্বারা দৃঢতর রূপে বিজ্ঞাপন করিলেন যে রাজা গোলাব সিংহের আগমন ও সহায়তা ব্যতিরেকে বৃটিস সৈন্যকে জয় করণের কোন প্রত্যাশা নাই, কিন্তু উক্ত রাজা চাতুরী দ্বারা আগমনের গতিক্রিয়া করিতে লাগিলেন পরে ফিরোজসার যুদ্ধে শীক সেনার পরাজয় সংবাদ প্রাপ্তে হৃষ্টহইয়া শীক দরবারের প্রত্যয়ার্থ ২০ সহস্র উষ্ট্র ও বলদ দ্বারা বারুদ গোলাদি যুদ্ধের ও তণ্ডুলাদি অদীনয় দ্রব্য পাঠাইয়াদেন, রাজা লাল সিংহ দেওয়ান অযোধ্যাপ্রসাদ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ২৪ ডিসেম্বরে লাহোরে উপস্থিত হইয়া রাজমাতার নিকট খালসা সৈন্যের নিপাতন রূপ আন্তরিক শুভ সম্বাদ বিজ্ঞাপন করিলেন, ঐ দিবস রাজা গোলাব সিংহের প্রেরিত দ্রব্যাদি লাহোরে আগত হয়। তাহাতে শীক সৈন্যেরা সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার হরিকী পত্তনের নিম্নে শতদ্রু নদীর উপর নৌকা দ্বারা দৃঢ়তর সংক্রম নির্ম্মাণারম্ভ করিলেক।

এস্থানে শ্রীযুত গবর্নর বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি সাহেব ফিরোজসার যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া পরমানন্দে শুলতানওয়ালা মালাওয়ালা, আতারিওয়ালা, বুটাওয়ালা ও আখবরওয়ালা নগর সমূহ ক্রমশ অধিকার করিয়া ফিরোজপুরে আগত হন, ঐ সময়ে মিরাটের সেনাপতি শ্রীযুত সর জান গ্রে সাহেব বৃহদাকার শতঘ্ন ও ভিত্তিভেদক তোপ সমূহ এবং ৯, ও ১৬ গণিত ভল্লধারি ও শ্রীমতী মহারাণীর ১০ ও ৫৩ সঙ্খ্যক বিলাতীয় পদাতিক, ৩ সঙ্খ্যক অশ্বারোহি এবং ৪৩, ৪৯ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে আগত হইয়া মৃত রাজা শের সিংহের জায়গীর অদনী নগর অধিকার করিয়া ফিরোজপুরে আইলেন।

যুদ্ধারম্ভ পূর্ব্বে মূলতানের অধ্যক্ষ দেওয়ান মূলরাজ শীক রাজ্ঞীর আদেশে সিন্ধু দেশের প্রতি বারম্বার অত্যাচার করিয়াছিলেন একারণ বোম্বাই ও সিন্ধুদেশীয় দ্বাদশ দল সৈন্য সহিত শ্রীযুত নেপিয়ার সাহেব মূলতান আক্রমণের উদ্যম করিতেছিলেন ঐ কালে তাঁহার প্রতি পত্রদ্বারা অনুমতি হয় যে তিনি অবিলম্বে স্বসৈন্যে ফিরোজপুরে আইসেন তদনুসারে উক্ত সাহেব পঞ্জাব যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে লুধিয়ানার সন্নিহিত নগর লাডুয়ার রাজা অজিত সিংহ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে শীক সৈন্যের সাহায্যার্থে স্বসৈন্যে শতদ্রু পার গমন করিয়াছিলেন একারণ লুধিয়ানার সৈন্যেরা ঐ

রাজার জায়গীর বদিওয়ালা নামক নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়া লয়, যে কালে লুধিয়ানার প্রধান সৈন্যদল সহিত বৃগেডিয়র হুইলর সাহেব মুদকীর যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর জেনরলের নিকট যাত্রা করিলেন তৎকালে উক্ত রাজা আত্ম সৈন্য ও কএকদল শীক সৈন্য লইয়া লুধিয়ানা আক্রমণ পূর্ব্বক সৈন্যগৃহ সমূহ অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করত বদিওয়ালার দুর্গাধিকার করিয়া লন, যৎকালে ফিরোজসাওয়ালা স্থানীয় মহাযুদ্ধে বৃটিস সেনারা ব্যাপৃত ও বিব্রত ছিল তৎকালে লীনা সিংহ মিজিতিয়ার বৈমাত্রেয় সরদার রণজোর সিংহ দশ সহস্র পদাতিক ও পঞ্চ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া লুধিয়ানা বিনাশের বাসনায় আগত হইয়া তন্নিকটস্থ দেশ ও লুধিয়ানা নগরীয় প্রজার ধন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন ঐ কালে লুধিয়ার দুর্গে বীর ভার্য্যা ও পুত্র মাত্রাদিকে রক্ষার্থ কেবল তিন দল এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য একদল অশ্বারোহি ও ১৫০০ শত পাটিয়ালা রাজ অশ্বারোহিরা উপস্থিত ছিল, তাহারা উক্ত সিংহের আগমনে মহাভয়ার্ত্ত হইয়া দুর্গ দ্বারাবরোধ করিলেক এবং লুধিয়ানার সান্নিধ্য বৃহদাকার দুর্গ ভেদক তোপ সমূহ রক্ষার্থ কেবল একদল পদাতিক ও একদল অশ্বারোহি কিয়ৎ সঙ্খ্যক গোলন্দাজ সৈন্য অবস্থিত ছিল, তত্তাবৎ সৈন্য জয় করিয়া তোপাদি যুদ্ধাস্ত্র দুর্গাধিকার করা রণজোর সিংহের অনায়াস সাধ্য হইত কিন্তু উক্ত সেনাপতি

তদুদ্যোগ না করিয়া কেবল ইতস্তত ভ্রমণ ও দেশবিপ্লব করণে অভিনিবিষ্ট হইয়া বদিওয়ালা স্থানে প্রধান শিবির স্থাপন করত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ফিরোজশাও য়ালা স্থানে যুদ্ধ সমাধার পর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ও শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব লুধিয়ানার প্রতিকূলে সরাদার রণজোর সিংহের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া ১৭ জানুআরি শ্রীযুত সর হেরি স্মিথ সাহেবকে অন্যূন ষট্ সহস্র সৈন্য সহিত লুধিয়ানা রক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন, উক্ত সাহেব আগমন কালে পথিমধ্যে শীক দিগের ধর্ম্মকোট নামক দুর্গাধিকার পূর্ব্বক তদ্দুর্গ রক্ষক কিয়ৎ সঙ্খ্যক আফগানীয় সৈন্যকে ধৃত করত লুধিয়ানায় যাত্রা করিলেন, ২০ জানুআরি দিবা দুই প্রহরের সময় তিনি সসৈন্যে বদিওয়ালা স্থানের নিকট উপস্থিত হইলে রণজোর সিংহ শীক সৈন্য দ্বারা তাঁহার গত্যবরোধ করিয়া পথিশ্রান্ত শীক সেনার প্রতি নিদ্দয়তা রূপে গুলিক্ষেপ করাতে ক্ষণকাল যুদ্ধে বৃটিস সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় ইহাতে সাহেব নিরুপায় হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধ বিরাম করণীয় পতাকা উঠাইয়াদেন তদ্দর্শনে উক্ত অধ্যক্ষ বিপক্ষ সেনার সংহার না করিয়া কতিপয় বৃটিস আফিসরকে ধৃত করত তোপ চতুষ্টয় এবং সৈন্যগণের দ্রব্যাদিলুণ্ঠনপূর্ব্বক বদিওয়ালার দুর্গে চলিয়াযান, এইযুদ্ধে প্রায় চারিশত বৃটিস সৈন্য নিহত ও আহত হয়, কিন্তু উক্ত

সরদার যুদ্ধজয় সময়ে শীক সেনা গণকে নিবৃত্ত না করিলে ঐ দিবস তাহারদিগের কঠোরতর নির্দ্দয় হস্তে বহু সৈন্য বিনষ্ট হইত, ঐ সময়ে লুধিয়ানা, সবাথু, শিমলা, অম্বালা প্রভৃতি পঞ্জাব মধ্যবর্ত্তি যাবদীয় বৃটিসাধিকারে শীক সৈন্যের আক্রমণের জনশ্রুতি দ্বারা গুরুতর ভয়ের উদয়ে তত্তৎ স্থান রক্ষার্থ যেসকল সেনগণ নিযুক্ত ছিল তাহারা পলায়নোন্মুখ হইয়াছিল, যদি রণজিৎ সিংহের জীবদ্দশায় এযুদ্ধের ঘটনা হইত তবে নানা পথেগমনকরত শীক সেনারা উক্ত স্থানাদি অনায়াসে অধিকার করিতে পারিত, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে শীক অধ্যক্ষেরা প্রধান দলস্থ বৃটিস সৈন্য দিগকে সম্মুখ সমরে পরাভব করণোদ্যোগ ব্যতিরেক নানা স্থানীয় শাখা সৈন্য বিনষ্টকরণে উদ্যম করে নাই।

ফিরোজসা স্থানীয় বিপক্ষ বিজয়ী মহাবীর সর হেরি স্মিথ সাহেব পথিমধ্যে আকস্মিক রূপে শীক সৈন্য দ্বারা নির্জ্জিত হইয়া ক্রোধাভিমানে ও লজ্জায় মলিন বদনে লুধিয়ানায় উপ স্থিত হওনানন্তর কয়েক দিবস পর্য্যন্ত গোপনে যুদ্ধোপযোগি তোপাস্ত্রাদি ও সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। ২৬ জানুআরিতে রণ জোর সিংহের জয়যুক্ত সংবাদ লাহোরে উপস্থিত হইলে সেনা পতিগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার রণোৎসুকতা পুষ্টি করণার্থ তন্নিকট সুশিক্ষিত আইন নামক চারি সহস্র সৈন্য ও ৪ টা তোপ পাঠাইয়া দেন এমতে উক্ত সরদার বিংশতি সহস্রের অধিক

সৈন্য সহিত মুহুর্মুহু বীরদর্প পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ও আলিওয়ালা স্থানে উত্তম রূপে শিবির স্থাপন করত সেনাপতি স্মিথ সাহেবের আগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন ২৭ জানুআরির রাত্রি শেষে শ্রীযুত হেরি স্মিথ সাহেব অন্যূন দশ সহস্র বৃটিস সৈন্যকে সজ্জীভূত করত লূধিয়ানা হইতে বদিওয়ালা স্থানে উপস্থিত হইলে বিপক্ষ চারেরা দ্রুতগমনে সরদার রণজোর সিংহকে বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করাতে তিনি অতি শীঘ্র সৈন্যগণকে অংশত্রয়ে বিভাগ করত আলিওয়ালার খাত বেষ্টিত শিবির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ বামে দুই ভাগে সৈন্য স্থাপন করিলেন ও মধ্য ভাগের সেনারা আলিওয়ালা গ্রামের প্রান্তরে অবস্থিত হইল, বৃটিস সেনারা প্রত্যূষ কালে বদিওয়ালা স্থান পরিত্যাগ করত বিপক্ষাভিমুখে যাত্রা করিল, ও কিয়দ্দূর গমনানন্তর দক্ষিণ শ্রেণিস্থ শীক সেনা যাহারা বুমাড় নামক স্থানে দণ্ডায়মান ছিল তাহারা তোপ দ্বারা দূর হইতে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল তদ্দর্শনে দক্ষিণ ভাগে অলিপুরস্থ সেনাগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু এতদুভয় দলের দূরবস্থান প্রযুক্ত তাহারদিগের তোপ নিঃক্ষিপ্ত গুলিদ্বারা বৃটিস সৈন্যের অধিক অনিষ্ট জন্মিল না এমতে রণ প্রজ্ঞ সেনাপতি হেরি স্মিথ সাহেব উভয় শ্রেণীস্থ শীক সেনার সহিত যুদ্ধ না করিয়া দ্রুত গমনে বিপক্ষের মুখ্য শিবির আলিওয়ালা স্থান আক্রমণ করত যুদ্ধারম্ভ করিলেন

বিপক্ষের গোলা বর্ষণ প্রতিরোধে প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত শিবিরে প্রবিষ্ট হইতে পারেননাই পরে পিস্তল ওসঙ্গিন যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া শিবির প্রবেশ পূর্ব্বক বিপক্ষের তোপাধিকার করিলেন। ঐ কালে রণজোর সিংহ দক্ষিণ ও বামশ্রেণীর সৈন্য সহিত প্রত্যাগত হইয়া কিয়ৎকাল অস্ত্রযুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং মধ্যশ্রেণীস্থ সমস্ত শীক সেনারা অগ্ন্যস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল অস্ত্রযুদ্ধে বৃটিস সেনাগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল এমত কালে তাহারদিগের যুদ্ধ নায়ক রণজোর সিংহ স্বভাবের ভীরুতা বশত যুদ্ধের জয়াজয় দর্শন না করিয়া রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে পলায়ন করত শতদ্রু পার হন, যখন সেনাগণ অধ্যক্ষের এবম্ভূত ভীরুতা দর্শন করিল তখন তাহারাও যুদ্ধের যাবদীয় সামগ্রী পরিত্যাগ করত পলায়িত হইল, এমতে বৃটিস সৈন্যেরা বিপক্ষের শকট শিবিকা কুঞ্জর অশ্ব খচ্চর বলদ তোপ বন্দুক বস্ত্রময় গৃহইত্যাদি তাবদ্রব্য গ্রহণ করিলেক এই যুদ্ধ জয় সংবাদ ফিরোজপুরে আগত হইলে দুর্গ হইতে বারম্বার আনন্দ সূচক তোপধ্বনি হওয়াতে ঐ স্থানের সন্নিহিত প্রধান সৈনা শিবিরস্থ শীক অধ্যক্ষেরা রণজোর সিংহের পরাজয় নিশ্চয় করত উদ্বিগ্নচেতা হইয়াছিলেন।

অস্মিন্ যুদ্ধে রণব্যগ্র শীক সেনারা আলিওয়ালা স্থানীয় সখাত প্রাকার বেষ্টিত শিবির মধ্যে স্থিরতর রূপে যুদ্ধ করিলে

তাহারদিগকে অল্পায়াসে জয়করা অসাধ্য হইত কথিত আছে সরদার রণজোর সিংহ শীক সৈন্যকে শিবিরের বহির্ভাগে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধারম্ভ করিতে ভূয়ং নিষেধ করিয়াছিলেন সেক থায় সৈন্যগণ ক্ষণমাত্রও কর্ণপাত করিলনা বোধ হয় প্রান্তর যুদ্ধে তাহারা আপনার দিগের অনায়াসে পলায়ন করিবার পথ প্রাপ্ত্যভিলাষে তাঁহার বাক্যে সমনস্ক হয় নাই এতদ্দ্বারা ইহাও অনুমেয় হইতেছে যে তিনিও ভীরুতা বশত পলায়িত না হইয়া থাকিবেন অবাধ্য সৈন্যগণ তাঁহার বাক্য গ্রহণ না করাতে তিনি জয় প্রত্যাশা বঞ্চিত হইয়া ক্রোধ পূর্ব্বক সমরসময়ে সৈন্য ত্যাগ করিয়া ছিলেন, এই যুদ্ধে শীক সেনারা প্রথমত পঞ্চ পঞ্চাশৎ তোপ আনিয়াছিল পরে লীনা সিংহ মিজি তিয়ার স্বনির্ম্মিত বিচিত্রিত তোপ চতুষ্টয় ঐ স্থানে আইন নামক রাজ সৈন্য দ্বারা আনীত হয়, তত্তাবত্তোপ বৃটিস সৈন্যের হস্তগত হইয়াছিল, বিপক্ষ সেনারা এক তোপ মাত্র লইয়া যায় তাহাও পশ্চাদ্ধাবিত সৈন্য দ্বারা গৃহীত ও লেপ্‌ট নেণ্ট হোম সাহেবের দ্বারা তাহার অগ্নি দ্বার লৌহে অবরুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অন্যূন চারিশত বৃটিস সৈন্য বিনষ্ট হই য়াছে, প্রথমত অনুমেয় হইয়াছিল যে শীক সেনারা রণভূমে ও নদী পার সময়ে অধিকাংশ নিহত হইয়াছে পরে দৃষ্ট হইল যে তাহারদিগের মৃত্যু সঙ্খ্যা অপরিমিত নহে। এই যদ্ধারম্ভের পূর্ব্বদিবস আলিওয়ালার শিবির হইতে এক ব্যক্তি

পিটর নামক বিলাতীয় মনুষ্য লুধিয়ানায় আগত হইয়া শ্রীযুত হেরি স্মিথ সাহেবের নিকটে কহে যে সে ১৮২৬ সালে বৃটিস সৈন্য দ্বারা ভরতপুরের দুর্গাধিকারের পর কার্য্যত্যাগ করিয়া শীক সৈন্য মধ্যে তোপ চালনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, ঐ ব্যক্তিকে তাহার বাক্য পরিচ্ছদ ও আকার প্রকারে প্রকৃত শীক জাতি জ্ঞান হইয়াছিল অনন্তর ঐ ব্যক্তি সাকুল্য রূপে কহিল যে স্বজাত্যনুরক্তিতা বশত বৃটিস গবর্ণমেন্টের ৩১ ডিসেম্বরের আজ্ঞা প্রমাণে বৃটিস সৈন্য নিকট আত্মার্পণ করিবেক ইহাতে প্রশংসিত সাহেব তাহাক শীক জাতির প্রেরিত প্রণিধি জ্ঞান ফরত বিদায় করিয়াদেন, পরদিবস যুদ্ধভঙ্গ সময়ে ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছাধীন বৃটিস সৈন্যহস্তে ধৃত হইয়া সেনাধ্যক্ষ সাহেবকে বিজ্ঞাপন করিল যে কেবল তাহারি চাতুরী কৌশলে বৃটিস সৈন্যেরা জয়লাভ করিয়াছে কেননা তাহার প্ররোচনায় শীক সৈন্যেরা প্রান্তরে আসিয়া যুদ্ধকরিতে প্রবৃত্ত হয় এবং কৌশলক্রমে তোপসকল ঈদৃশ উচ্চস্থলে পাতিত হইয়াছিল যে তাহার গোলাবর্ষণে বৃটিস সৈন্যের কিছুমাত্র হানি হয়নাই; পরে ঐ ব্যক্তিকে বৃটিস সেনাপতি অত্যুত্তম যুদ্ধলব্ধ তোপ চতুষ্টয়ের সহিত শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের শিবিরে পাঠাইয়াদেন, তৎপ্রমুখাৎ বিজ্ঞপ্তি হয় যে শীক সৈন্যমধ্যে লার ডাই যিনি শুলতান মহাম্মদ নামে বিখ্যাত এবং বইলি নামক অপর একব্যক্তি

ইংরাজ গোলন্দাজ আছে এতদুভয়ে পূর্ব্বে বৃটিস সৈন্যমধ্যে নিযুক্ত ছিল তাঁহারাই গুলিক্ষেপ বিদ্যা শীকগণকে শিখাই য়াছে। তদনন্তর রণজোর সিংহ ফলৌয়ের দুর্গে উপস্থিত হইয়া লাহোর দরবারে অর্থ ও তোপাদি যুদ্ধদ্রব্য তন্নিকট প্রেরণার্থে পত্র লেখেন কিন্তু দরবার হইতে ঘৃণার সহিত তাঁহার প্রতি এইউত্তর প্রদত্ত হয় যে তিনি যেসকল তোপ হারাইয়াছেন তাহাই উদ্ধার করিয়া আনয়ন করুন তাঁহার বীরত্বে বিশ্বাস করিয়া অন্যতোপ তন্নিকট প্রেরিত হইবেনা, এতদবধি শীক জাতির ভয় হইতে লুধিয়ানা ও অন্যান্য স্থানীয় লোকেরা বিমুক্তহয়।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে যুদ্ধখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

সবরাউনের যুদ্ধবিবরণ।

পূর্ব্বে উক্তহইয়াছে যে ফিরোজসার যুদ্ধে বৃটিস সৈন্য কর্তৃক চিরগর্ব্বিত খালসা সৈন্যেরা নির্জ্জিত অপমানিত ও পলায়িত হইয়া শতদ্রু পরপারে উপস্থিত হয় ও রাজ: গোলাব সিংহের সহায়তা জন্য বারম্বার পত্র পাঠাইয়া দেয়, তদনুসারে উক্ত রাজা তাহারদিগের প্রত্যয়ার্থ প্রথমে প্রচুর আহারীয় ও আহবোপযোগি দ্রব্যাদি প্রেরণ পুরঃসর বহুসহস্র সৈন্য সংহতি লইয়া স্বকীয় আগমনের অগ্রবর্ত্তি বার্ত্তাপ্রদান দ্বার

তাহারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করাতে তাহারা ঐ রাজার প্রতারণা রূপ আসামাদকে মুগ্ধহইয়া পুনর্ব্বার শতদ্রু পরপারে আক্রমণ করণাভিলাষে হরিকী পত্তনের নিকটে নৌকাদ্বার সেতুবন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং পূর্ব্বযুদ্ধে অনাগত যে সকল সুশিক্ষিত সৈন্যেরা লাহোরে অমৃতসর নগরে এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ছিল তাহারা আসিয়া ঐ স্থানে মিলিত হইল, বৃটিস সৈন্যেরা তাহারদিগের সেতুভঙ্গ নাকরিতে পারে এইবিবেচনায় সেতুর সন্নিহিত শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে দৃঢ়তর রূপে তোপস্থাপন করিল এবং শীকজাতির পৈতৃক বৃত্তি দিগ্দাহ গ্রাম লুণ্ঠন ও আকস্মিকরূপে রাত্রিকালে বিপক্ষের শিবিরাক্রমণ আহারীয় ও যুদ্ধদ্রব্য হরণাদি ভয়ঙ্কর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলনা, ইহাতে লুধিয়ানা অবধি ফিরোজপুর পর্য্যন্ত স্থানমধ্যে বৃটিস সৈন্যগণ ও প্রজাবৃন্দ নিঃশঙ্কহইয়া গমনাগমনে সমর্থ হইল, মুদকীর যুদ্ধে অপরিমিত বৃটিস সৈন্য সেনাপতি বিনষ্ট হওয়াতে যে সকল দক্ষিণ পঞ্জাবের রাজারা বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন পুনর্ব্বার তাঁহারদিগের হৃদয়ে ভয়ের উদয়ে মন দোলায়মান হইতে লাগিল, কেহ২ গোপনোপায়ে শীক জাতির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়াছিল, পাটিয়ালার রাজা করম সিংহ বৃটিস পক্ষের আনুকূল্য করণ কালে তাঁহার পুত্র মিত্রামাত্যগণ তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিল পরে মুদকীর যুদ্ধে বৃটিস সৈন্যের

পতন সংবাদ শ্রবণে পরিবারগণে ঐ রাজাকে পুনঃ২ অনুযোগের সহিত ধিক্কার দেওয়াতে তিতিক্ষা বশত তিনি বিষ পানে প্রাণত্যাগ করেন, ঐকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় প্রজাগণের মধ্যে বৃটিস ও লাহোর গবর্ণমেণ্টের জয় পরাজয় বিষয়ে পিতাপুত্রে পতি পত্নিতে ভ্রাতায়২ পরস্পর উভয় পক্ষাবলম্বী হইয়া বিবাদ হইয়াছে কিন্তু পঞ্জাব দেশীয় যবন জাতিরা ক্ষণকালের জন্য শীকজাতির জয়লাভের বিষয়ে বিশ্বাশ করেনাই।

অসীম সৌভাগ্য সহকারে ভারত বর্ষের শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর মুদকী ও ফিরোজসা স্থানীয় মহাযুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া যাবৎ বৃটিসাধিকারের মধ্যে প্রধান২ স্থানে ঘোষণা পত্রদ্বারা জয়সংবাদ বিজ্ঞাপন করাইয়া মঙ্গল সূচক তোপধ্বনি ও মঙ্গলপ্রদ পরমেশ্বরের আরাধনা করাইলেন, স্বয়ং ফিরোজপূরে স্থিতহইয়া পঞ্জাবাক্রমণার্থে উপযুক্ত যুদ্ধসামগ্রী তোপ গোলা বারুদ ও আহারীয় দ্রব্যাহরণ করাইতে লাগিলেন, আলিওয়ালার যুদ্ধে শ্রীযুত সর হেরি স্মিথ সাহেব শত্রুগণকে পরাভূতকরত লুধিয়ানা প্রদেশের ভয় বিমুক্ত করিয়া দুর্গভেদক বৃহত্তোপাদি অগ্রে ফিরোজপুর প্রেরণ করত পশ্চাৎ আপনি সসৈন্যে ঐ স্থানে আগমন করিলেন তদনন্তর বিবেচিত হইল যে শ্রীযুত নাপিয়র সাহেব সিন্ধুদেশীয়

সৈন্যসহিত ফিরোজপুর সমাগত হইবামাত্র পঞ্জবাক্রমণ করাযাইবে।

ইতিপূর্ব্বে ৩১ ডিসেম্বর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ফিরোজপুর হইতে এতদর্থে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বৃটিসাধিকারস্থ যে সমস্ত হিন্দুস্থানীয় প্রজাগণ লাহোর গবর্ণমেন্টের ভৃত্যস্বরূপে যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারা অবিলম্বে আপন২ পদত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্বনিলয়ে আগমন করুক, যেস্থলে উক্ত গবর্ণমেন্টের সহিত মিত্রতাভঙ্গ হইয়াছে সেস্থলে ঐ রাজ্যের ভৃত্যদিগকে আর মিত্রজ্ঞান করা যাইবেনা যে সকল ব্যক্তিরা গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাপালন নাকরিবে যুদ্ধ সমাধার পর তাহারদিগকে শত্রুতুল্য জানিয়া সমুচিত দণ্ড দেওয়া যাইবে। এই ঘোষণায় বহুসহস্র হিন্দুস্থানীয় সেপাহীরা পদত্যাগের উদ্যোগ করিয়াছিল তাহা সুসিদ্ধ নাহইবায় পলায়নের চেষ্টাপায় পরে শীকাধ্যক্ষেরা একদা শতদ্রু নদীর পারাবার করণীয় নৌকাবন্ধ করিয়া প্রতিঘাটে শত২ সতর্ক রক্ষক নিযুক্তকরত পথরোধ পূর্ব্বক লোকদ্বারা বৃটিস সৈন্যমধ্যে এই প্রলোভ জনক প্ররোচনা প্রদান করিতে লাগিল যে যেসকল বৃটিস সৈন্যেরা শীকদিগের সহিত সংযোগী হইবে তাহারদিগকে বৃটিস গবর্ণমেন্টের প্রদানীয় বেতনের দ্বিগুণ পরিমাণে যাবজ্জীবন বৃত্তি প্রদানকরা যাইবে, এবং এক্ষণে বসনভূষণ প্রভৃতি স্বর্ণবলয় ও শতপতিসেনানীগণ

বিশেষং উচ্চপদ ও পুরস্কার পাইবে, শীকজাতির এইরূপ স্তোভলোভে অনেকানেক সৈন্য গণের মন দোলায়মান হইয়াছিল ঐ সময়ে জনশ্রুতি হয় যে দুইদল বৃটিসসৈন্য ধন লোভে মুগ্ধহইয়া পলায়ন পূর্ব্বক শীকজাতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে ফলত বৃটিস সেনাপতিগণ সতর্ক না হইলে ঐকার্য্য ঘটনের আটকছিলনা, ফিরোজপুরের মধ্যে ৪ গণিত পদাতিক সৈন্যদলের একব্যক্তি উক্ত অপরাধে ধৃত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়, তদ্দর্শনে অন্যান্য সেপাহীরা তৎকার্য্যে নিবৃত্তথাকে।

অনন্তর ১৪ জানুআরির প্রাতে শ্রীযুত বাহাদুরের আজ্ঞায় তিনদল বৃটিস সৈন্য যাহারা শীক দিগের কৃত সংক্রম ভগ্ন করিতে আদিষ্ট হয় তাহারা তোপাদি সহিত শতদ্রু তীরস্থ হইবা মাত্র শীক গণের গোলা বর্ষণে অকৃত কার্য্য হইয়া ফিরিয়া আইসে, তাহার পর শীকেরা নদীর পরপার আসিয়া ছোট সবারুণ স্থানে দেশ রক্ষার্থ প্রহরি কার্য্যে যে সকল বটিস সৈন্য নিযুক্ত ছিল তাহারদিগকে দূরী করণ পূর্ব্বক ঐ স্থানাধিকার করিয়ালয়, ঐ স্থানের অদূরে রোদাওয়ালা নগর প্রান্তরে বৃটিস সৈন্যের সখাত মুরচা বেষ্টিত যে শিবির ছিল তাহার প্রতি শীকেরা কোন অত্যাচার না করিয়া কেবল আপনার দিগের রণস্থল প্রস্তুত করিতে লাগিল কথিত আছে শীক সৈন্য মধ্যে স্পেন দেশীয় মেং হবরন নামক একজন কল প্রস্তু

মনুষ্য দ্বারা সবরাউন স্থানীয় রণ শিবির পারিপাট্য ও দৃঢতর রূপে রচিত হয় ঐ শিবিরের চতুঃপার্শ্বে প্রশস্তা পরিখা ও তোপ যুদ্ধে অবিনাশি পরিসর ভিত্তি যুক্ত মৃত্তিকার প্রাকার প্রস্তুত করত তন্মধ্যে নানা প্রকার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করিলেক, ঐকালে ব্রিরাটের সৈন্যাধ্যক্ষ জান গ্রে সাহেব শ্রীযুত গবরনর জেন রল বাহাদুরের আদেশে কুণ্ডঘাটের পূর্ব্বভাগে নাগরঘাটের সান্নিধ্য বহু সৈন্য সহিত নৌকাময় সংক্রম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, শীকেরা পরপার হইতে নানা মত প্রতিবন্ধকত করিয়াছিল কিন্তু উক্ত সাহেব দ্বারা পূর্ব্বে আতারিওয়ালা নগ রাধিকার হওয়াতে তৎপ্রতিবন্ধকতার দ্বারা কোন অশুভ ফলোদয় হইতে পারে নাই।

শীক সৈন্যেরা যেমত দীর্ঘকাল অবকাশ প্রাপ্তে অভীষ্ট মত যুদ্ধ শিবির দুরাক্রম্য দুর্গবৎ দৃঢতর করত নানা যুদ্ধাস্ত্রে পূর্ণ করিয়াছিল তেমত কুটিস সেনাপতিরা বিপক্ষের শিবির বিনষ্ঠ করণীয় প্রচুর বারূদ গোলা ও দুর্গ ভেদক ভয়ঙ্কর তোপ সমূহ নানা স্থান হইতে আহরণ পূর্ব্বক সুমন্ত্রণা স্থিরতা করিয়া বহুদিনাবধি প্রচুরাহার দানে সৈন্য গণকে বলিষ্ঠ করত অভীষ্ট লাভের উদ্যম করিলেন, কথিত আছে শীক সৈন্য মধ্যে ফরাসীস সেনাপতি দ্বারা সুশিক্ষিত ত্রিংশৎ সহস্র সমরতৎপর শূরগণে সব রাউনের শিবির পরিপূর্ণ ছিল এবং মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমকালবর্ত্তী মহাশূর শ্যাম

সিংহ আতরিওয়ালা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, ঐ শিবিরের স্থানেং সপ্ততি তোপ যোজিত হইয়াছিল।

এবম্প্রকারে উভয়পক্ষে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিলেন এমত কালে রাজা গোলাব সিংহ বিংশতি সহস্র পর্ব্বতীয় সৈন্য ও ত্রিংশৎ সহস্র ভার বাহি বলদের দ্বারা আহারীয় ও যুদ্ধ সামিগ্রী সহিত লাহোরে উপস্থিত হইলে লাহোরীয় যাবদীয় লোক সৈন্যগণ এবং রাজমাতা ও মন্ত্রিবর্গেরা তাঁহাকে আনন্দের সহিত অবলোকন করিতে লাগিলেন, পরে পঞ্জাবরাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক উক্ত রাজা সন্ধিকরণার্থ দুই জন উকীলকে পত্র সম্বলিত ফিরোজপুরে পাঠাইয়াদেন, তাঁহারা উভয়ে ৯ ফিব্রুআরির পূর্ব্বাহ্নে উক্ত স্থানে উপস্থিত হন, কিন্তু তৎকালে সবরাউনের শিবির আক্রমণার্থ যোদ্ধাগণেরা সজ্জিত হইতেছিল এবং আক্রমণোপযোগি যাবদীয় বস্তু প্রস্তুত হইয়াছিল একারণ গবরনর বাহাদুর চতুর্থ যুদ্ধে প্রাক্তন পরীক্ষার প্রতীক্ষায় তাঁহারদিগকে তথায় বাস করিতে আজ্ঞাদেন।

রাজা গোলাব সিংহের মনোগত তাৎপর্য্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এস্থলে কার্য্যদ্বারা সাধারণের বোধগম্য হইবে যে ঐ আত্ম হিতার্থি রাজা সময় বিবেচনা পূর্ব্বক লাহোরে আগত হইয়া পরমাদরের সহিত রাজদরবারে গৃহীত হইলেন এবং যে কৌশলজ্ঞ উকীল দ্বয়কে দৌত্যকর্ম্মে নিয়োগ করিলেন ও তাঁহারা এমত অসময়ে ফিরোজপুরে আইলেন যে তৎকালে

তাঁহারদিগের সহিত শ্রীযুতেরসাক্ষাৎ হইলনা এবং উক্ত সিংহ রাজমাতার ও খালাসা সেনাপতি দিগের প্রীত্যর্থ ৯ ফিব্রু আরিতে আপন সৈন্য গণকে হরিকীপত্তনের পরপার সবরা উন স্থানে পাঠাইয়াছেন তাহারা ঐ স্থানীয় যুদ্ধ সমাধার পর ১০ ফিব্রুআরিতে উপস্থিত হইয়া কেবল শীক সেনার দুরবস্থা দৃষ্টে উল্লসিত হইয়াছিল ফলত কোন উপকার করেনাই।

অনন্তর ৯ ফিব্রুআরি মঙ্গলবার প্রধান সৈন্যাধিপ সাহেব শুভকাল বিবেচনা পূর্ব্বক দিবা ৩।। ঘণ্টার সময়ে সৈন্য গণকে সবরাউন আক্রমণ করিতে আজ্ঞাদেন, পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ ত্রয়ে শ্রান্তক্লান্ত বৃটিস সেনারা সর্ব্বতোভাবে পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেনাই কিন্তু বর্ত্তমান যদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক রণোৎসাহের সহিত সিংহনাদ করত সিংহসংগ্রামে অগ্রসর হইল এবং বিপক্ষাপেক্ষা বৃহদাকার তোপ নিচয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করাগেল নানাস্থান হইতে আগত অশ্বারোহি ও পদাতিক সৈন্যদ্বারা বৃটিস সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধিহইল শ্রীমতী মহারাণীর ৯ ও ১৬ দল ভল্লাস্ত্রধারি ও ৩ গণিত অশ্বারোহি এতদ্ভিন্ন লিসন্‌স সাহেবের অশ্বারোহি ও ৪৩।৫৯ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক ও কএকদল গোলন্দাজ সৈন্য সমাগত হইয়া সমুদয়ে প্রায় অষ্টাবিংশতি সহস্র সৈন্য বিপক্ষাভিমুখে যাত্রাকরিল।

অগ্রে শত্রু সৈন্যকে রোদাওয়ালা ও ছোট সবরাউন স্থান হইতে দূরী করণ মানসে শ্রীযুত সর হেরি স্মিথ সাহেব স্বসৈন্যে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ৯ ফিব্রুআরির রাত্রিতে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করণের যে উদ্যম হইয়াছিল তাহা সিদ্ধ হইল না এমতে ১০ ফিব্রুআরির প্রত্যূষে গোরাখা সৈন্যদ্বারা রিপু সেনাকে তাড়াইয়া দেওয়াযায়, ঐসময়ে ভিন্ন২ সেনাপতিরা আপন২ সৈন্যসহিত শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের অনুজ্ঞা মত যুদ্ধযাত্রা করিলেন এমতকালে নিবিড় কুজ্ঝটিকার সমাগমে দিগন্ধিভূত হওয়াতে কিয়ৎকাল সেনাগণের গমন স্থগিতহয়, পরে সূর্য্যোদয়ে ধ্বান্তান্ত হইয়া দিক্প্রকাশ হইলে শীকসৈন্যের শিবির এইরূপে বেষ্টন করিলেক যে শতদ্রুতীরে মেজর জেনরল সররাবর্ট ডিক সাহেব দুইদল সৈন্যসহিত রিপুবাহিনীর দক্ষপার্শ্ব আক্রমণার্থ দণ্ডায়মান হইলেন, ধ্বজিনী নায়ক ব্রিগেডর ষ্টেসি সাহেব শত্রুশিবিরের শিরোভাগ আক্রমণা ভিলাষে ১০ এ ৫৩ দল পদাতিকের সহিত নিযুক্ত থাকিলেন, তাঁহার সহকারিতা জন্য ব্রিগেডর আস্বরণ হেম ৩৫০ হস্ত ভূমিব্যবধানে অবস্থান করিলেন, এবং মেজর জেনরল গিলবর্ট সাহেব নিজাধীন চমূচয়ের সহিত বিপক্ষ ব্যূহের মধ্যভাগ ভগ্ন করণাভিলাষে প্রস্তুত হইলেন মেজর জেনরল স্মিথ সাহেবের সৈন্যেরা গথ্যাগ্রামের নিকট দক্ষিণ সীমা শতদ্রুতীর পর্য্যন্ত বিস্তার হইয়া দণ্ডায়মান থাকিল এবং

বৃগেডর ক্যাম্পবেল সাহেব অশ্বারোহি সৈন্যের সহিত মধ্য ভাগের পশ্চাতে দক্ষিণে গিলবর্ট সাহেবের ও বামে হেরি স্মিথ সাহেবের বাহিনী রক্ষার্থ শ্রেণীপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন, মেজর জেনরল জুসেপ থ্যাকওয়েল সাহেব ব্রিগেডর স্কাট সাহেবের সহিত আবশ্যক মতে অশ্বারোহি সৈন্যের সাহার্য্যার্থে উপস্থিত হইলেন এবং বৃগেডর কিউরটন সাহেব স্বীয় অশ্বারোহি সৈন্যলইয়া রাজা লালসিংহ মিশ্রের অধীনস্থ শতদ্রু নদীর পরপারস্থ অশ্বারোহি সৈন্য দিগকে ভয়দর্শাইয়া তাহারদিগের পরপার আগমণের গত্যাবরোধ করিলেন, রণপ্রান্তরের স্থানে২ উচ্চভূমির অগ্রভাগে তোপসমুহ স্থাপিত হইল এবং স্থানে২ রণবাদ্যের সুস্বরে শূর সকলের সমরোৎসাহ বৃদ্ধিহইতে লাগিল।

এবম্প্রকারে বৃটিস সৈন্য দ্বারা সবরাউনের রণক্ষেত্র ব্যাপিত হওয়াতে রাজা তেজঃ সিংহ মনণিয়র মৌটন সাহেবের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক শিবিরের মৃন্ময় প্রাকারের উপরি ভাগে ও নিম্নস্থ প্রাচীরে ছিদ্র মধ্যে তোপ জম্বুরা যোজনা করত সৈন্য গণকে সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিতে আজ্ঞা দেন, ১০ ফিব্রুআরি দিবা সাত ঘণ্টা সময়ে যুদ্ধারম্ভ হয়, দিবা নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে প্রথমোদ্যমে অবিশ্রান্ত তোপ যুদ্ধে রণক্ষেত্র ধ্বান্তময় করিয়াছিল এবং ঊর্দ্ধগামি ধূম সমূহ নিবিড় মেঘ্যাবলির ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, ঐ

কালে নিঃক্ষিপ্ত শত২ রাকেট নামক আগ্নেয়াস্ত্র বিমানগামি ক্রীড়াকারি উল্কা গমনের ন্যায় বিপক্ষ শিবিরে পতিত হইয়া সেনা হনন করিতে লাগিল, তদ্রূপ শীক দিগের শতঘ্ন অগ্ন্যস্ত্র বৃটিস সৈন্য মধ্যে পতিত ও ক্ষণমাত্রে বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্যস্থ শত২ ক্ষুদ্রাকার গোলি দ্বারা সৈন্যগণকে ক্ষত বিক্ষত করিল, কিন্তু বিপক্ষেরা মুদকী ও ফিরোজসা স্থানীয় যুদ্ধের ন্যায় তোপ যুদ্ধে পূর্ব্ববৎ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই যেহেতু তত্তৎস্থানে তাহারা বৃহদাকার তোপ হৃত হইয়া মধ্যম ও ক্ষদ্রাকার যে গপ্তিতি তোপ স্থাপন করিয়াছিল তদ্দারা দূরস্থ বৃটিস সৈন্যের মহতী হানি ও অপচয় করিতে পারিলনা, অস্মিন্ যুদ্ধে বৃটিস সেনারা দীর্ঘাকার তোপের গোলা ক্ষেপণে তাহারদিগের গোলা ক্ষেপক গণকে ব্যতিব্যস্ত করাতে ক্রমশ বৈরি গণের তোপ ক্ষেপণীয় কার্য্যের হ্রাসতা হইয়া যায়, তদ্দৃষ্টে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর বৈরিব্যূহের দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণ করণার্থে সেনাপতি গিল্‌বর্ট সাহেবের সৈন্যদিগকে আজ্ঞাদেন, ঐসময়ে রণদক্ষ সেনাপতি ষ্টেসি সাহেবের সৈন্য দ্বারা বৈরিগণ স্বস্থান ত্যাগকরিয়া ব্যূহপ্রাঙ্গণে পলাইত হয়, এবং লেপ্‌টেনেন্ট ফ্রাঙ্ক সাহেবের অধীনস্থ ১০ গণিত সেনারা বিপক্ষের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধকরিয়া একদা স্বপক্ষ বিপক্ষের হৃদয়ে উৎসাহ ভয় উভয়ের উদয় করাইয়াছিল, ঐরূপ ৫৩ সংখ্যক শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর সৈন্যেরা বিপক্ষের ব্যূহমুখে বীরত্ব

প্রকাশ করণে ত্রুটি করিল না, এমতৎকালে ব্রিগেডর ষ্টেসি সাহেবের সৈন্যেরা কাপ্তেন হার্সফোর্ড ও ফরস্তাইস সাহেবের গোলন্দাজের ও লেপ্‌টেনেন্ট কর্ণেল লেন্‌স সাহেবের অশ্বারোহি সৈন্যের সহায়তায় বিপক্ষের ব্যূহ আক্রমণ করিলেক কিন্তু শীকেরা স্বকীয় তোপ বন্দুক ও জম্বুরাদ্বারা অজস্র গুলিবর্ষণে তাহারদিগকে নিরুদ্যম করিয়া দেয়, তদ্দর্শনে বৃটিস সেনাপতিরা বিপক্ষের ব্যূহভেদকরা অসাধ্য জ্ঞান করিয়া ছিলেন।

যে সকল শীকবাহিনী দুর্গের বহির্ভাগে যুদ্ধকরিতে ছিল তাহারদিগকে ষ্টেসি সাহেবের সৈন্যেরা পরাভব করণে তাহারা পলায়ন পূর্ব্বক শিবিরে প্রবিষ্ট হইল কিন্তু বিপক্ষ শিবিরের প্রাকার ভঙ্গকরা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বড়২ সেনাপতিগণের অসাধ্যজ্ঞান হইয়া ছিল, অনন্তর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ও শ্রীযুত কমণ্ডরনই চিফ্‌ সাহেব উভয়ে জেনরল গিলবর্ট সাহেবের সৈন্য দিগকে আজ্ঞাদেন যে তাহারা বিপক্ষের দক্ষিণদিগে গমন পূর্ব্বক মেং ষ্টেসি সাহেবের সাহার্য্য করণে প্রবৃত্ত হউক, কিন্তু অভাগ্যক্রমে ঐ সৈন্যেরা ভ্রমবশত গোলন্দাজ ও অশ্বারোহি সৈন্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে একবারে শীক শিবিরের মধ্যভাগ আক্রমণ করিয়া বৈরি সেনার অস্ত্র ঘাতে ও অগ্নিবর্ষণে বিদ্রুত বিব্রত হয়, ঐ সময়ে শ্রীমতী মহারাণীর ১ ও ২৯ গণিত বিলাতীয় সৈন্যগণ

অপরিমিত সাহসে বিপক্ষের যুদ্ধ পরিখাপরপার হইয়া শিবির আক্রমণ করাতে প্রাচীরাবরণে যে সকল শীকসেনারা দণ্ডায়মান ছিল তাহারা একদা সহস্র২ গুলিবর্ষণে বৃটিস. সৈন্যকে ক্ষতবিক্ষত ভগ্নোদ্যম করিয়া তাহারদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হয়, এবং নির্দ্দয়তারূপে আহত পলায়িত সৈন্যকে প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেয়, এইরূপে উক্ত ইউরোপীয় সৈন্যদল বারত্রয় বিপক্ষশিবিরে ধাবমান হইল, ও শীকসৈন্য দ্বারা পরাভূত আহত হইয়া পলাইয়া আইল, তাহারা এই দুরাক্রম্যস্থান আক্রমণ করাতে কেবল আপনারদিগের নাশের কারণ হইয়াছিল বিপক্ষের কিছুমাত্র হানি করিতে পারে নাই ঐ রূপ ১ গণিত ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্যদল দৌর্ভাগ্য ও দুর্মতির উদয়ে। পুঞ্জায়মান বিপক্ষ বাহিনীকে পরাজয় করণেচ্ছায় আপনারাই বিনষ্ট হয়, যে সকল সৈন্যেরা বিপক্ষের বন্দুকাঘাতে মুমূর্ষ হইয়া পতিতহইতে লাগিল তাহারদিগকেও নিষ্করুণ শীকেরা অস্ত্রাঘাতে খণ্ড২ করিয়াছিল, এইরূপে দিবা দুইপ্রহর একঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয়পক্ষে প্রাণপণে ঘোরতর সংগ্রামে জয়পরাজয় নিশ্চয় হইলনা, ফিরোজসা ও মুদকীর যুদ্ধাপেক্ষা বর্ত্তমান যুদ্ধ গুরুতর হইয়াছিল ভারতবর্ষের মধ্যে এযুদ্ধের উপমাস্থল প্রাপ্ত নাহইয়া শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ও প্রধান২ সেনাপতি সাহেবেরা পূর্ব্বে ফরাসিস মহাশূর বোনাপার্টির সহিত ওয়াটরলো স্থানীয়

যুদ্ধের সাদৃশ্য বিবেচনায় ভারতবর্ষীয় ওয়াটরলো নামে এইযুদ্ধের আখ্যা দান করিলেন।

শীক সেনারা ক্রমশ তোপযুদ্ধে ক্ষীণবল ও রণপ্রান্তর হইতে প্রাকারাবৃত পরিখা বেষ্টিত দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত ও দীর্ঘ কালাবধি বিপক্ষ সেনাগণকে নিবারণ করিয়াছিল কিন্তু শতদ্রু নদীর সেতুর অভিমুখে যে শিবিরের পথ ছিল তাহা অন্যান্য দিগেরন্যায় দৃঢ় রূপে রক্ষাকরে নাই, এমতে বৃটিস সৈন্যেরা ব্যূহের মধ্যস্থল ও দক্ষিণ পার্শ্ব বহু পরিশ্রমে ভগ্ন করিতে না পারিয়া পরিশেষে ঐ পথের সন্ধান পাইয়া একদা বহু সৈন্য তদ্দ্বারে শীক শিবিরে প্রবিষ্ট হইল তদ্দর্শনে শীক সেনারা বন্দুক পরিত্যাগ করত অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক দ্বারাবরোধ করিয়া কিয়ৎকাল ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু বৃটিস অশ্বারোহি সৈন্যের বেগাবরোধ করণে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেক, ঐ কালে দুই দল পর্ব্বতীয় গোরখা নামক সেনারা অস্ত্রযুদ্ধে শীক গোলন্দাজ দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবাতে বিপক্ষের সপ্ত ষষ্টি তোপ এবং দুইশত উষ্ট্রবহনীয় জম্বুরা বৃটিস সৈন্যের করাধীন হয় তদ্দর্শনে অবশিষ্ট বিপক্ষ সেনা শতদ্রুতীরে পলায়ন করিল, যুদ্ধের প্রথম ক্ষণে ও মধ্যকালে শীক সেনারা হিংস্র পশ্বাদি বৎ নির্দ্দয়তা রূপে, পরাভূত ও গোলাঘাতে পতিত পলায়িত সেনাগণকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছিল সেই আক্রোশে

শেষে বৃটিস সৈন্যেরা নিস্তেজ শীক সেনাকে মত্তকরি কর্ত্তৃক কদলীবন দলনের ন্যায় অস্ত্রাঘাতে মর্দ্দন করিলেক ঐ কালে বৃদ্ধ শূর শ্যাম সিংহ আত্তারিওয়ালা সৈন্য গণের পলায়ন নিবারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্য গ্রহণ না করাতে তিনি শতদ্রু মধ্যস্থ নৌকাময় সেতুর মধ্যভাগ ভাঙ্গিয়া দিবাতে তাহারদিগের গতিরোধ হয়, পরে অনুপায় হইয়া উক্ত অধ্যক্ষের অনুরোধে কিয়ৎ সঙ্খ্যক অশ্বা রোহি সৈন্যগণ পুনর্ব্বার রণভূমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঘোরতর সমর করিতে২ প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত যুদ্ধবীরবৎ সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিলেক অবশিষ্ট সেনাগণ সেতু ভঙ্গ প্রযুক্ত প্রাণ বৈকুল্যে সন্তরণ দ্বারা শতদ্রু পার হওনে চ্ছায় জলে পতিত হইল; ঐ কালে বৃটিস সৈন্যগণ পূর্ব্ব ক্রোধ বশত তীর হইতে নীর মধ্যে গুলিক্ষেপ পূর্ব্বক মৎস্য কূর্ম্মাদি যাদোগণ হননের ন্যায় শত২ মনুষ্যের প্রাণনাশ করিলেক ও তাহারদিগের গাত্র বিগলিত অসৃগ্ধারাতে শতদ্রুনীর আরক্ত কৃত ঘোরদর্শন হইল এবং সহস্র২ মৃত দেহে জল স্থল আচ্ছন্ন করিল মাংসাহারি খচর ভূচর জলচর জন্তুগণের মাংসাহারে অপ্রবৃত্তি জন্মিল, রণভঙ্গের প্রথমে সর্দার তেজঃ সিংহ শতদ্রু পার হইয়াছিলেন পরিণামে মেং মৌটন সাহেব শতদ্রু নদী সন্তরণ দ্বারা পারোত্তীর্ণ হইয়া রক্ষাপান, এত দযুদ্ধে বৃটিস সেনাপতি ওয়াটরলো স্থানীয় রণ বিজয়ী বৃদ্ধ

শূর সর বারর্ট ডিক সাহেব, ব্রিগেডর চারলস টেলর সাহেব, মেং হেমিলটন সাহেব, লেপ্‌টেনেন্ট জি এল ডেবিস সাহেব, কর্ণেল তামস রায়েন সাহেব, কাপ্তেন এড ওয়ার্ড ওয়ারন সাহেব, লেপ্‌টনেন্ট হেনিরি ক্রেইথ ফুল সাহেব, কাপ্তেন সটেলওয়ার্থ সাহেব, কাপ্তেন বারর্ট হে সাহেব, কাপ্তেন জান ফিসর সাহেব, কাপ্তেন জে মেকলিউড সাহেব প্রভৃতি ত্রয় দশজন সেনাপতি নিহত এবং মেজর জেনরল লিটলর সাহেব, মেজর জেনরল বারর্ট গিলবর্ট সাহেব, মেজর চার লর্স গ্রাণ্ট সাহেব, লেপ্‌টনেন্ট কর্ণেল গফ সাহেব, লেপ্‌ট নেণ্ট করনেল গুলড সাহেব, প্রভতি একোত্তর শত সেনা পতি আঘাত প্রাপ্ত হন তন্মধ্যে অনেকেই পশ্চাৎ পঞ্চত্ব পাই য়াছেন, দেশীয় সেনাপতি মধ্যে কেবল ৮ ব্যক্তি নিহত ৩০ জন আহত হন, এইযুদ্ধে সমুদয়ে ২৩৪৩ জন মনষ্য হত ও হীনাঙ্গ হয়, তন্মধ্যে ২০,৩১,৫৩,৫০ ও ১ সঙ্খ্যক বিলাতীয় সৈন্য দলের অধিকাংশ মনুষ্য বিপক্ষের সিবিরাক্রমন কালে হত হইয়াছিল শীক পক্ষীয় হতাহত সৈন্য গণের গণিত সঙ্খ্যা নিশ্চয় জানিতে পারাযায় নাই, অনেকানেক রণ দিদৃক্ষু বুদ্ধিমান গণের দ্বারা অনুমেয় হইয়াছে যে তদযুদ্ধক্ষেত্রে তাহারদিগের তিন সহস্রের অধিক মৃতদেহ দৃষ্টি হয় নাই অনন্তর পলায়ণ কালে জলে স্থলে সাত আট সহস্র সেনা বিনষ্টা হয়। প্রধান পক্ষীয় মৃত রাজকুমার নৌনেহাল সিংহের

শ্বশুর বৃদ্ধশূর শ্যাম সিংহ আতারিওয়ালা ও মৃত খোশাল সিংহ জমাদারের পুত্র সরদার কৃষ্ণ সিংহ, জেনরল গোলাব সিংহ কুপ্তি, সেনাপতি হীরা সিংহ জুপি, সেনাপতি মোবারক আলি, এলাহিবক্স, এবং কশৌর অধ্যক্ষ ফলক্ বুদ্দিন খাঁ নিহত হন ইহা ভিন্ন অন্যান্যের নাম ব্যক্ত হয় নাই।

মনুষ্যজাতির বিক্রমাপেক্ষা বুদ্ধিশ্রেষ্ঠা হয়, দেখ মৃতরাজা রণজিৎ সিংহ বুদ্ধি বিক্রম উভয়ে অন্বিত হইয়া নিজভুজবলার্জিত বৃহদ্রাজ্যের স্বাধীনাধীশ্বর হইয়া শত্রু মিত্রে শাসনাধীন প্রণয়ানুবন্ধে বদ্ধ রাখিয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রাজ্যৈশ্বর্য্যের সুখসংভোগ করিয়াছিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানতায় তৎপুত্র মিত্র অমাত্য ও সেনানীরা পরস্পর পরাক্রম প্রকাশার্থ গৃহ বিবাদে অল্প কালের মধ্যে বিলয় হয়, পরিশেষে বুদ্ধিহীনতা দোষে বলদর্পিত শেষ সেনারা অকারণ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হইল। যাহা হউক জগজ্জাগরূক জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য বিচার চৈক্কণ্য, কর্ম্মানুরূপে জীব সমূহকে ফলদান করিতেছেন, এই মদান্ধ দুর্বৃত্ত সেনাগণের দুর্বৃত্ততার স্বল্প বৃত্তান্ত বৃত্তখণ্ডে ব্যক্ত হইয়াছে এই শীক সেনারা স্বয়ং আহ্বান করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ১৮৪৪ সালের ৭ মে বাসরে গুরু বীর সিংহকে হনন করিয়াছে এবং শতদ্রু নদীর যে স্থানে সেই গুরুর দেহ নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল সেস্থানে সেই গুরুঘাতী গণেরা সন্তরণ সময়ে

বৃটিস সৈন্যহস্তে নিহত ও তাহারদিগের মৃতদেহে নদী আচ্ছর্ণা ও রক্তময়া হয়, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় মৃত জওয়াহর সিংহের সাধ্বীস্ত্রী গণের অভিসম্পাতি বাণী সুসিদ্ধা হইল যেহেতু তাঁহারা কহিয়াছিলেন দুরাত্মা সেনাগণের দেহ সৎকৃত হইবে না ও মাংসাহারি জীবেরাও ভোজন করিবেনা, এইকথা যথার্থ প্রত্যক্ষ হইল, ফিরোজসা ও সবরাউনের যুদ্ধে স্থলে জলে এত অপর্য্যাপ্ত মৃতদেহ ব্যাপ্ত হয় যে তাহারদিগের পুতিগন্ধে মাংসাহারি পশু পক্ষি মৎস্যাদিরাও মাংস ভোজন করে নাই দীর্ঘ কালাবধি জলে স্থলে পশ্যাদিকে শব ভোজন করিতে দৃষ্ট হয় নাই। গত সেপ্টেম্বর মাসে শ্যাম সিংহ আতারি ওয়ালা নিরাপরাধে রাজপুত্র পেশোয়ার সিংহের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, পাপশাস্তা পরমেশ্বর অচির কালের মধ্যে উক্ত সিংহের প্রতি সমুচিত দণ্ড বিধান করিলেন, পাপ বশত দৈবকোপে এই বৎসর পঞ্জাবের মধ্যে ওলাউঠা প্রবিষ্টা হইয়া লাহোর নগরে প্রায় বিংশতি সহস্র মনুষ্যকে সংহার করিয়াছিল।

অনন্তর যুদ্ধ সমাধা হইলে অপরাহ্ণ সময়ে কিয়ৎ সখ্যক শীক অনুচর গণেরা শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকট আগত হইয়া তাঁহার অনুমতি ক্রমে শ্যাম সিংহ আতারিওয়ালা প্রভৃতি প্রধান২ সরদার দিগের মৃত দেহ লইয়া বিধিবদ্রূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া যায় ঐ দিবস শতদ্রু

নদীর পর পারস্থ যাবদীয় সৈন্য লাহোর গমন করিলেক এবং ১২ দিবসে শ্রীযুত হুইলর সাহেব আপন অধীনস্থ বৃটিস সৈন্য সমভিব্যাহারে কুণ্ডাঘাটের নিকটে নৌকার সেতু দ্বারা নদী পার হইয়া পঞ্জাবে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তৎপশ্চাৎ ক্রমশ সৈন্যগণ গমন করিতে লাগিল পরে ১৭ ফিব্রুআরি দুর্গ ভেদক বহুতর তোপ ও নানা প্রকার যুদ্ধাস্ত্র ও দুর্গারোহণীয় সোপান প্রভৃতি নানা দ্রব্য সুরক্ষিত রূপে কশৌর স্থানে প্রেরিত হইল।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে যুদ্ধখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

সন্ধি খণ্ড।

শ্রীযুত গবর্ণর বাহাদুরের পঞ্জাব গমন ও সন্ধি নির্ণয় বিবরণ।

শ্রীযুক্ত লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর সবরাউনের যুদ্ধে পঞ্জাবীয় শীক সৈন্যের পরাক্রম চির নিস্তেজ করত ১১ ফিব্রুআরিতে জয়যুক্ত সেনা সমূহে পরিবেষ্টিত পুলকাবিষ্ট হৃষ্ট চিত্তে ফিরোজপুর আগত হইলেন ঐ দিবস লাহোরের উকীল শ্রীযুত লালা চূনিলাল ও জেনরল মাতাব সিংহের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক সারল্য ও সদয়তার সহিত কহিলেন যে পঞ্জাব রাজ্য গ্রহণীর্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বাপর অভীষ্ট নহে এক্ষণে

লাহোর উপস্থিত হইয়া ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করা যাইবে এই বার্ত্তার সহিত তাঁহারদিগকে সমাদর পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

লাহোরীয় উকীলেরা ১১ ফব্রুআরির পরাহ্নে শ্রীযুতের সমীপ হইতে বিদায় লইয়া দ্রুত গমনে লাহোরে উপস্থিত হইয়া রাজা গোলাব সিংহ ও শ্রীমতী পঞ্জাব রাজ্ঞীর নিকট সবিশেষ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন. ঐ সময়ে অবশিষ্ট শীক সৈন্যেরা সরদার তেজঃ সিংহের সহিত পলায়ন পূর্ব্বক অমৃতসরের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজদরবারে সংবাদ পাঠাইয়া দেয় যে সম্মুখ সংগ্রামে বৃটিস সৈন্যকে পরাজয় করণের প্রত্যাশা নাই এক্ষণে দুর্গাশ্রয় করত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, তদনন্তর সরদার গণেরা লাহোর অমৃতসর গোবিন্দগড়প্রভৃতি দুর্গে যুদ্ধ প্রয়োজনীয় ও আহারীয়দ্রব্য আহরণ করিতে লাগিল এবং আফগানীয় আখবর মহাম্মদকে ও করদায়ি মন্দি কুলু দেশের রাজাদিগকে সৈন্যের সহিত আগমনার্থ আহ্বান পত্র প্রেরণ করিলেক।

অনন্তর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর বহু সৈন্যদ্বারা সরক্ষিত হইয়া ১৪ ফিব্রুঅরি বাসরে কশৌর নগরে উপস্থিত হইলেন, আগমনকালে বিবেচনা হইয়াছিল যে উক্ত স্থানীয় দৃঢ়তর দুর্গবাসি শীক সেনারা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবে, কিন্তু শ্রীযুতের উপস্থিত সময়ে নগর বাহিরে জনমানব শীক সৈন্য

দৃষ্টিগোচর হইলনা, কেবল গতযুদ্ধে হতায়ু শীক সেনাগণের কলত্র পুত্র মাত্রাদির ক্রন্দনধ্বনিতে নগর শোকাচ্ছন্ন ছিল, তদনন্তর নগর প্রান্তরে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর স্বসৈন্যে অবস্থিত হইয়া এতদর্থে স্বাক্ষরিত ঘোষণা পত্রদ্বারা সর্ব্ব সাধারণে এ বিজ্ঞাপন করিলেন, যে ১৮০৯ সালের কৃতসন্ধি উচ্ছেদ করত সীকসৈন্য অনপেক্ষিতরূপে বৃটিস্বাধিকার আক্রমণ করিয়া বৃটিসসৈন্য কর্তৃক বারম্বার পরাভূত, ২২০ তোপ হত ও শতদ্রুর বামতীর হইতে তাড়িত হইয়াছে এবং জয়যুক্ত বৃটিস সৈন্যেরা পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছে পঞ্জাব গ্রহণার্থ বৃটিস গবর্ণমেন্টের কখন অভিলাষ ছিলনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে পরাক্রম স্থাপন ও স্বরাজ্য রক্ষাকরণ কারণ যুদ্ধাশ্রয় করা গিয়াছে অতএব পঞ্জাবের সৈন্যদ্বারা বৃটিস রাজ্যের যে অপচয় ও হানি হইয়াছে এবং যুদ্ধার্থে যে ব্যয় করা গিয়াছে তাহা প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি ভঙ্গকারকগণের সমুচিত দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া উত্তরকালে বৃটিস রাজ্যের প্রতি অত্যাচার ও আক্রমণ না করার অর্থে লাহোর গবর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত প্রতিভূ অর্থাৎ জামীন না দিবেন সেপর্য্যন্ত বৃটিস সৈন্য পঞ্জাবাধিকার করণোদ্যোগে নিবৃত্ত হইবেনা, ফলত রাজ্য বৃদ্ধি করণাভিলাষে গবর্ণমেন্টের এউদ্যম নহে বরং অভীষ্ট যে গবর্ণমেন্টের মিত্র বান্ধব রাজা রণজিৎ সিংহের বংশ সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া পূর্ব্ব সদ্ভাব রক্ষা করত রাজ্য ভোগ

করুন, এবং রাজবংশের শুভানুধ্যায়ি অধ্যক্ষগণ উপস্থিত হইয়া এমত নিয়মাবধারণ করণে প্রবৃত্ত হউন যে তদ্দারা স্বরাজ্যের প্রজাপালন ও সৈন্যশাসন ও বৃটিস গবর্ণমেণ্টের রাজ্য সীমা নিরুদ্বেগে পরিরক্ষণ হইতে পারে ইত্যাদি,, এই ঘোষণা পত্র প্রচার করাতে যাবদীয় সৈন্যগণ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল হা এই সমর যজ্ঞে সহস্র২ সেনাপতি ও সেনাগণ মৃত্যু সংকল্প করিয়া ভূরি২ প্রাণাহুতি প্রদানে কৃতকার্য্য হইয়া শেষ ফল প্রাপ্ত হইল না যদি এক দিবসের নিমিত্তও লাহোর ও অমৃতসর নগর লুঠিত হইত তথাপি মানসিক মহান্ দুঃখের কিঞ্চিৎ অপনোদন হইতে পারিত।

অনন্তর ঐ ঘোষণাপত্র লাহোরে উপস্থিত হইলে রাজা গোলাব সিংহ অভীষ্ট সাধনের অনপেক্ষিত শুভকাল প্রাপ্ত হইয়া পঞ্জাব রাজ্ঞীকে কহিলেন যে আর চিন্তার বিষয় নাই, রাজা দিলিপ সিংহকে সিংহাসনাভিষিক্ত করণে গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় আছে তদনন্তর তিনি অবিলম্বে নানা উপঢৌকনীয় দ্রব্য সহিত কশোর নগরাভিমুখে শ্রীযুতের নিকট যাত্রা করিলেন, উক্ত রাজার সমাগমে যদ্যপি শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আন্তরিক হৃষ্ট হইয়াছিলেন তথাপি বৈষয়িক কার্য্যের রীত্যনুসারে প্রথমত ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে লাহোরে

উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেচনা করাযাইবে, প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীযুত মেজর ল্যারেন্স ও সেক্রেটরি করি সাহেবের সহিত তদ্বিষয়ের কথোপথন করুন, পরে রাজা গোলাব সিংহ উক্ত সাহেব দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করত দীর্ঘ কাল কথোপকথনের পর তাঁহারদিগের দ্বারা শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের ইঙ্গিতাভাস জ্ঞাত হইয়া পুনর্ব্বার লাহোরে গমন পূর্ব্বক শ্রীযুত মহারাজ দিলিপ সিংহকে সমভিব্যাহারে লিলি য়ানাস্থানে ১৮ ফিব্রুআরিতে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন, তদনন্তর শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর শিশু রাজা দিলিপ সিংহের আগমনে প্রীত হইয়া তাঁহার সম্ভ্রমার্থ এক বিংশতিবার তোপধ্বনি করিতে আজ্ঞাদেন, এবং স্নেহের সহিত সমাদর করিয়া রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া আশ্বাস দান করত বারম্বার কহিলেন যে গবর্ণমেন্টের চির মিত্র রাজা রণজিৎ সিংহের বংশকে নিরাশ্ করিতে আমার কথন অন্তঃকরণ নাই কিন্তু এত ন্নিয়মে সন্ধ্যাবধারণ করিতে হইবে যে যুদ্ধ ব্যয়ার্থ লাহোর গবর্ণমেণ্ট সার্দ্ধেক কোটি মুদ্রার সহিত জলন্দর রাজ্য প্রদান করিবেন এবং যেসকল তোপ বৃটিস্ সৈন্যের বধোদ্যমে আনীত হয় তত্তাবত্তোপার্পণ পূর্ব্বক অবাধ্য সেনানী গণের সহিত খালশা নামক সৈন্য দলসমূহ ভঙ্গ করিয়া দিবেন এতৎ কথোপকথনানন্তর শ্রীযত গবরনর বাহাদুর রাজ কুমারকে বহুদল বৃটিস সৈন্য সহিত সসজ্জিত করিয়া সমারোহ রূপে লাহোরে প্রেরণ করিলেন।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে রাজমাতা অরক্ষিতপ্রায় অল্প সৈন্য সহিত বিপক্ষ শিবিরে বালক পাঠাইয়া হৃদয়ে বিবিধা নিষ্টাশঙ্কায় বিপুল পরিতাপে তাপিতা ও অশ্রুপূর্ণা হইয়া প্রতিক্ষণে প্রাসাদোপরি দণ্ডায়মানা হওত পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এমতকালে রাজকুমারের প্রত্যাবর্ত্তন স্বরূপ সুধাময় সংবাদ তাঁহার কর্ণপথ দ্বারা হৃদয়স্থ হইয়া পরিতাপ নির্ব্বাণ করিল ক্ষণপরে রাজপুত্রের মুখাবলোকনে আনন্দ প্রবাহে নিমগ্না হইলেন। অনন্তর রাজমাতা সন্ধি বিষয়ক সম্বাদ শ্রবণ করত হৃষ্টা হইয়া কহিলেন যে এক্ষণে রাজকুমারের ও আপন ভাগ্য বৃটিস গবর্ণমেণ্টের করায়ত্ত হইল অধুনা প্রাণরক্ষা হইবে নতুবা সৈন্য পরাক্রম পূর্ব্ববৎ সজীব থাকিলে কোন্ দিবস রাজা শের সিংহ প্রভৃতির অনুগমন করিতে হইত।

মহারাজ শের সিংহ ও মন্ত্রি ধ্যান সিংহের মরণের পর পঞ্জাব রাজ্যের রাজকীয় শাসনাদি ব্যাপার কেবল খালশা সৈন্যের হস্ত গত হইয়াছিল সেই স্বেচ্ছাচারি সৈন্যেরা মধ্যেং সভা করিয়া যাহা অভীষ্ট হইত তাহাই করিত রাজরাণী মন্ত্রিগণের সহিত নামমাত্র রাজ্যাধিকারিণী ছিলেন। রাজা দিলিপ সিংহ বহুতর বৃটিস্ সৈন্যে পরিরক্ষিত হইয়া লাহোরে আগমন করাতে খালশা সৈন্যেরা রাণীর প্রতি ও রাজা গোলাব সিংহের প্রতি ক্রোধাকুল হইয়া তাঁহারদিগের প্রাণ নাশের ভয় দর্শাইয়া রাজমাতাকে বিজ্ঞাপন করিলেক

যে সিন্ধুদেশের শের মহাম্মদ খাঁ ও কাবলের আখবর মহা
ম্মদ খাঁ যুদ্ধ সাহায্য করণার্থ প্রস্তুত হইয়াছে এসময়ে সন্ধি
করিয়া তিনি কি খালশা সৈন্যের বিনাশের বাসনা করিয়া
ছেন, ঐ কথায় রাজমাতা ত্রাসিতা হইলেন না যেহেতু বৃটিস
সৈন্যের সমাগমে প্রাণ রক্ষার বিশেষ উপায় হইয়াছিল ঐ
কালে সরদার তেজঃ সিংহ সৈন্য গণের মনোরঞ্জনার্থ সন্ধি
বিষয়ে সম্মত হন নাই. পরে যাবদীয় বৃটিস সৈন্য লাহোরের
নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি
নম্রতা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুত বাহাদুর ১৮ ফিব্রুআরিতে রাজা দিলিপ সিংহকে
বিদায় করিয়া ঐ দিবস ঘোষণা পত্র দ্বারা সর্ব্বস্থানীয়
বিশেষত লাহোর ও অমৃতসর নগরীয় ব্যবসায়ি ও বাণিজ্য
কারি ও সাধারণ প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে
বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর রাজ্যের পূর্ব্বমত সম্প্রীতি
স্থাপনীয় প্রস্তাব হইয়াছে. অতএব বৃটিস সৈন্যের প্রতি
নিঃসন্দেহ হইয়া তাহারা নির্ভয়ে কাল যাপন করুন।
২০ ফিব্রুআরি বাসরে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ও
প্রধান সেনাপতি সাহেব. স্বসৈন্য সহিত লাহোরের অদূরে
মীয়ান মীর নামক খালশা সৈন্যের শিবির স্থানে উপস্থিত
হইয়া তথায় শিবির স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন, ঐ
স্থানে ফকির নুরুদ্দিন ও দেওয়ান দীন নাথ প্রভৃতি যাব

দীয় সরদারেরা সমাগত হইয়া সমাদরের সহিত দর্শনী প্রদান পূর্ব্বক শ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ঐ দিবস রাজা গোলাব সিংহ যুদ্ধে ধৃত যাবদীয় বিলাতীয় সেনা গণকে বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া শ্রীযুতের নিকট সমর্পণ করিলেন তাহারা উক্ত রাজা দ্বারা সুপালনের সংবাদ বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীযুত বাহাদুর রাজ সৌজন্যতায় পরম হৃষ্ট হইয়া লাহোরীর যে যে সেনাগণ বৃটিস সৈন্য দ্বারা ধৃত হইয়াছিল তাহার দিগকে পরিত্যাগ করিলেন।

২২ ফিব্রুআরিতে রাজা গোলাব সিংহ শীকাধ্যক্ষ গণের শ্রীমতী পঞ্জাব রাজ্ঞীর এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতি ক্রমে উভয় রাজ্যের বিবাদ শান্ত্যর্থ মধ্যস্থ ও লাহোরের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হইলেন ঐ দিবস লাহোরীয় রাজ সৈন্যগণ লাহোর হইতে দূরান্তরিত এবং বৃটিস সৈন্যেরা লাহোরে প্রবিষ্ট হইয়া পুরদ্বার ও বাদশাহী ময়জিদ ও হজুরিবাগ প্রভৃতি প্রধান২ স্থান রক্ষার্থ নিযোজিত হয়, অনন্তর ২৪ ফিব্রুআরির প্রাতে যেসকল বৃটিস সৈন্যগণ পঞ্জাবীয় যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারদিগকে ৭০ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদানার্থ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদর আজ্ঞাদেন কিন্তু ঐ স্থানে অর্থাভাব প্রযুক্ত দাতব্য মুদ্রা প্রদানের কাল বিলম্ব হয়।

অনন্তর শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে রাজা গোলাব সিংহ লাহোরীয় সচিব ও সেনাপতিগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক খালশা সৈন্যের দল ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দেন, তাহাতে তিন দিনপর্য্যন্ত সৈন্যেরা ক্রোধাকুল হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করে নাই পরিশেষে অত্যাচার করণের উপায় শূন্য হইয়া পঞ্চমাসের বক্রী বেতন মাসিক দ্বাদশ মুদ্রার বিনিময়ে সপ্ত মুদ্রা পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া নানাদিগে গমন করিলেক। এই সৈন্যদল ভঙ্গকালে কয়েক দিবস লাহোরে গুরুতর জনতা হইয়াছিল। পরন্তু মার্চ্চ মাসের প্রথমে সিন্ধুদেশ হইতে শ্রীযুত সর চার্লস নাপিয়র সাহেব বহু সৈন্য সহিত ফিরোজপুর হইয়া লাহোরে স্বকীয় আগমন বার্ত্তা প্রদান করাতে তথাহইতে ভূরি সৈন্য ও বৃটিস সৈন্যগণেরা আগত হইয়া মহা সমারোহপূর্ব্বক উক্ত সাহেবকে লাহোরে লইয়া যায় তাহার পর শিশুরাজ দিলিপ সিংহ ও তাঁহার মন্ত্রিগণের সমক্ষে দ্বাবিংশতি সহস্র বৃটিস সৈন্যেরা রিবিউ অর্থাৎ যুদ্ধ কৌশল দর্শন করাইলেক তদ্দর্শনে লাহোরীয় লোকেরা চমৎকৃত হয়, ঐ দিবস যাবদীয় বৃটিস সেনাপতিগণকে শ্রীযুত বাহাদুর সমারোহ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন, ততঃ পর শ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে মেজর লারেন্স সাহেব ও সেক্রেটরি করী সাহেব সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত পূর্ব্বক রাজা গোলাব সিংহ দেওয়ান দীননাথ ও ফকীর নরুদ্দিন

প্রভৃতি অধ্যক্ষগণকে শ্রবণ করাইলেন কিন্তু সময়ের এইরূপ বিপরীত প্রবাহ হইয়াছিল যে তাহাতে কেহ বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া স্বীকার করিলেন তদনন্তর সন্ধিপত্র শুদ্ধরূপে লিখিত হইলে ৮ মার্চ্চে লাহোরীয় সচিববর্গ ও অধ্যক্ষগণ শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেবের তাম্বুমধ্যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং ঐকালে স্থিরীকৃত হইল যে আগামি দিবসাপ রাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের তাম্ব মধ্যে মহারাজ সমাগত হইলে ঐ পত্র দৃঢ়তর হইবে। ৯ মার্চ্চে নিরূপিতকালে শ্রীযুত আপন তাম্বুমধ্যে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত হিউজগফ সাহেব ও সিন্ধুদেশের গবরনর ও সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযত সর চার্লস নেপিয়র সাহেব প্রভৃতি যাবদীয় প্রধান বর্গকে ও প্রত্যেক সৈন্যদলের এক২জন এতদ্দেশীয় সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন তৎপরে মহারাজ দিলিপ সিংহ আপন প্রধান মন্ত্রি লাল সিংহ, রাজা গোলাব সিংহ ও প্রধান সেনাপতি সরদার তেজঃ সিংহ প্রভৃতি ত্রিশজন প্রধানবর্গের সহিত সমাগত হইলে সমাদৃতরূপে দরবারে গৃহীত হইলেন তাঁহার সম্ভ্রমার্থ এক বিংশতিবার তোপধ্বনি হইল, তদনন্তর সন্ধিপত্র দ্বয় দৃঢ়ীকৃত হইয়া পরস্পর প্রদত্ত হয় অর্থাৎ উভয়পক্ষের স্বাক্ষরিত হইলে মহারাজ দলিপ সিংহ শ্রীযুত গবরনর জেনরলের হস্তে অর্পণ করিলেন ঐরূপ শ্রীযুত বাহাদুরের দ্বিতীয় পত্র রাজপুত্রের হস্তে অর্পিত হয়, ঐ সন্ধি পত্রের অবিকল অনবাদ নিম্নে লিখিত হইল।

লাহোর রাজ্যের সহিত বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সন্ধি।

১৮০৯ সালে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত মৃত রাজা রণজিৎ সিংহের মিত্রতা ও প্রণয় বিষয়ে যে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহা শীক সৈন্যেরা গত ডিসেম্বর মাসে বৃটিসাধিকার আক্রমণ দ্বারা ভঙ্গ করাতে লাহোর গবর্ণমেণ্টের শতদ্রু পরপারে যে রাজ্য ছিল তাহা ১৩ ডিসেম্বরের ঘোষণা পত্র প্রচার পূর্ব্বক বৃটিস গবর্ণমেণ্ট স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া লন, তাহার পর পরস্পর উভয় সৈন্যে বারম্বার যুদ্ধ হইয়া শেষ বৃটিস সৈন্যেরা লাহোরাধিকার করাতে এতদুভয় রাজ্যে বিশেষং নিয়মে সন্ধি স্থাপন কর্ত্তব্য হইল, ইহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের সহিত ও মহারাজা দিলিপ সিংহ বাহাদুরের ও তাঁহার পুত্রাদি উত্তরাধিকারি গণের সহিত বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শ্রীমতী মহারাণীর মহামান্য প্রবিকৌন্সেল গবরনর জেনরল অর্থাৎ কোম্পানি বাহাদুরের নিযোজিত ভারতবর্ষের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সর হেনিরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত শ্রীযুত ফ্রিডিরিক করি সাহেব ও রাবট মেজর হেনিরি মণ্টগোমরি লারেন্স সাহেব ও মহারাজ দলিপ সিংহের পক্ষে রাজকীয় ক্ষমতানুসারে সরদার ভাইরাম সিংহ, রাজা লাল সিংহ, সরদার রণজোর সিংহ মিজিতিয়া, দেওয়ান দীননাথ এবং ফকীর নুরউদ্দিন পশ্চাল্লিখিত সন্ধিকার্য্য অবধারণ করিলেন।

১ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত মহারাজ দলিপ সিংহের ও তাঁহার উত্তরাধিকারি গণের সদ্ভাব ও মিত্রতা চিরস্থায়ী হইবেক।

২ ধারা। মহারাজ দলিপ সিংহ স্বয়ং ও উত্তরাধিকারি গণের সহিত শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরস্থ সমস্ত ভূমি সম্পত্তি পরিত্যাগ করিলেন তৎপ্রতি কিম্বা তত্রস্থ প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার কি তাঁহার উর্ত্তরাধিকারিগণের কোন সম্পর্ক ও দাওয়া থাকিবেনা।

৩ ধারা। মহারাজ বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তি দোয়াব রাজ্য ও তন্মধ্যস্থিত দুর্গ পর্ব্বত ও উপত্যকার স্বত্বা ধিকার অনরবিল কোম্পানি বাহাদুরকে চিরকালের জন্য দান করিলেন,।

৪ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট ৩ ধারার লিখিত দত্তরাজ্যের অতিরিক্ত দেড় কোটি টাকা লাহোর গবর্ণমেণ্টের স্থানে দাওয়া করেন তাহাতে উক্ত গবর্ণমণ্ট এককালে ঐ টাকা প্রদান করণে অথবা ক্রমশ টাকা প্রদানের উপযুক্ত প্রতিভু দেওনে অশক্ত হইয়া এক কোটি টাকার তুল্য মূল্যে বিপাশা ও সিন্ধুনদীর অন্তর্গত কাশ্মীর. হাজারা ও পর্ব্বতীয় সমস্ত দেশের স্বত্বাধিকার ও আধিপত্য চিরকালের জন্য শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরকে অর্পণ করিলেন।

৫ ধারা। এইসন্ধি পত্র দৃঢ়তর করণের কালে বা পূর্ব্বে ৫০ লক্ষ মুদ্রা মহারাজ দিলিপ সিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিবেন।

৬ ধারা। মহারাজা অবাধ্য সৈন্যদিগকে পদচ্যুত করিয়া তাহারদিগের যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করিবেন, এবং আইন নামক পদাতিক সৈন্যগণকে যথা নিয়মে মহারাজ রণজিৎ সিংহের রীত্যনুক্রমে তাহারদিগের বেতন প্রদান করিবেন, এবং এই ধারার বিধানক্রমে পদচ্যুত সৈন্যগণকে বেতন দিবেন।

৭ ধারা। অদ্যাবধি প্রত্যেক দলে ৮০০ শত যোদ্ধা গণিত পঞ্চ বিংশতি দল পদাতিক দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য নির্দ্ধারিতরূপে নিযুক্ত থাকিবে, বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেনা, কোন সময়ে বৃদ্ধি করণের আবশ্যক হয়, তাহার বিশেষ কারণ গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাত করিয়া অভিপ্রায় মত কার্য্য করিবেন ও কার্য্য সমাধার পর পুনর্ব্বার সৈন্য দল ন্যূন করিয়া দিবেন,।

৮ ধারা। যে ৩৬ টা তোপ বৃটিস সৈন্যের অভিমুখে শতদ্রু নদীর দক্ষিণতীরে পাতিত হইয়াছে যে তোপ সব রাউনের যুদ্ধসময়ে লইতে পারা যায়নাই তত্তাবৎ তোপ মহারাজ বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিবেন।

৯ ধারা। বিপাশা ও শতদ্রু নদী ও শতদ্রু নদীর শেষ সীমা যাহা গোরা বা পঞ্চনদ নামে বিখ্যাত হইয়া মিতণ্ডা

কোটের নিকট সিন্ধুতে মিলিত হইয়াছে ও মিতণ্ডা কোট হইতে বিলোচিস্থান পর্য্যন্ত সিন্ধুনদীর আধিপত্য অর্থাৎ নৌকা যাতায়াতের পারাবারের কর গ্রহণের কর্তৃত্ব বৃটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিবেক ফলত লাহোর গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যার্থ বা অন্য প্রকার নৌকা সকল উক্ত নদ্যাদির মধ্যে যাতায়াত করিলে তাহার কর গ্রহণ করা যাইবে না উক্ত নদী সকলের নানাঘাটে এতদুভয় রাজ্যমধ্যে মনুষ্যাদি যাতায়াতের পারের সংগৃহীত মাসুল ব্যয় বাদে যাহা লভ্য হইবে তাহার অর্দ্ধাংশ লাহোর গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা যাইবে। এই ধারার বিধানানুসারে ভওলপুর ও লাহোরের সম্মুখ বর্ত্তি ঘাটের উপর বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না তত্তৎ স্থানীয় গুজারার কর লাহোর গবর্ণমেণ্ট পৃথক গ্রহণ করিবেন।

১০ ধারা। যদি বৃটিস্ গবর্ণমেণ্ট স্বরাজ্য বা কোন বান্ধবের রাজ্য রক্ষার্থ মহারাজের অধিকারের পথে সৈন্য পাঠাইবার প্রয়োজন জ্ঞান করেন তবে সৈন্য গমনীয় সংবাদ অগ্রে বিজ্ঞাপন করিলে রাজকীয় কার্য্য কারিগণ সৈন্যদিগের নদী পার হওনের নৌকা ও আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া দিবেন ও তত্তাবৎ দ্রব্যাদির উচিত মূল্য বৃটিস গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিবেন এবং যে পথে বৃটিস সৈন্য গমন করিবেক তত্তৎ স্থানীয় প্রজাগণের ধর্ম্মহানি বিষয়ে বা অন্যপ্রকার অত্যা

চার নিবারণের প্রতি বৃটিস গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

১১ ধারা। মহারাজ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বৃটিস প্রজা বা আরমানিয়ান কিম্বা অন্য বিলাতীয় মনুষ্যকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

১২ ধারা। জম্বুদেশীয় রাজা গোলাব সিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর রাজ্যের সম্প্রীতি স্থাপনার্থ যে সুকার্য্য করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া মহারাজ দিলিপ সিংহ তাঁহাকে স্বাধিনতা পদপ্রদান করিতেছেন, বৃটিস গবর্ণমেণ্ট পৃথক অঙ্গীকার পত্রদ্বারা তাঁহাকে উক্ত যেসকল পর্ব্বতীয় রাজ্য প্রদান করিবেন ও যেসকল রাজ্য মহারাজ খড়্গ সিংহের সময়াবধি তাঁহার অধীনে আছে তত্তাবদ্রাজ্যের উপর তিনি স্বাধীন হইবেন এই সন্ধিধার্য্য বিষয়ে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাধুতা দর্শনে তাঁহাকে স্বাধীন পদপ্রদান করত তাঁহার সহিত পৃথক সন্ধিপত্র স্থিরতর করিবেন।

১৩ ধারা। যদি রাজা গোলাব সিংহের সহিত কখন লাহোর রাজ্যের বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে মধ্যস্থ স্বরূপে নিষ্পত্তি করণের ভারার্পণ করিবেন এবং বৃটিস গবর্ণমেণ্ট যেরূপে নিষ্পত্তি করিবেন মহারাজ তাহার অন্যথা করিবেননা।

১৪ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে লাহোর রাজ্যের সীমা পরিবর্ত্ত হইতে পারিবেনা।

১৫ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট লাহোরের রাজশাসনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না তবে যে সকল বিষয় বিবেচনা করণার্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারার্পণ হইবে তত্তৎকার্য্যে গবরনর জেনরল্ লাহোর রাজ্যের হিতার্থ সদুপদেশের সহিত সহায়তা করিবেন।

১৬ ধারা। লাহোর ও বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রজারা স্বেচ্ছাধীন যখন যে রাজ্যে গমন করিবেক তখণ সেই রাজ্যের প্রজারূপে গণ্য হইবেক।

বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় শ্রীলশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে শ্রীযুত ফ্রিডিরিক করি সাহেব ও মেজর হেনরি মণ্ট গোমরি লারেন্স সাহেব এবং শ্রীযুত মহারাজ দিলিপ সিংহের পক্ষীয় শ্রীযুত ভাই রাম সিংহ শ্রীযুত রাজা লাল সিংহ, সরদার তেজঃ সিংহ, সরদার চতুর সিংহ আতারিওয়ালা, রণজোর সিংহ মিজিঠিয়া, দেওয়ান দীননাথ ও ফকিরনুরুদ্দিন এতদুভয় পক্ষীয় প্রধান গণের দ্বারা ষোড়শ ধারায় এই সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত ও স্বাক্ষরিত হইলে শ্রীলশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ও শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ দিলিপ সিংহের মোহরে মুদ্রাঙ্কিত ও দৃঢ়ীকৃত হইল।

রাজধানী লাহোর ৯ মার্চ্চ ১৮৪৬ সাল। ১০ রবিয়ল আউয়ল হিজিরি ১২৬২ সাল।

সাক্ষর কারির নাম।

মহারাজ দিলিপ সিংহ, হেনিরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুর, ভাই রাম সিংহ, রাজা লাল সিংহ, সরদার তেজঃ সিংহ, ফ্রিডিরিক করি সাহেব, সরদার চতুর সিংহ আঁতারিওয়ালা, সরদার রণজোর সিংহ মিজিতিয়া, দেওয়ান দীননাথ, ও এচ এম লারেন্স সাহেব।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে সন্ধিখণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

অপ্রত্যাসিত রূপে অজেয় শীক্ সৈন্যদিগকে জয় করিয়া অল্পকাল মধ্যে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট অভীষ্ট মত সন্ধিলাভ করিলেন এস্থলে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রবল সৈন্য বলাপেক্ষা সৌভাগ্যবল বলবান বলিতে হয়, কেননা গবর্ণমেণ্টের শুভা দৃষ্ট বশত পঞ্জাবের প্রত্যেক সৈন্য দলের অধ্যক্ষ দিগের ও সেনাপতি গণের পরস্পর মতভেদ হওয়াতে বিবেচিত রূপে যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারেনাই বিশেষত গ্রীষ্ম বা বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে ঐ যু রম্ভ হইলে রৌদ্রাতপ অসহিষ্ণু হিম প্রধানক বিলাতবাসি সৈন্যের। যুদ্ধস্থলে স্থিরতর হইতে পারিত না এবং যেকালে শ্রীযুত গবরনর বাহাদর অসম সাহসে নির্ভর করিয়া পঞ্জাবে প্রবিষ্টহইলেনতৎকালে পেশো য়ার মূলতান শাপুর ও অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে অন্যূন ষষ্টি সহস্র যুদ্ধ তৎপর সেনা উপস্থিত ছিল ও রাজা গোলাব সিংহের

সহিত জম্বূদেশীয় পর্ব্বতীয় বিংশতি সহস্র সৈন্য আসিয়াছিল এবং লাহোর অমৃতসর ও গোবিন্দ গড় দুর্গে তোপাদি যুদ্ধাস্ত্রের অল্পতা ছিলনা, যদি শ্রীযুত বাহাদুর গোলাব সিংহের আগমনে সন্ধি স্বীকার নাকরিতেন তবে উক্ত রাজা বিপক্ষতা সত্ত্বেও লাহোরের পক্ষবল হইতেন যাহা হউক অভাগ্য সৌভাগ্য সহকারে মনুষ্যের কুমতি সুমতির উদয় হয় যেহেতু কশৌর নগরে বৃটিস সৈন্যগণের অবস্থিতিতে গবরনর বাহাদুরের মনে সন্ধিকরণে প্রবৃত্তি হয় ঐ কার্য্য কিপর্য্যন্ত শ্রেয়স্কর তাহা অনির্ব্বচনীয় কেননা পূর্ব্বযুদ্ধের পরিশ্রমে আহারের কষ্ট ও প্রচণ্ড তপন তাপে তাপিত অস্থিমাত্রাবশিষ্ট সেনাগণ ক্ষীণবল হইয়াছিল সেসময় শীক অধ্যক্ষেরা সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া দুর্গাশ্রয় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারদিগকে জয়করা বহুকাল ও কষ্টসাধ্য হইত অথবা তাহারা সন্ধির প্রস্তাব মাত্রে গবর্ণমেণ্টের পদাবনত নাহইলে এবম্ভূত লাভজনক সন্ধি হইতে পারিত না বোধ হয় শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর এইমত স্বপক্ষ বিপক্ষের বলাবল বিবেচনায় সন্ধিকরণে ত্বরান্বিত হইলে তাঁহার সময় বান্ধব রাজা গোলাব সিংহ স্বকার্য্য সাধনাভিলাষে ত্বরায় তৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেন, সন্ধিপূর্ব্বে গবরনর বাহাদুর কহিয়া ছিলেন যে যদি পঞ্জাব রাজ্ঞী সমুদয় দুইকোটি টাকা প্রদান করেন তবে গবর্ণমেণ্ট জলন্দর রাজ্য গ্রহণ করিবেন না এবং দুইকোটি

টাকা পঞ্জাবের রাজকোষ হইতে প্রদান করা ক্লেশকর হইত না যেহেতু মহারাজ রণজিৎ সিংহ মৃত্যুকালে বিশকোটি মুদ্রা রক্ষাকরিয়া লোকান্তরিত হন তাহার পর সময়ে২ যুদ্ধ ঘটনায় কোষাধ্যক্ষ সেনাপতি অমাত্য গণেরা বিশেষত রাজা ধ্যান সিংহ হীরাসিংহ গোলাব সিংহ প্রভৃতি তত্তাবদর্থ হরণ দ্বারা ভাণ্ডার শূন্য করিয়া দেয় অবশিষ্ট যে কিঞ্চিৎ ধন গোবিন্দ গড়ে ন্যস্ত ছিল তাহাও বর্ত্তমান যুদ্ধব্যয়ে নিঃশেষ হয় কথিত আছে প্রথমত পঞ্জাব রাজ্ঞী অর্থ সংগ্রহ করণার্থ সচিব ও অমাত্য বর্গকে সভায় আহ্বান পূর্ব্বক কহেন যে তাঁহারা ঐ দুঃসময়ে স্বীয়২ ধনাগার হইতে অর্থার্পণ করত রাজ্য রক্ষা করুন তাহাতে দেওয়ান দীননাথ ও চতুর সিংহ আতারিওয়ালা সম্মত হইয়া স্থির করিলেন যে সাধারণের দ্বারা এককোটি দ্বাত্রিংশৎ লক্ষমুদ্রা সংগৃহীত হউক বক্রী ৬৮ লক্ষ মুদ্রা ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবে কিন্তু অভাগ্য ক্রমে ঐ প্রস্তাবে সকলে মৌখিক সম্মত হইয়া কার্য্য কালে কেহ ধনদান করিলেন না, কেবল নানাচ্ছল চাতুরী দ্বারা ধনদানে গতিক্রীয়া করিতে লাগিলেন পরিশেষ পঞ্জাব রাজ্ঞী ভৃত্যগণের মনের বিরুদ্ধ ভাবানুভাব করত গোলাব সিংহকে কহিলেন যে তিনি মৃত সচেত সিংহের ও হীরাসিংহের অধিকৃত রাজ্য বন্ধক লইয়া ৫০ লক্ষমুদ্রা প্রদান করুন রাজা তাহাতেও স্বীকৃত না হইলে রাজা লালসিংহ ক্রোধ পূর্ব্বক

কহিলেন যে তুমি উজীরীপদ গ্রহণ করিয়া যদি অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেনা তবে তোমার নিজরাজ্য জম্বুদেশ অন্যকে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিব, উক্ত রাজা সেইচ্ছলে পদ ত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন যে তিনি পঞ্জাবের কার্য্যে আর হস্ত ক্ষেপ করিবেন না রাণী যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা কার্য্য সাধন করুন, এতদনন্তরে রাজা গোলাব সিংহ গবরনর বাহাদুরের সহিত দূতরূপে সংযুক্ত হইলেন, এবং শ্রীযুত বাহাদুর সুসময় বুঝিয়া বারম্বার টাকার জন্য রাণীকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন লালসিংহ মন্ত্রী হইয়া কোন উপায় করিতে পারিলেন না পরে কিস্তিবন্দি করণের প্রস্তাব করাতে শ্রীযুত তাহা স্বীকার নাকরিয়া উপদেশ করিলেন যে কোহস্থান অর্থাৎ পর্ব্বতীয় রাজ্য কোটি মুদ্রায় বিক্রয় করত বাকি পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন পরিশেষে পঞ্জাব রাজ্ঞী উপায় দর্শন নাকরিয়া শ্রীযুতের অভীষ্টমত সন্ধি ধার্য্য করিতে মন্ত্রিগণকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ১০ মার্চ্চের প্রাতে স্বজনগণ ও অনেকানেক শীক সরদার দিগের সহিত বৃটিস সৈন্য সমূহের যুদ্ধশিক্ষা দর্শন করত অপরাহ্নে প্রধান সেনাপতি ও সিন্ধুদেশের গবরনর এবং অন্যান্য মান্য সৈন্যাধ্যক্ষ দিগকে লইয়া লাহোরীয় রাজদরবারে সমাগত হইয়াছিলেন ঐ সভামধ্যে দেওয়ান দীননাথ উভয় রাজ্যে মিত্রতা ও সন্ধি

স্থাপন বিষয়ে গবরনর বাহাদুরের কৃতজ্ঞতা ও সৌহৃদ্য সূচক বক্তৃতা পত্র পাঠ করিলেন পরে সভাভঙ্গ হইলে শ্রীযুত স্বজন গণের সহিত শিবিরে প্রত্যাগত হন, ১১ মার্চ্চ বাসরে পঞ্জাব রাজ্ঞী পদচ্যুত খালশা সৈন্যের ও শীক অধ্যক্ষ দিগের পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ করত একবৎসর পর্য্যন্ত বৃটিস সৈন্য দ্বারা রাজধানীর সহিত স্বকীয় পুত্রের প্রাণ রক্ষার্থ গবরনর বাহাদুরের সমীপে বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীযুত সম্মত হইলেন এবং ঐ দিবস বিকালে রাজমন্ত্রিগণ শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেবের তাম্বুমধ্যে উপস্থিত সৈন্য স্থাপনীয় ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতিজ্ঞা পত্র স্থিরতর করিলেন।

বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর দরবারের প্রতিজ্ঞাপত্র ১১ মার্চ্চ ১৮৪৬ সাল।

১ ধারা। সন্ধি পত্রের ৫ ধারার লিখিত মতে লাহোরীয় গবর্ণ মেণ্ট যে পর্য্যন্ত সৈন্যদল স্থাপন না করেন তত্তাবৎকাল অর্থাৎ ১৮৪৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত মহারাজ দলিপ সিংহের ও লাহোর নগরের রক্ষার্থবৃটিস গবর্ণমেণ্ট গবরনর বাহাদুরের অভিপ্রায় মত রক্ষার উপযোগি বৃটিস সৈন্য স্থাপন করিবেন ঐ সৈন্যেরা বর্ষপূর্ণ হইলে বৃটিসাধিকার গমন করিবেক।

২ ধারা। লাহোর গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিতেছেন যে লাহোরীয় সৈন্য দিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বৃটিস সৈন্যকে নগর মধ্যে উপযুক্ত রূপে বাসস্থল দিবেন এবং তাহার

দিগের নিরূপিত বেতন ব্যতিরেকে অতিরিক্ত যে ব্যয় হইবে তাহা অর্পণ করিবেন।

৩ ধারা। লাহোর গবর্ণমেণ্ট নূতন সৈন্যদল অতিশীঘ্র সংগ্রহ করিয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্টের লাহোরীয় কর্ম্মকারির নিকট বিস্তারিত রূপে বিজ্ঞাপন করিবেন।

৪ ধারা। যদি লাহোর গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত অঙ্গীকারের কিছু অন্যথা করেন তবে বৃটিস সৈন্যেরা ১ ধারার লিখিত কালপূর্ণ হওনের অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বরাজ্যে উঠিয়া আসিবেক।

৫ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট সন্ধি পত্রের ৩।৪ ধারার দ্বারা প্রাপ্ত রাজ্য মধ্যে মহারাজ রণজিৎ সিংহ খড়্গ সিংহ ও শের সিংহের দত্ত জায়গীর অর্থাৎ নিষ্কর বৃত্তি ভোগি দিগের যাবজ্জীবন তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন না।

৬ ধারা। লাহোর গবর্ণমেণ্ট ৩।৪ ধারার লিখিত দত্ত রাজ্য মধ্যে জমীদার ও তহশীলদার দিগের স্থানে বক্রী রাজকর বর্ত্তমান বর্ষীয় অর্থাৎ ১৯০২ সম্বতের খরিপ শস্য উৎপন্ন সময়ে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় কার্য্যকারির সহায়তা দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন।

৭ ধারা। লাহোর গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত দত্ত রাজ্যের দুর্গ সমূহের তোপ ব্যতিরেকে অন্যদ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবেন তন্মধ্যে যেসকল বস্তু বৃটিস কার্য্যকারি গণের লইবার প্রয়োজন হয়

উচিত মূল্যে লইতে পারিবেন ও যে সকল বস্তুর প্রয়োজন না হয় এবং লাহোর গবর্ণমেণ্টের আনিবার উপায় না থাকে যে সকল দ্রব্য বৃটিস কার্য্যকারিরা সহায়তার দ্বারা বিক্রয় করাইয়া দিবেন।

৮ ধারা। সন্ধিপত্রের ৪ ধারায় লিখিত দত্ত রাজ্যের সহিত লাহোর রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করণার্থ উভয় গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে কমিস্যনর অর্থাৎ সীমা নির্ণায়ক নিযুক্ত করিবেন।

স্বাক্ষর কারির নাম।

মহারাজ দিলিপ সিংহ, হেনিরি হার্ডিঞ্জ, ভাই রাম সিংহ, রাজা লাল সিংহ, সরদার তেজঃ সিংহ, এফ করি, সরদার চতুর সিংহ, সরদার রণজোর সিংহ, দেওয়ান দীননাথ, এচ এম লারেন্স ও ফকির নুরুদ্দিন।

প্রাগুক্ত সন্ধি ও অঙ্গীকার পত্র সমাধার পর লাহোর গবর্ণমেণ্ট বহুক্লেশে বহু মূল্যের দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া পঞ্চাশৎ লক্ষমুদ্রা শ্রীযুত গবরনর জেনরলকে প্রদান করিলেন পরে তোপাধ্যক্ষ শুলতান মহাম্মদ সন্ধির লিখিত ৩৬ তোপ অর্পণ করিয়া শ্রীযুত বাহাদুরের সাক্ষাতে মহারাজ রণজিৎ সিংহের পরাক্রম এবং বর্ত্তমান দুরাবস্থা স্মরণ ও দর্শন করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, উক্ত সেনাপতি কাবলের আমীর দোস্তমহাম্মদের ভ্রাতা পেশোয়ার অধিকার সময়াবধি মহারাজ রণজিৎ সিংহের তোপাধ্যক্ষতা পদে

নিযুক্ত হইয়াছিলেন পরে গবরনর বাহাদুর তাঁহাকে পেশ য়ারে বাস পূর্ব্বক শীক রাজ্যের দত্ত বৃত্তিভোগ করিতে আজ্ঞা দেন তদনন্তর বৃটিশ সৈন্যেরা লাহোরের দুর্গ মধ্যে আবাস স্থান পরিস্কার করত বাস করিলেক তৎকালে দৃষ্ট হইল যে দুর্গের অস্ত্রাগারে একশত তোপ ও অন্যান্য যুদ্ধদ্রব্য বারুদ গোলায় পরিপূর্ণ আছে। লাহোর রক্ষার্থ প্রধান কর্তৃত্ব পদে নেপালের পূর্ব্ব রেষিডেন্ট শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেব ও সরসা রাজ্যের রাজকর গ্রাহক শ্রীযুত মেজর মেকিসন সাহেব নিযুক্ত হইলেন ও তাঁহারদিগের সহকারিতা কার্য্যে মেজর মাগ্রিগর, কাপ্তেন মিলস, কনিংহেম সাহেব, লেপ্‌নেন্ট এডওয়ার্ড সাহেব, বেনসিটার্ট সাহেব ও আগনু সাহেব লাহোরে অবস্থিত হইলেন এবং দ্বাদশ দল এতদ্দে শীয় ও বিলাতীয় পদাতিক ও অশ্বারোহি বৃটিস সৈন্যেরা নিযুক্ত হইল এবং যে পর্য্যন্ত সৈন্যগণের স্বাস্থ্যজনক সুসার নীয় বাসস্থলের স্থিরতা না হয় সে পর্য্যন্ত শ্রীযত জান লিটলর সাহেব লাহোরে কালযাপন করিতে আদিষ্ট হইলেন, এবং জলন্দর রাজ্যের কার্য্য দৃষ্ট্যর্থ জান লারেন্স সাহেব কমিস্য নরি পদে নিযুক্ত হইয়া উক্ত স্থানে যাত্রা করিলেন। অনন্তর শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেব ১২ মার্চ্চে লাহোর হইতে ফিরোজেপুর যাত্রা করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্বনর জেনরল বাহাদুর রাজা গোলাব সিংহকে সমভিব্যাহারে লইয়া লাহোর

হইতে অমৃতসর যাত্রা করিলেন এবং ১৫ মার্চ্চে উক্ত নগরে উপস্থিত হইয়া তৎপরতারূপে তৎপর দিবস উক্ত রাজার সহিত সন্ধিকার্য্য ধার্য্য করিলেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মহারাজ গোলাব সিংহের সন্ধি পত্র, অমৃতসর নগর ১৬ মার্চ্চ ১৮৪৬ সাল।

শ্রীশ্রীমতী বিলাতের মহারাজ্ঞীর মহামান্য প্রিবি কৌন্সেল অধ্যক্ষেক'গবরনর জেনরল অর্থাৎ মান্যাস্পদ কোম্পানি বাহাদুরের দ্বারা নিয়োজিত ভারতবর্ষের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সর হেনিরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শ্রীযুক্ত ফ্রিডিরিক করি সাহেব ও শ্রীযুত ব্রিবেট মেজর হেনিরি মণ্টগোমরি লারেন্স সাহেব ও মহারাজ গোলাব সিংহ স্বয়ং এই সন্ধিকার্য্য অবধারণ করিলেন।

১ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট মহারাজ গোলাব সিংহকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারি ঔরস পুত্র গণকে লাহোর গবর্ণমেণ্টের দত্ত ১৮৪৬ সালের ৯ মার্চ্চের লিখিত রাজ্যের একাংশ লাহুল দেশ ব্যতিরেকে সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব ও ঐরাবতী নদীর পশ্চিম সমুদয় পর্ব্বতীয় রাজ্য ও তদিতস্তত প্রদেশ ও তদন্তর্গত চাম্বা রাজ্য চিরকালের জন্য দান করিলেন।

২ ধারা। মহারাজ গোলাব সিংহকে উপরোক্ত যে রাজ্য প্রদত্ত হইল তাঁহার পূর্ব্বসীমা নিদ্ধারণ কারণ বৃটিস গবর্ণমেণ্ট ও মহারাজ গোলাব সিংহ কমিস্যনর নিযুক্ত করিবেন

তাঁহারদিগের কর্ত্তৃক কার্য্য সমাধা হইলে পৃথক বন্দোবস্ত দ্বারা সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৩ ধারা। উপরের লিখিতানুসারে রাজা গোলাব সিংহকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারি গণকে রাজ্য প্রদত্ত হইল এই বিবেচনায় উক্ত রাজা পচাত্তরলক্ষ নানকসাহি মুদ্রা বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রতিদান করিবেন তন্মধ্যে ৫০ লক্ষমুদ্রা সন্ধিপত্র দৃঢ়তর করণ সময়ে ও অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ আগামি ১ আক্টোবরে বা তৎ পূর্ব্বে অর্পণ করিবেন।

৪ ধারা। মহারাজ গোলাব সিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অভিমত ব্যতিরেকে আপন রাজ্যের সীমা পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না।

৫ ধারা। মহারাজ গোলাব সিংহের সহিত লাহোর রাজ্যের অথবা নৈকট্য রাজ্যের কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতা দ্বারা তাহা নিষ্পত্তি করিয়া লইবেন।

৬ ধারা। যদিস্যাৎ বৃটিস সৈন্য কোন পর্ব্বতীয় রাজ্য মধ্যে অথবা তাঁহার রাজ্যের নিকটস্থ কোন প্রদেশে যুদ্ধার্থ প্রবিষ্ট হয় তবে তিনি কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারিরা স্বসৈন্য সহিত সংযুক্ত হইবেন।

৭ ধারা। মহারাজ গোলাব সিংহ বৃটিস রাজ্যের কিম্বা ইউরোপীয় অথবা আমেরিকা দেশীয় মনুষ্যকে বৃটিস গবর্ণ

মেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি বেন না।

৮ ধারা। মহারাজ গোলাব সিংহ. ইংরাজী ১৮৪৬ সালের ১১ মার্চ্চের লিখিত বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর দর বারের প্রতিজ্ঞা পত্রের ৫।৬ ও ৭ ধারার নিয়মে আবদ্ধ থাকিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করিবেন।

৯ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট মহারাজ গোলাব সিংহের রাজ্য বিপক্ষাক্রান্ত হইলে রক্ষা করিবেন।

১০ ধারা। মহারাজ গোলাব সিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব স্বীকার পূর্ব্বক ও প্রভুত্বের চিহ্ন সূচক প্রতিবৎসর এক ঘোটক ও যে ছাগের লোম শাল নির্ম্মাণ হয় তাহার অত্যুত্তম ৬ ছাগ ও ছয় ছাগী ও তিনজোড়া কাশ্মীর জাত শাল বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিবেন।

এই সন্ধিপত্র ১০ ধারায় যুক্ত করিয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল শ্রীযুত হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে শ্রীযুত ফ্রিডিরিক সাহেব ও শ্রীযুত বৃবেট মেজর হেনিরি মণ্টগোমরি লারেন্স সাহেব, শ্রীযুত রাজা গোলাব সিংহের পক্ষে স্বয়ং ঐ রাজার দ্বারা স্থিরীকৃত ও প্রস্তুত হইয়া শ্রীযুত সর হেনিরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের মোহরে মুদ্রাঙ্কন দ্বারা দৃঢ়তর হইল।

স্বাক্ষরকারী।

রাজা গোলাব সিংহ, হেনিরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুর, ফ্রিডিরিক করি সাহেব, এচ এম লারেন্স সাহেব।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে সন্ধিখণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্জাব রাজ্যীর বিবরণ।

এইপ্রকারে মহারাজ গোলাব সিংহ অনপেক্ষিত রূপে সৌভাগ্য সহকারে জম্বু, চাম্বা, সাম্বা ও হাজরা কাশ্মীরের স্বাধীন ঈশ্বর হইয়া আনন্দ প্রবাহের সহিত স্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন এবং গবরনর জেনরল বাহাদুর বুদ্ধি কৌশলে পঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ রাজ্য জলন্দর স্বয়ং লইয়া ও দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গাদি সহিত দুর্গম্য পর্ব্বতীয় দেশ সমূহ হস্তান্তর করত লাহোর গবর্ণমেণ্টকে এমত খর্ব্বীকৃত করিলেন যে ভবিষ্যৎকালে পুনর্ব্বার সতেজ হইয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিযোগিতা করণে সমর্থ না হন, এবং সিন্ধু নদীর পরপার বানুটঙ্ক পেশোয়ার প্রভৃতি যে সকল দেশ লাহোরের অধীন রাখিলেন তত্তাবদঞ্চল কালক্রমে আফগান জাতির করগৃহীত হওন সম্ভাবনা, এতাবতা পঞ্জাবাধিকারিকে নাম মাত্র রাজ্যা

স্পদের অভিমান সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক ইষ্টমত অভীষ্ট লাভ করত শিমলা পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন তৎপশ্চাৎ অশ্বারোহি সৈন্যগণ ২৩ মার্চ্চে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া ২৬ মার্চ্চে নাগরঘাটের পথে শতদ্রুপার হইয়া নানাস্থানে গমন করিলেক, শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের লাহোর পরিত্যাগের পর পঞ্জাবের মধ্যে জনশ্রুতি হইয়াছিল যে পদচ্যুত খালশা সৈন্যরা নানাস্থানে দলবদ্ধ হইয়া আছে তাহারা লাহোর আক্রমণ পূর্ব্বক রাজমাতাকে তাঁহার প্রিয় মন্ত্রি লাল সিংহের সহিত সংহার করিবেক, ফলত পদচ্যুত খালশা সৈন্যেরা স্থানে২ দলবদ্ধ হইয়া পঞ্জাবের অনেকানেক অধ্যক্ষের নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করিয়াছিল কিন্তু কেহ তাহারদিগের অভীষ্ট সাধনীয় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করাতে তাহারা ভিন্ন২ দলে বিভুক্ত ও রাজকীয় নূতন নিয়ম বশত অশাসন দৃষ্টে দস্যু বৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া প্রজাগণের ধনাপহরণ করিতে লাগিল, ঐ সময়ে রাজদরবারে রাজা লাল সিংহের একাধিপত্যতায় অন্যান্য সরদারেরা রাজ কার্য্যে অমনস্ক থাকাতে কিছু কাল দুষ্ট শাসন হয় নাই ঐ সময়ে পঞ্জাব রাজ্ঞীর লাল সিংহের প্রতি স্নেহানুরক্তির প্রাচুর্য্য হওয়াতে রাষ্ট্র মধ্যে রাষ্ট্র হয় যে তিনি অবৈধ প্রীতি প্রসক্তিপ্রযুক্ত মন্ত্রির প্রতি প্রতিক্ষণ প্রীতীক্ষণের সহিত স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন কিয়ৎকালাত্যয়ে কালের

কুটিলা গতি বশত রাণী পীড়িতা হইলে লোকাপবাদ হয় যে মন্ত্রির স্নেহ বীজ তাঁহার হৃদয়স্থ হইয়া গর্ব্ভাঙ্কুরোদয় হওয়াতে তাহা উৎপাটনার্থ বিষাক্ত ঔষধ সেবনে অসময়ে দৈহিকাময়ে শয্যাশায়িনী হইয়াছেন ফলত ঐ কার্য্য অসত্য হইলেও তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবহারের সহিত পর কার্য্যের সমন্বয় করিলে অনন্বিত হইতে পারে না, কথিত আছে মহারাজ রণজিৎ সিংহ বৃদ্ধাবস্থায় সেই লাবণ্যবতী নৃত্য গীত হাব ভাব কেলি কৌতুক নিপুণা রাণীকে কৌতুকচ্ছলে গ্রহণ করিয়া কিছু কাল পরে একজন সামান্য ভৃত্যের সহিত তাঁহার ভ্রষ্টাচার প্রচার হওয়াতে মহারাজ সদসদাচার বিচার পূর্ব্বক কদাচারিণী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মহারাজের মৃত্যু পূর্ব্বে মন্ত্রি ধ্যান সিংহের পোষকতায় তিনি পিত্রালয় গমন করত অচিরকালের মধ্যে পুত্রবতী হন, অনেকে কহেন দিলিপ সিংহ তাঁহার গর্ব্ভজাত নহেন, রাজ্ঞী রাজ্য লাভার্থ তাঁহাকে স্বপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

লাহোরে কলহ ও বিপ্রবধ বিবরণ।

এক্ষণে রাণীর চরিত্র বর্ণনাকে উপেক্ষা করিয়া লেখনীকে বক্ষ্যমান বিষয়ে যোজনা করা যাউক, পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই যে যৎকালে বৃটিস সৈন্যেরা লাহোর দুর্গে প্রবিষ্ট হয় তৎকালে দেওয়ান দীননাথ প্রভৃতি অধ্যক্ষেরা মেজর লারেন্স সাহে

বকে কহিয়াছিলেন যে শীক জাতির বিপরীত ধর্ম্মী ইউরো পীয় সৈন্যেরা নগরের বাহ্যাভ্যন্তরে যেন গোহনন বা গো মাংস ভক্ষণ না করেন, তদনুসারে উক্ত সাহেব সৈন্যগণকে তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন, অনন্তর ২১ এপ্রেল প্রাতে কতি পয় প্রজাগণ, বলদ পৃষ্ঠে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া নগরীয় বাজারে যাইতেছিল দ্বার প্রবেশ কালে একজন বিলাতীয় দৌবারিক কৌতুকার্থী হইয়া গো সমূহকে ভয় দর্শন করাইবায় তন্মধ্যে এক বিশাল শৃঙ্গ বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ ভয়দর্শকের প্রতি ক্রোধ পূর্ব্বক ধাবমান হয় এমতে আত্ম রক্ষার্থ ঐদ্বারপাল তাহার মস্তকে অস্ত্রাঘাত করাতে রক্তপাত হওয়ায় গোস্বামী চিৎ কার ধ্বনিতে গো হত্যা হইল২ বলিতে২ দ্রুত গমনে বিপণি মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এতৎ সংবাদ শ্রবণে তত্রত্য তাবল্লোক ক্রোধান্ধ হইয়া রাজা লাল সিংহ নগরে ফিরিঙ্গী আনিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে মারণোদ্যমে রাজপুরের প্রতি ধাবমান হয় এবং যাবদীয় বাণিজ্যকারিরা স্বীয়২ হট্টশালা বন্ধ করিয়া গো ঘাতকের অন্বেষণে নানা দিগে চলিয়া যায়, ঐ কালে একদা সহস্র২ লোকের কলরবে নগর মধ্যে কোলাহল হইল রাজপুরে যাহারা ধাবমান হইয়াছিল তাহারদিগকে পুর রক্ষক প্রহরিরা পুর প্রবেশ করিতে দিল না এমতে তাহারা স্বর্ণ মসজীদের নিকট আইলে নগরীয় ফকীর, ব্রাহ্মণ, ও সন্ন্যাসি -রা তাহারদিগের দল পুষ্টি হইতে লাগিল অনেকানেক

যবনগণেরাও আপনং দোকান বন্ধ করিয়া তাহারদিগের অনুগামী হইল, এমত কালে শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেব বিবাদ শান্ত্যর্থ কিয়ৎ সংখ্যক সাহেবদিগের সহিত অল্প পরিমাণে অশ্বারোহি লইয়া উক্ত স্থানের সমীপস্থ হইয়া গো ঘাতকের প্রতিকার করিবার প্রতিজ্ঞা করত তাহার দিগকে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন তাহারা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কঠিন কণ্ঠ গর্জন পূর্ব্বক সাহেবদিগের প্রতি প্রস্তর ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিল তদ্দ্বারা একজন ইংরাজ ও কএকজন অশ্বারোহী গুরুতর আহত হয় তদ্দর্শনে সাহেব বিবাদ না করিয়া শান্তভাবে স্বস্থানাগত হইয়া সেনাপতি সাহেবকে পত্র দ্বারা আজ্ঞা দেন যে তিনি অবিলম্বে স্বসৈন্য সহিত নগরের দ্বারাবরোধপূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রথমে বৃটিস দিগের প্রতি প্রস্তারাঘাত করিয়াছিল গুলি দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড করুন, তদনুসারে সৈন্যেরা দ্বারাবরোধ করাতে রাজা লাল সিংহ মেজর লারেন্স সাহেবের নিকটে আসিয়া সান্ত্বনা করাতে সাহেব কহিলেন যে এই বিবাদের মূলোৎ পাদককে প্রদান না করিলে ক্রোধ শান্তি হইবে না তদনন্তর ২৪ এপ্রেল বাসরে রাজা লাল সিংহের আজ্ঞানু সারে সহর কোতওয়াল বিবাদের মূল স্রষ্টা একজন ব্রাহ্ম ণকে ধৃত করিয়া দেয়, তাহাতে লাল সিংহ হৃষ্ট হইয়া কহিলেন যে এই বিবাদে শীক জাতির মধ্যে কেহ অপরাধ

না হইয়া একজন ব্রাহ্মণ ধৃত হইলেন এই পরম মঙ্গল কিন্তু রাজরাণী বিপ্র রক্ষার্থ সাহেবদিগকে বিপ্রের দণ্ড স্বরূপ অর্থ প্রদান করিতে চাহেন তথাপি লারেন্স সাহেব তাহাতে স্বীকার না হইবায় রাজা লাল সিংহ নগর বাহিরে সেই সদোষ বিপ্রের প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দেন, খ্যাত আছে প্রাণঘাতিরা ফাঁসীর দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্য প্রাপ্তি কালাবধি যে লাহোর নগরে গোবধ ব্রহ্মবধ হইতে পারে নাই সেই নগরে রাজা লাল সিংহের অল্পকাল মন্ত্রিত্বে একদা গো ব্রাহ্মণ হত্যা হয় ইহাতে নগরের ও জনপদের তাবল্লোক লাল সিংহের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিল ফলত এই প্রাণদণ্ড রূপ গুরুতর শাসনে তদ্দিনাবধি লাহোর নগরে কলহ শূন্য হয়।

দুর্গ কোটকাঙ্গরার বিবাদ।

শ্রীমতী পঞ্জাবরাজ্ঞী বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি ধার্য্য করাতে নানা স্থানীয় করদায়ি ভূপতিগণেরা ও যবনাধ্যক্ষেরা এবং মূলতান, হাজরা, বানুটঙ্ক, পেশোয়ার, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ রক্ষকগণ ও সৈন্যনীরা সক্রোধ হইয়া পরস্পর স্বাধীন হওনের যত্ন করিতে লাগিল ঐ সময়ে দুর্গ কোট কাঙ্গরার অধ্যক্ষ সরদার সুন্দর সিংহ অবাধ্য হইয়া যুদ্ধোপযোগি সৈন্য সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রস্তুত করিতে থাকিলেন, এমত

কালে জান লারেন্স সাহেব সন্ধিপত্রানুসারে জলন্দরে সমুপস্থিত হইয়া তদ্রাজ্যাধিকার পুরঃসর উক্ত দুর্গ অধিকার করণার্থ কিয়ৎ সংখ্যক বৃটিস সৈন্যদিগকে রাজাজ্ঞা পত্র সহিত উক্ত স্থানে প্রেরণ করিলেন তাহারা দুর্গের সমীপস্থ হইয়া অনেক লোক দ্বারা দুর্গাধ্যক্ষের নিকট ঐ আজ্ঞা পত্র পাঠাইয়া দেয়, তাহাতে উক্ত অধ্যক্ষ উত্তর করিলেন যে এদুর্গে লাহোর গবর্ণ মেণ্টের কোন স্বত্বাধিকার নাই বৃটিস গবর্ণমেণ্ট নিজ পরা ক্রমে দুর্গাধিকার করিয়া লউন, এমতে ঐ অল্প সৈন্য নিরু পায় নিরুদ্যম হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তদ্বিবরণ বিজ্ঞাপন করাতে প্রশংসিত শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেবের নিকট লাহোর নগরে পত্র প্রেরণ করিলেক ঐ কালে কমল গড় হরিপুরের দুর্গাধ্যক্ষেরা কাঙ্গরা দুর্গাধ্যক্ষের মতানুচারি রূপে অবাধ্য হইয়া বৃটিস কার্য্যকারিকে দুর্গাধিকার করিতে দিলেক না, ইতিমধ্যে জনশ্রুতি হয় যে লাডুয়ার পদচ্যুত রাজা অজিত সিংহ শীক সৈন্যের পরাভব হওয়াতে অভীষ্ট সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া পর্ব্বতীয় প্রদেশে প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিয়া পরিশেষে কাঙ্গরাধ্যক্ষ সুন্দর সিংহের সহিত বৃটিস গবর্ণ মেণ্টের বিসম্বাদ সম্বাদ শ্রবণে স্বানুচরগণের সহ উক্ত দুর্গ আশ্রয় করিয়া কুমন্ত্রণা বাতাসে আনায়াসে বিবাদানলের অঙ্গ পূর্ত্তি করিয়া দিতেছেন, যদ্যপি তদ্দুর্গ মধ্যে কেবল দশটী তোপ ছয় শত আকালিক সৈন্য মাত্র ছিল তথাপি

দুর্গের দুর্গমতা ও স্থানের কঠিনতা বশত সেই অল্প সৈন্যেরাই ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, ঐ দুর্গোত্তুঙ্গ শৃঙ্গ বেষ্টিত পর্ব্বতের অধিত্যকায় দৃঢ়তর রূপে গ্রথিত, নদ্যদ্রি নিবিড় বনাচ্ছাদিত তাহার উভয় পার্শ্বে বিপাশা নদী বানগঙ্গা ব্যাস গঙ্গানামে দ্বিধারায় গমন পূর্ব্বক কিয়দ্দূরান্তরে পুনর্যুক্তা হইয়া ঐ দুর্গের পরিখা প্রায় হইয়াছেন ইহা ভিন্ন তাহার গন্তব্য পথ পর্ব্বতে ও ক্ষুদ্র নদীতে অবরুদ্ধ আছে, স্বভাবত স্থানের দুর্গমতা প্রযুক্ত পূর্ব্বে দিল্লীশ্বর আখবর শাহ বহু সৈন্যের সহিত বহু আয়াসে সম্পূর্ণ বৎসরের পর ঐ দুর্গাধিকার করিয়াছিলেন, নেপালীয় বহু সহস্র গোরখা সৈন্য সেনাপতি আমীর সিংহ তাপা বর্ষচতুষ্টয়ের উদ্যোগে ঐ দুর্গাধিকার করিতে পারেন নাই এবং মহারাজ রণজিৎ সিংহ ভুজবলে গ্রহণাসমর্থ হইয়া দুর্গের পূর্ব্বাধিকারি রাজা শঙ্করচন্দ্রকে উপকারে উপকৃত করত তাঁহার স্থানে দানপ্রাপ্ত হন, এমতে ঐ দুর্গ পঞ্জাব মধ্যে বহুকাল অজেয় নামে বিখ্যাত বিশেষত তাহাতে যে অল্প পরিমাণে আকালিক সৈন্য ছিল তাহারা মরণ মারণে নির্ভয় নির্দ্দয় শ্রুতি আছে শীকগুরু গুরুগোবিন্দ ও তচ্ছিষ্য বান্দা বৈরাগী স্বীয়২ অনুচর ও শিষ্য গণকে বিপক্ষমারণে ও নিজ মরণে নির্ভয় করাইবার বাসনায় তাহারদিগকে শিক্ষা করাইয়াছিল, যে আত্মা অনাশ্য দেহ নশ্বর বিপক্ষ মারণে ভূমি ও পরধন হরণে পাপ নাই যেহেতু অবনী বীরভোগ্যা

যুদ্ধে প্রাণনাশ পুরুষার্থ যেহেতু তাহাতে অখণ্ড স্বর্গলাভ হয়, গোবিন্দের এই উপদেশে যাহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ছিল তাহারা আকালিক অর্থাৎ অমর রূপে বিখ্যাত এবং বান্দার শিষ্যেরা ; বৈরাগী নামে প্রসিদ্ধ হয়, বান্দার অবসানে তাহারা নানাস্থানে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, কালক্রমে উহারা নাগপুরের রাজাশ্রয়ে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া দেশ লুণ্ঠন মনুষ্যহনন ও যুদ্ধ বিগ্রহে কৃতী কুশল ও বর্গি আখ্যায় ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছিল, এতদুভয় জাতিরা মনুষ্যের ধন প্রাণ হরণীয় অপকার্য্যে গুরুর আজ্ঞা পালনরূপ সৎকর্ম্ম জ্ঞান করিয়া থাকে, এমতে ঐ দুরাত্মা আকালিকেরা অল্প সৈন্য সত্ত্বেও নির্ভয় ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ রূপে রাজাজ্ঞা হেলন করত দুর্গাবরোধে করিয়া থাকিল।

অনন্তর কোটকাঙ্গরা হইতে অশিব সংবাদ লাহোরে উপস্থিত হইলে লাহোরীয় মন্ত্রিগণ মেজর লারেন্স সাহেবের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক সরদার রণজোর সিংহকে ও কাপ্তেন কনিংহেম সাহেবকে দুই দল সৈন্য সহিত কাঙ্গরায় পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাজ্ঞা পত্র জনেক মুনসী দ্বারা সুন্দর সিংহের নিকট প্রেরণ করাতে উক্ত অধ্যক্ষ রাজপত্রে অবজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে “মৃত রাজা রণজিৎ সিংহ সজীব হইয়া স্বয়ং আজ্ঞা করিলেও দুর্গ ত্যাগ করিব না” এতচ্ছ্রবণে রণজোর সিংহ অশ্বারোহি

পত্র বাহকের দ্বারা লাহোরে পত্র পাঠাইলেন উক্ত পত্র দৃষ্টে মেজর লারেন্স সাহেব অবিলম্বে লুধিয়ানায় ও শিমলায় পত্র পাঠাইয়া দেন, তাঁহার পত্র প্রাপ্তিতেও শ্রীযুতগবরনর সাহেবের আজ্ঞানুসারে লুধিয়ানা হইতে শ্রীযুত বৃগেড়িয়র হুইলর সাহেব ৫ দল সৈন্য লইয়া ও কর্ণেল উড সাহেব এবং কাপ্তেন ফিটজিরেল্ড সাহেব বৃহদাকর দুর্গ ভেদক একাদশ তোপ সহিত এপ্রেল মাসের শেষার্দ্ধে কোটকাঙ্গরায় যাত্রা করিলেন, তদনন্তর দেওয়ান দীননাথ লাহোর হইতে দ্রুতগমনে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া দুর্গবাসি সৈন্য গণকে ও দুর্গাধ্যক্ষকে পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপন করিলেন যে তাহারা স্বেচ্ছাধীন দুর্গত্যাগ না করিলে লাহোর রাজ্য মধ্যে তাঁহারদিগের যে সকল সকর নিষ্কর ভূমি সম্পত্তি গৃহাদি আছে তাহা সরকারে গৃহীত হইয়া পরিবার গণকে কারাবদ্ধ করা যাইবে, ইহাতেও দুর্গ বাসিরা নম্রতা স্বীকার করিলনা, ঐ কালে রাজা লাল সিংহ লাহোরে সার্ব্বত্রিক রাজাজ্ঞাপত্র প্রচার করিয়া যেং স্থানে উক্ত দুর্গস্থ সৈন্য ও সেনাপতির সকর নিষ্কর ভূমি ও অন্য সম্পত্তি ছিল তত্তাবৎ অসিদ্ধ করিয়া তাহারদিগের পরিবার সমূহকে স্থানেং কারাবদ্ধ করাইলেন, যখন দুর্গস্থ লোকেরা স্বীয়ং সম্পত্তি হরণের ও পরিজনের বিপদাপত্তি সংবাদ শ্রবণ করিল তখন তাহারদিগের মন শোক পরিতাপে ব্যাকুল হইতে লাগিল এমত সময়ে শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেব উক্ত স্থানে

উপস্থিত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে যদি তাঁহার আগমনে দুর্গস্থ সৈন্যেরা বাধ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক স্থানত্যাগ করিয়া যায় তবে যুদ্ধ দ্বারা উভয় পক্ষীয় মনুষ্যের প্রাণ নাশের প্রয়োজন কি বিশেষত দুর্গ দর্শনে অজেয় জ্ঞানে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সমভিব্যাহারি দিগকে বারম্বার কহিয়াছিলেন যে যদি শীক জাতিরা কাঙ্গরা কমলগড় গোবিন্দগড় ও অমৃতসর প্রভৃতি দুরাক্রম্য দুর্গাশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিত তবে পঞ্জাবাধিকার করা অসাধ্য হইত কেবল ইহারা কাল প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধিদোষে প্রান্তর যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে। এতদনন্তরে উক্ত সাহেব দুর্গ দর্শনার্থ তন্নিকটস্থ হইবা মাত্র বিপক্ষেরা তাঁহার দর্শনে ভয়ঙ্কর শব্দে এক গোলা নিঃক্ষেপ করিলেক কিন্তু সাহেবের সৌভাগ্য ক্রমে ঐ গোলা তাঁহার সন্নিকৃষ্টে পতিত হইয়া গিরিশৃঙ্গ ভঙ্গ করিলেক তদ্দর্শনে তিনি পলাইয়া রক্ষা পাইলেন, ইতঃপূর্ব্বে অগ্রগামি সৈন্যেরা উক্ত সাহেবের অনুপস্থিতি সময়ে একবার দুর্গাক্রমণ করত পরাভূত হইয়া আইসে পরে বহুকষ্টে নানাস্থান হইতে বৃটিস সৈন্যগণ গুরুতর রৌদ্রাতপে তাপিত হইয়া উক্তস্থানে উপস্থিত হয় যদি বুদ্ধি পূর্ব্বক অগ্রগামি সৈন্যরা ও লাহোরীয় কার্য্যকারিরা মলকরার দুর্গ ও কাঙ্গরা নগর অধিকার পূর্ব্বক বাসস্থল ও খাদ্য সংগ্রহ না করিত তবে বৃটিস সৈন্যেরা ঐ স্থানে যুদ্ধার্থ অগ্রসর ও স্থিরতর হইতে পারিতনা তথাপি ঐ কালে

পীড়াক্রান্ত বহুল সৈন্য কালগ্রস্ত হয়, ঐ সময়ে ২০ মে বাসরে লুধিয়ানায় আকস্মিক প্রচণ্ড বায়ুর পরাক্রমে শিবির ভঙ্গ হইয়া ২১০ জন ইউরোপীয় স্ত্রী বালক যুবক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল এবং কাঙ্গরায় আগমন কালে পথিমধ্যে বিসূচিকা ওলাউঠারোগে অনেক ব্যক্তি গতপ্রাণ হইয়াছে।

অনন্তর দুর্গাধ্যক্ষ সুন্দর সিংহ বৃটিস সৈন্যের ও দুর্গ ভেদক তোপ নিচয়ের সমাগমন দর্শনে ও স্বজন গণের কারাগ্রস্ততার সংবাদ পাইয়া বিবেচনা করিল যে দুর্গ রক্ষা করিলেও পরিবার পরিত্রাণের কোন পন্থা নাই পরিশেষে প্রবল বিপক্ষেরা দুর্গাধিকার করিয়া প্রাণ নষ্ট করিবেক, এই চিন্তা করিয়া দেওয়ান দীননাথকে দুর্গ মধ্যে আহ্বান করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে গমন করিলেন ঐ সময়ে বৃটিস সৈন্যেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া পর্ব্বতের স্থানে২ তোপ স্থাপন করিয়া নিশ্চয় করিলেক যে দশদিবসের ন্যূন কালে দুর্গাধিকার হইবেনা কিন্তু বর্ষা ঋতু আগমনোন্মুখ যদি এসময়ে অন্য বিপক্ষ প্রত্যাগমন কালে পর্ব্বতীয় পথ রোধ করিয়া রহে তবে, বৃটিস সৈন্যের পরিত্রাণের কোন উপায় নাই, অনন্তর দেওয়ান দীননাথ দুর্গ হইতে স্মিতবক্তে আগত হইয়া ব্যক্ত করিলেন যে দুর্গাধ্যক্ষ স্বসৈন্যে এই নিয়মে দুর্গত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয় যদি লাহোর ও বৃটিস গবর্ণমেণ্ট দুর্গস্থ যাবদীয় সৈন্যের ও সেনাপতি গণের জলন্দর ও লাহোর এবং

গোলাব সিংহের অধিকার মধ্যে যে ভূমিসম্পত্তি ধন পরিজন করাগত করিয়াছেন তত্তাবৎ পরিত্যাগ করেন ও দুর্গবাসিদিগের দৈহিক কষ্ট বা প্রাণদণ্ড করণে সত্যাঙ্গীকারে বদ্ধ হন তবে তাহারা দুর্গ ও অস্ত্রত্যাগ করিয়া স্ব২ গৃহে গমন করিবেক, এই বার্ত্তা নিঃস্ব সম্বন্ধে রত্নলাভের ন্যায় আনন্দ জনিকা হইল শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেব এতন্নিয়মে অবিলম্বে স্বীকার পাইয়া পুনর্ব্বার দেওয়ান দীননাথের দ্বারা স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার ও অভয় পত্র দুর্গাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলেন তাহাতে সুন্দর সিংহ ভয় বিমুক্ত হইয়া স্বগণের সহিত ২৮ মের প্রাতে বৃটিস সৈন্যের হস্তে দুর্গার্পণ করত আপনারদিগের দ্রব্যাদি লইয়া স্ব২ গৃহে গমন করিলেক এবম্প্রকারে বৃটিস সৈন্যেরা সৌভাগ্য সহকারে দুর্গ শৃঙ্গে জয় পতাকা প্রদীপ্তমানা করিল।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে সন্ধিখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

কাশ্মীরের বিবাদ।

মহারাজ গোলাব সিংহ রাজ্য প্রাপ্তির পর জম্বুনগরে উপস্থিত হইয়া অঙ্গীকৃত পঞ্চসপ্ততি লক্ষ মুদ্রা মধ্যে ৩৩ লক্ষ টাকা বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মৃত সচেৎ সিংহের যে সপ্ত দশলক্ষ মুদ্রা ফিরোজ পুরে

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ন্যস্ত ছিল তাহা গ্রহণ করণার্থ অনুমতি দিলেন এমতে বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে পঞ্চাশৎ লক্ষ মুদ্রা প্রদত্ত হইল, তদনন্তর ঐ রাজা নিকটস্থ রাজ্য শাসনীয় কার্য্যের ব্যস্ততায় শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত কাশ্মীর রাজ্য গ্রহণীয় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না। পণ্ডিতেরা কহেন যে আদান প্রদানীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে গতিক্রিয়া হইলে তৎকার্য্যে বিঘ্নোদয় হয়, মহারাজ গোলাব সিংহ এই প্রসিদ্ধ বাক্যের প্রত্যক্ষানুভব করিলেন যেহেতু তাঁহার গতিক্রিয়া দ্বারা সময় প্রাপ্ত হইয়া লাহোরের মন্ত্রী রাজা লাল সিংহ ঈর্ষা বৈষম্য বশত অতিসংগোপনে কাশ্মীরের গবরনর সেখ মহিউদ্দীনের পুত্র শেখ ইমামুদ্দীনকে ১৮৪৬ সালের ২৫ জুলাই ১২ শ্রাবণে প্রচুর বৃত্তি দানের লোভদ অঙ্গীকার পত্র সহিত এই অভিপ্রায়ে এক গোপন পত্র লিখিলেন যে উক্ত গবরনর পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রাজা গোলাব সিংহের সৈন্যগণকে কাশ্মীর হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন এবং তদনন্তর কৌশলক্রমে কাশ্মীরস্থ সমস্ত সেনানীও সেনাগণের প্রতি এক রাজাজ্ঞা পত্র এই অর্থে পাঠাইলেন যে তাহারা নির্ভয়ে শেখ ইমামুদ্দীনের আজ্ঞা পালন করিলে লাহোর গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের পূর্ব্ববৎ বেতন প্রদান করিবেন। এইরূপ প্ররোচনায় উক্ত গবরনর রাজোয়াড়ি বা পিরপিঞ্জল বম্বর ও অন্যান্য পর্ব্বতীয় হিন্দ ও যবন রাজগণের সহিত প্রগাঢ়রূপে সংযুক্ত হইলেন তাঁহার

সাহায্যার্থ রাজৌয়াড়ির রাজা সপ্ত সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া দেন, এবং অন্যান্য রাজগণের প্রায় অষ্ট সহস্র সৈন্য তন্নি কটে গমন করিলেক এবং ৩।৪ সহস্র পদচ্যুত খালশা সেনা তাঁহার সহিত মিলিতা হয়, এবম্প্রকারে তিনি পঞ্চ বিংশতি সহস্র সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক হরিপর্ব্বতের ও শের গড়ের দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিলেন, এমত কালে রাজা গোলাব সিংহ স্বকীয় সেনাপতি ও উজীর লোকপতরায়কে পঞ্চ সহস্র সৈন্য সহিত কাশ্মীরে প্রেরণ করত আপনি পশ্চাৎ যাত্রা করিলেন অগ্রগামি সৈন্যেরা কাশ্মীরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ইমানুদ্দীনের সৈন্যগণ তাহারদিগের উপর আক্রমণ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় পরিশেষে পলায়িত সেনারা রাজা গোলাব সিংহকে সংবাদ দিবাতে তিনি অগৌণে লাহোর দরবারে সংবাদ দিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকট শিমলা পর্ব্বতে উকীল জালালা সাহিকে পত্র সহিত প্রেরণ করিলেন তদ্দর্শনে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা লুধিয়ানা ও ফিরোজপুর প্রভৃতি স্থানের সেনাপতিদিগকে স্বীয়২ সৈন্য প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা দেন এবং শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেব লাহোর দরবারের সম্মতিক্রমে রাজাজ্ঞা পত্র সহিত বিবাদ শান্ত্যর্থে শ্রীযুত কাপ্তান ব্রুম সাহেব ও শ্রীযুত নিকলসন সাহেবকে আগষ্ট মাসের প্রথমার্দ্ধে কাশ্মীর পাঠাইয়া দেন

তাঁহারদিগের আগমনে ও রাজ পত্র দর্শনে উক্ত গবরনর নম্রতা স্বীকার পূর্ব্বক ২৯ আগষ্টে রাজা গোলাব সিংহের হস্তে দুর্গাদি সহিত রাজ্যার্পণ পুরঃসর স্বসৈন্য লইয়া লাহোরে যাত্রা করণের দিন ধার্য্য করিলেন, এতচ্ছ্রবণে রাজা গোলাব সিংহের সেনা কাশ্মীর নগরের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করত অবস্থিত হয়, ইতিমধ্যে উক্ত অধ্যক্ষ নিরূপিত দিবসে দুর্গ পরিত্যাগ না করিয়া ৩১ আগষ্টে রাজা গোলাব সিংহের সৈন্যের উপর অনপেক্ষিত রূপে আক্রমণ করিলেন এমতে উভয় সৈন্যের কিছুকাল সমযুদ্ধ হইয়া পরিশেষে গোলাব সিংহের সৈন্য নায়ক রণক্ষেত্রে পতিত হইবায় সেনাগণ পলায়ন করিলেক।

অনন্তর রাজার দ্বিতীয় সেনাপতি কিয়ৎ সংখ্যক ভগ্ন সৈন্য লইয়া এক পর্ব্বতীয় দুর্গে লুকাইয়া থাকেন এবং জম্বু দেশীয় কতক সৈন্য পলায়ন পূর্ব্বক এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া রহে, পরে পশ্চাদ্ধাবমান কাশ্মীরীয় সৈন্যেরা তৎ পর্ব্বত পরিবেষ্টন করিয়া তাহারদিগের বধোদ্যম করাতে তাহারা বিপক্ষ হস্তে অস্ত্রার্পণ পূর্ব্বক প্রাণ লইয়া স্বদেশ চলিয়া যায়, দ্বিতীয় সেনাপতি বিপক্ষ বেষ্টিত হইয়া নিরাহারে ব্যাকুল চিত্তে বিপক্ষের শরণাপন্ন হন, এইরূপে শেখ ইমামুদ্দীন রাজ সৈন্য নিরাকরণ করিয়া কাপ্তেন বুম সাহেবকে ও নিকলসন সাহেবকে ধৃত করণার্থ ৫০ জন অশ্বারোহি

ও তিন শত রোহিলা সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু তৎপূর্ব্বে উক্ত সাহেবেরা বুদ্ধি পূর্ব্বক বহু পরিশ্রমে দিবা রাত্রি গমন করিয়া কাশ্মীরের সীমা পার হইয়াছিলেন এতাবতা পশ্চাদ্ধাবমান সৈন্যেরা কাশ্মীর মধ্যে তাঁহারদিগকে না পাইয়া প্রত্যাগমন করিলেক, এই কালে কাশ্মীরে কিম্বদন্তী হয় যে লাহোরীয় পদচ্যুত ও পদস্থ সৈন্যেরা বৃটিস সেনাপতি ও সৈন্যগণকে নিরাকৃত ও রাজা দিলিপ সিংহকে নিহত করিয়াছে পরে উক্ত সাহেবেরা লাহোধিকারে উপস্থিত হইয়া দ্রুতগামি অশ্বারোহি সৈন্য দ্বারা কাশ্মীরের অশুভ সংবাদ বিস্তার রূপে লাহোরীয় বৃটিস রেসিডেণ্ট নিকটে বিজ্ঞাপন করাতে বৃটিস সেনাপতিরা ও লাহোরীয় যাবদীয় মন্ত্রিবর্গেরা গোলাব সিংহের সাহায্যার্থ আগ্র্য ব্যগ্র হইলেন, ও বৃটিস রেসিডেণ্ট সাহেব ক্ষণার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া প্রধান সেনাপতি সাহেবকে ও শ্রীযুত গবরনর সাহেবকে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

ইতঃপর কাশ্মীরের অশিব সংবাদে জম্বুরাজ গোলাব সিংহ গুরুতর রূপে লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহায়তা প্রার্থনায় ও বৃটিস সৈন্যের যতায়াতের ব্যয়ার্থ সপ্তদশ লক্ষ মুদ্রা স্বীকার করত পত্র পাঠাইলেন এমতে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর একদা মেজর লারেন্স সাহেবের ও রাজা গোলাব সিংহের পত্র প্রাপ্তে ক্রোধাকুল হইয়া লুধিয়ানার ও ফিরোজপুরের এবং জলন্দরের

সেনাপতি সাহেবদিগকে স্বসৈন্য কাশ্মীরাভিমুখে গমন করিতে আজ্ঞা দেন তদনুসারে বৃগেডর হুইলর সাহেব প্রভৃতি সেনা পতিরা প্রায় একাদশ সহস্র সৈন্য সহিত কাশ্মীর যাত্রা করি লেন এবং মেজর লারেন্স সাহেব লাহোর রক্ষার্থ আটদল সেনা রাখিয়া অবশিষ্ট প্রায় দশ সহস্র সৈন্য ও সেনাপতি তেজঃ সিংহ চতুর সিংহ ও শের সিংহকে লইয়া কাশ্মীর চলি লেন এবং রাজা গোলাব সিংহ পঞ্চ দশ সহস্র যুদ্ধতৎপর পর্ব্বতীয় সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন, ঐ কালে জন শ্রুতি হয় যে কাবলাধ্যক্ষ দোস্ত মহম্মদ শেখ ইমামুদ্দীনের আনুকূল্যার্থ দশ সহস্র আফগানীয় সৈন্য পাঠাইতেছেন এতকা রণ উক্ত রাজা বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার অনুপস্থান সময়ে যদিস্যাৎ বিপক্ষ সেনারা পর্ব্বতীয় পথদ্বারা জম্বূদেশে প্রবিষ্ট হয় তবে তাহারদিগকে কে নিবারণ করিবে এই চিন্তা করিয়া বৃগেড়র হুইলর সাহেবকে পত্র লেখেন যে তিনি ৫।৬ দল সৈন্য সহিত জম্বূতে গমন পূর্ব্বক তন্নগর ও প্রদেশ রক্ষা করেন এবং ঐ শ্রুত সংবাদে সন্দিগ্ধ হইয়া জল ন্দরের সৈন্যরা শেয়ালকোট ও হাজারার নিকট দ্বাবিংশতি তোপ সহিত অবস্থিতি করিলেক ও হুইলর সাহেব স্বসৈন্যে জম্বূতে গমন করিলেন। এবং সেনাপতি জান লিটলর সাহেব বম্বর দেশের নিকট চন্দ্রভাগা নদীর বামপার্শ্বে সৈন্য সহিত অবস্থিত হইলেন। এতদ্রূপে কাশ্মীরের অভিমুখে সমুদয়ে

৩০ সহস্র সৈন্য ত্রিধারায় যাত্রা করিল তদ্দর্শনে শেখ ইমামুদ্দীন সংত্রস্ত হইলেন, এবং তাঁহার সহযোগি ভূম্যধিকারিরা ক্রমশঃ স্বস্বস্থান গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর ২২ আকটোবর বাসরে ত্রিবিধ সৈন্য ও সেনাপতিরা রাজোয়াড়ি স্থানে উপস্থিত হইলে ঐ দিবস প্রাতে শেখ ইমামুদ্দীনের আশ্রয় দায়ক রাজোয়াড়ির যবনাধ্যক্ষ ঐ স্থানে সমাগত হইয়া বৃটিস রেসিডেণ্ট ও রাজা গোলাব সিংহের নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিলেন তদ্যপরে শেখ ইমামুদ্দীন আত্মরক্ষায় নিরুপায় হইয়া মেজর ল্যারেন্স সাহেবের নিকট উকীল পাঠাইয়া সন্ধি প্রস্তাব করাতে সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার পাইলেন এবং উক্ত অধ্যক্ষের দোষ মার্জ্জনা করিতে চাহিলেন, ইতঃ পূর্ব্বে কাশ্মীর গমন কালে পথিমধ্যে ইমামুদ্দীনের পক্ষীয় লাহোরের উকীল লালা পুরাণচাঁদ লেপ্টেনণ্ট এডওয়ার্ড সাহেবের সাক্ষাৎ পাইয়া তন্নিকট রাজা লাল সিংহের প্ররোচনায় ও গোপন পত্রানুসারে শেখ ইমামুদ্দীনের বিদ্রোহিতা করণীয় আমূল ব্যক্ত করাতে উক্ত সাহেব তদ্বৃত্তান্ত মেজর লারেন্স সাহেবকে কহিয়াছিলেন। ২৩ আক্টোবর শেখ ইমামুদ্দীন কাশ্মীর নগর ও শেরগড় ও হরি পর্ব্বতের দুর্গ রাজা গোলাব সিংহের উজীর রত্নচাঁদকে অধিকার দেওয়াইয়া স্বসৈন্য সহ ২৩ বাসরে উক্ত সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া নম্রতা স্বীকার পূর্ব্বক স্বদোষ ক্ষালনার্থ রাজা

লাল সিংহের যেং আজ্ঞাপত্র তন্নিকট ছিল তাহা সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন এইরূপ সৌভাগ্য সহকারে বৃটিস সৈন্যেরা জয়যুক্ত হইয়া লাহোর আদি নানা স্থানে যাত্রা করিল রাজা গোলাব সিংহ রাজ্যাধিকারী হইলেন এবং লারেন্স সাহেব ও শীক অধ্যক্ষেরা শেখ ইমামুদ্দীনকে লইয়া লাহোরে আইলেন।

মূলতানের বিবাদ।

কাঙ্গরা দুর্গাধিকারের পর বৃটিস রেসিডেন্ট সাহেব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া লাড়ুয়ার রাজাকে ধৃত করণার্থ রাজা লাল সিংহকে কহিলেন তাহাতে লাল সিংহ লাড়ুয়ার রাজার নিকট পত্র দ্বারা সত্যাঙ্গীকার ও সপথ করিয়া তাঁহাকে বৃটিস গবর্ণমেন্টের সহিত সম্মিলিত করাইয়া দিবার অভিরোচনায় মুগ্ধ করিয়া স্বনিকট আনাইয়া বৃটিস সৈন্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন এই অবিশ্বস্তত৷ কার্য্য রাজ্যের ভাবলোক ও মন্ত্রিবর্গেরা তাঁহার বিপক্ষ হয়, তিনি শঙ্কাক্রমে আত্মরক্ষার্থ আফগানীয় সৈন্যদ্বারা শরীর রক্ষা করত দরবারে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কিছু দিন পরে মুলতানাধ্যক্ষ মুলরাজের প্রতি ঈর্ষা বশত তাঁহার স্থানে অপরিমিত রূপে রাজকর দাওয়া করাতে উক্ত অধ্যক্ষ তাহা অস্বীকার করেন একারণ তিনি স্বভ্রাতা ভগবান মিশ্রকে মুলতানের গবরনরী পদে অভিষিক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন

ঐ সময় মূলরাজ বারম্বার পত্র দ্বারা পঞ্জাব রাজ্ঞীর নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীমতী সিংহের প্রতি স্নেহানুরোধে কোন কথা কহিলেন না এবম্প্রকারে মূলরাজ অন্যোপায় শূন্য হইয়া পরিশেষে যুদ্ধাশ্রয় করিলেন ও মূলতান প্রভৃতি দৃঢতর দুর্গ সমূহে সৈন্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন এবং লাহোরীয় পদচ্যুত প্রায় পঞ্চ সহস্র নূতন সৈন্য নিযুক্ত করত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিলেন, ভগবান মিশ্র মূলতানের সমীপস্থ হইয়া মূলরাজের আহবাড়ম্বর শ্রবণে ভীত মনে লাল সিংহকে সংবাদ দিবাতে তিনি পুনঃ২ সৈন্য পাঠাইতে লাগিলেন, পরিণামে খণ্ড প্রলয়ের উপক্রম দৃষ্টে বৃটিস রেসিডেন্ট সাহেব তদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত মূল রাজকে লাহোরে আহ্বান করিলেন তদ্বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক উক্ত অধ্যক্ষ অল্প সৈন্য লইয়া লাহোরে উপস্থিত হন, তাঁহার সহিত মূলতানের হিসাব পরিষ্কৃত হইলে তাঁহার স্থানে দরবারের ১৬৯০০০০ মুদ্রা প্রাপ্য হয় তন্মধ্যে তিনি আট লক্ষ মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বক্রী মুদ্রাপ্রদানের নিয়মাবধারণ করিলেন, ও পূর্ব্ব নিরূপিত বার্ষিক দেয় রাজকরের চতুর্থাংশ অধিক স্বীকার পূর্ব্বক বার্ষিক কর ১৯৬৪০০০ মুদ্রা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন ইহা ভিন্ন মূলতানের প্রায় তৃতীয় ভাগ রাজ্য লাহোর রাজ্য ভুক্ত হইল এই লভ্যজনক বন্দোবস্ত করিয়া বৃটিস রেসিডেন্ট সাহেব তাঁহাকে মিত্রতা রূপে বিদায় করি

লেন অতএব কৌশলে যেরূপ কার্য্য সাধন হয় সেরূপ পরা ক্রমে হইতে পারেনা।

লাহোরে করি সাহেবের আগমন ও রাজা লাল সিংহের পদচ্যুত হওন।

—

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর রাজা লাল সিংহের কুচরিত্রতার বৃত্তান্ত আত্ম এজেন্ট শ্রীযুত কর্ণেল লারেন্স সাহেবের পত্রে অবগত হইয়া রাজা লাল সিংহ ও শেখ ইমা মুদ্দীনের চরিত্র এবং কাশ্মীরীয় বিবাদের মূলানুসন্ধান কারণ ও লাহোরীয় গবর্ণমেণ্ট সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করণাপরাধে সদোষ হইলে বৃটিস সৈন্য গণকে স্বরাজ্যে আনয়ন কারণ সেক্রেটরী শ্রীযুত ফ্রিডিরিক করি সাহেবকে লাহোর গমনের আজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক শতদ্রুতীরস্থ নানা দেশ ও জলন্দর রাজ্য দর্শনেচ্ছায় ২৬ আক্‌টোবর শিমলা হইতে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুত ফ্রিডিক করি সাহেব ১ ডিসেম্বরে লাহোরে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেন যে লাহোর গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব সন্ধির নিয়ম পালন করণে অমনস্ক হইয়াছেন অতএব বৃটিস সৈন্যগণকে অবিলম্বে স্বস্থানে যাইতে আজ্ঞা দেওয়া যাইবেক ঐ কালে যাবদীয় লাহোরের প্রধান বর্গেরা রাজা লাল সিংহের সহিত বিপক্ষতা বশত তদ্বিরুদ্ধে নানামত অভি যোগ করিলেন তাহাতে রাজমাতা ও লাল সিংহ শ্রীযুত করি

সাহেবকে উৎকোচ দানে বশীভূত করণের যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ সাহেবের নির্লোভিতায় ও নিরপেক্ষতায় তাঁহার দিগের প্রলোভিকা রোচনা বিফলা হইল পরে রাজমাতা উক্ত সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে যে কালপর্য্যন্ত দিলিপ সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত না হন সে পর্য্যন্ত বৃটিস সৈন্য লাহোরে অবস্থিত না হইলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা ও রাজ্য রক্ষার কোন প্রত্যাশা নাই অতএব যদি বিচার পূর্ব্বক কাশ্মীরের বিবাদ বিষয়ে শেখ ইমামুদ্দীন অথবা লাল সিংহের অপ রাধ প্রামাণ্য হয় তবে তাহার প্রতি উচিত দণ্ড করুন তাহাতে লাহোর রাজ্য প্রতিবাদ করিতে অবাঞ্ছিত। তদনন্তর ৩ ডিসে ম্বর বিচারীয় সভা স্থাপিতা হইয়া শ্রীযুত করি সাহেব সভাপতি ও মেজর জেনরল সর লিটলর সাহেব ও লেপ্টেনন্ট কর্ণেল লারেন্স সাহেব প্রভৃতি ৪ জন সভাধ্যক্ষ হইলেন দিবা ৯ ঘণ্টা সময়ে আমীর রাজা লাল সিংহ, সরদার তেজঃ সিংহ, সরদার শের সিংহ প্রভৃতি দ্বাবিংশতি জন প্রধানবর্গেরা উপ স্থিত হইলে বিচারারম্ভ হয়।

শেখ ইমামুদ্দীনের পক্ষে উক্ত অধ্যক্ষ স্বয়ং ও করম বক্স সিন্ধান খাঁ প্রভৃতি ২০ জন প্রধান মনুষ্য বাদে নিযুক্ত হয়।

মহারাজ দিলিপ সিংহের পক্ষে নেহাল সিংহ শ্যাম সিংহ প্রভৃতি ১৭ জন উপযুক্ত মনুষ্য বাদে নিযুক্ত হয়।

দরবারের পক্ষে দেওয়ান দীননাথ ফকীরনুরুদ্দীন প্রভৃতি ১৭ জন রাজকর্ম্মকারী উপস্থিত হন।

তদনন্তর সভাপতি করি সাহেব কাশ্মীরের বিদ্রোহিতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শেখ ইমামুদ্দীন কহিলেন যে তিনি যেকালে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া লাহোরে আসিতে মনস্থ করিলেন ঐ সময়ে তাঁহার লাহোরীয় উকীল ১৮৪৬ সালের ২৫ জুলাইর লিখিত রাজা লাল সিংহের পত্র প্রাপ্তে ঐ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তৎপরে শ্রীযুত লারেন্স সাহেব উক্ত উভয় পত্র সভায় উপস্থিত করিলে প্রথমত রাজা লাল সিংহ ঐ দলীলের স্বাক্ষর নিজাক্ষরত্বে স্বীকার করেন নাই এবং তৎপক্ষীয় উপদিষ্ট কৌটসাক্ষি দ্বারা তাহা অপ্রতিপন্ন করণের যে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা যাবদীয় সভ্যগণের নিকটে গ্রাহ্য হইল না পরে দরবার পক্ষীয় মন্ত্রিরা কহিল যে এবম্ভূত সদোষ ব্যক্তি প্রধান সচিবত্বপদের যোগ্য নহে এইরূপ অনেক বাদানুবাদের পর সভাপতি আজ্ঞা করিলেন যে রাজা লাল সিংহের কুকর্ম্ম স্পষ্টীকৃত হইয়াছে অতএব তাঁহাকে রাজকর্ম্ম ও পঞ্জাব রাজ্য হইতে পদচ্যুত করা যায় এতদনন্তরে সভা ভঙ্গ হইয়া সভ্যেরা স্ব২ স্থানে গমন করিলেন।

এতদাখ্যানে পাপ শাস্তা পরতর পরাৎপরের সূক্ষ্ম বিচার দেদীপ্যমান হইতেছে রাজা লাল সিংহ ইতিপূর্ব্বে শরণাগত

লাডুয়ার রাজাকে বিশ্বাসে বঞ্চিত করিয়া কারাগ্রস্ত করাইয়া ছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণের দোষাদোষ নির্দ্দেশ না করিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড করিয়া অল্প কাল মধ্যে পদভ্রষ্ট রাজ্যভ্রষ্ট ও যাবজ্জীবন কারাগ্রস্ত হইলেন।

অনন্তর লাল সিংহ আপন বৃত্তি সম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্র সহিত বৃটিস ও শীক সৈন্য দ্বারা পরিরক্ষিতরূপে ফিরোজপুর আইলেন ও তথাহইতে আগরায় গমন করিলেন। তাঁহার পরিপোষণার্থ লাহোর দরবার ঐ রাজার যাবজ্জীবন মাসিক ২ সহস্র মুদ্রা বৃত্তিদানে স্বীকৃত হইলেন। খ্যাত আছে উক্ত রাজার বিয়োগে পঞ্জাব রাজ্ঞী মাসাবধি বিষণ্ণা হইয়া মৌনাবলম্বনে ছিলেন।

শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের পঞ্জাবে পুনরাগমন ও পুনঃসন্ধি নির্ব্বন্ধের বিবরণ।

পঞ্জাবের সুনিয়মধার্য্য করণাভিলাষে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ভৈরোয়াল নগরে উপস্থিত হইলে মহারাজ দিলিপ সিংহ স্বমাতার সহিত যাবদীয় কার্য্যকারিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া ২৫ ডিসেম্বর সমারোহ পূর্ব্বক উক্ত স্থানে সমাগত হইলেন ২৬ ডিসেম্বর শ্রীযুতের তাম্বু মধ্যে সভা হইয়াছিল মহারাজ দিলিপ সিংহ সভাগত হইলে তাঁহার সম্ভ্রমার্থ এক বিংশতিবার তোপধ্বনি হয়, ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুতের

অভিপ্রায়ানুসারে সেক্রেটরী করি সাহেব লাহোরীয় মন্ত্রিগণের সহিত একতা করিয়া ১৮৪৬ সালের ৯ মার্চ্চের লিখিত সন্ধি পত্রের যে অতিরিক্ত নিয়ম পত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা পঠিত হইলে মহারাজ দিলিপ সিংহ ও শ্রীযুত লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের স্বাক্ষর মোহরে দৃঢ়তর হইল ঐ দিবস মহারাজ শ্রীযুত বাহাদুরের নিকট বিদায় লইয়া স্বমাতার সহিত লাহোরে যাত্রা করিলেন।

সন্ধিপত্রের আভাস।

ভৈরোয়াল ২৬ ডিসেম্বর ১৮৪৬ সাল।

১ ধারা। ১৮৪৬ সালের ৯ মার্চ্চে লাহোর গবর্ণমেন্টের সহিত বৃটিস গবর্ণমেন্টের যে সন্ধিনির্ব্বন্ধ হয় তাহার ১৫ ধারা পরিবর্ত্তন হইয়া অন্যান্য ধারার নিয়ম স্থিরতর রহিল।

২ ধারা। লাহোরীয় সর্ব্ব প্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর কর্তৃক একজন বৃটিস কার্য্যকারী নিযুক্ত হইলেন।

৩ ধারা। যাহাতে লাহোর রাজ্যের প্রজাবৃন্দের মনোমালিন্য উদয় না হয় এমত প্রকার দেশীয় রীতি নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজকার্য্য নিষ্পাদন হইবে।

৪ ধারা। বিশেষ হেতু ব্যতিরেকে রাজকীয় কর্ম্মের প্রচ

লিত নিয়ম পরিবর্ত্ত হইবে না, এবং বৃটিশ রেসিডেণ্টের অধীনে যে সকল কার্য্যকারিরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহার দিগকে মহারাজ দিলিপ সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।

৫ ধারা। সরদার তেজঃ সিংহ, শের সিংহ, দেওয়ান দীন নাথ, ফকীর নূরুদ্দিন, সরদার রণজোর সিংহ, ভাই রাম সিংহ, আতর সিংহ এবং সমসের সিংহ, এতদষ্টজন বৃটিস রেসিডেণ্টের অধীনে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৬ ধারা উক্ত কার্য্যকারিরা বৃটিস রেসিডেণ্টের সম্মতি ক্রমে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৭ ধারা। লাহোর রাজ্য রক্ষার্থ শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের বিবেচনানুসারে যে পরিমাণে সৈন্যের প্রয়োজন হয় তাহা রাখা যাইবে।

৮ ধারা। মহারাজের ও রাজ্যের রক্ষার্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের যে কোন দুর্গে বা স্থানে সৈন্য রক্ষার উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে সৈন্য স্থাপন করিতে পারিবেন।

৯ ধারা। বৃটিস সৈন্যের ব্যয়ার্থ লাহোর গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক দ্বাবিংশতিলক্ষ নানকসাহী মুদ্রা প্রদান করিবেন।

১০ ধারা। পঞ্জাব রাজ্ঞী রাজকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না উপভোগার্থ বার্ষিক সার্দ্ধৈকলক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন।

১১ ধারা। এই সন্ধি পত্রের নিয়ম মহারাজ দিলিপ সিংহের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তি কাল অর্থাৎ আগামি ১৮৫৪ সালের ৪ সেপ্‌টেম্বর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে ইতিমধ্যে বিশিষ্ট কারণ বশত উভয় রাজ্যের সম্মতি ক্রমে রহিত হইতেও পারিবে।

উপরোক্ত সন্ধির নিয়মানুসারে পঞ্জাব রাজ্ঞীকে রাজ কীয় কর্ম্ম কর্তৃত্বে অবসর দেওয়াতে অনুমেয় হয় যে কাশ্মীরীয় বিবাদ বিষয়ে তিনিও লাল সিংহের সহিত সংযুক্তা হইয়া থাকিবেন। অনন্তর ১৮৪৭ সালের ২ জানুআরি বাসরে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর লাহোর নগরে সমাগত হইয়া লেপ্‌টেনেন্ট কর্ণেল লারেন্স সাহেবকে লাহোরীয় সর্ব্বাধ্যক্ষতা পদে ও সরদার তেজঃ সিংহকে মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া তাবৎ কার্য্যের সুনিয়মাবধারণ করত ১১ জানুআরির প্রাতে তথা হইতে জলন্দরে যাত্রা করিলেন। ৬ ফিব্রুআরি বাসরে সরদার জিনা সিংহ মিজিতিয়া নানাতীর্থ ভ্রমণ করত লাহোরে উপস্থিত হইলে সমাদরের সহিত দরবারে গৃহীত ও বৃটিস রেসিডেণ্টের সম্মতিতে মাঞ্জা রাজ্যের গবরনরী পদে অভিষিক্ত হন, এই মাসের প্রথমে মেজর লারেন্স সাহেব সিন্ধুপারে পেশোয়ার রাজ্যের রেসিডেণ্টী পদ স্বীকার করিয়া তথায় গমন করিলেন।

হাজারা রাজ্যে বিবাদ ও লাহোরে ষড়্‌যন্ত্র।

রাজা গোলাব সিংহের যে সকল সেনাপতি ও সৈন্যেরা হাজারা রাজ্যের শাসনীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারা কাশ্মীর অধিকার সংবাদ প্রাপ্তে গর্ব্বিত হইয়া প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করাতে একদা দশ বারো হাজার যবন প্রজারা অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক রাজ সৈন্যকে পরাভূত করিয়াদেয় পরে উক্ত রাজা লাহোরে সংবাদ দিবাতে তথা হইতে সরদার গোলাব সিংহ ভূরি২ সৈন্য সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক বারম্বার যুদ্ধে বিপক্ষ দিগকে পরাজিত করিয়া লাহোর আইসেন পুনশ্চ বিদ্রোহিরা বদ্ধদল হইয়া গোলাব সিংহের সৈন্যগণকে যুদ্ধ দ্বারা পরাভূত নিহত ও আহত করিয়া লাহোরে অভিযোগ করিলেক যে তাহারা প্রাণান্তেও গোলাব সিংহের অধীনতা স্বীকার করিবে না পক্ষান্তরে উক্ত রাজাও ঐ রাজ্য পরিত্যাগের প্রস্তাব সহিত লাহোর দরবারে উকীল পাঠাইলেন এমতে ঐ রাজ্য পুনর্ব্বার লাহোরের অধীন হইয়া তৎ পরিবর্ত্তে অন্য প্রদেশ উক্ত রাজাকে প্রদত্ত হয়।

ফিব্রুআরি মাসের প্রথমে মন্ত্রি তেজঃ সিংহকে বধকরণোদ্যমে রাজা গোলাব সিংহের ভৃত্য প্রেম সিংহ ও লাল সিংহ আদালতি প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি ষড়্‌যন্ত্র করণাপরাধে ধৃত হইয়া কারাগারে যায় এবং ঐ কার্য্যের মূলীভূত রাজা

গোলাব সিংহ আছেন ইহাও জনশ্রুতি হইয়াছিল কিন্তু বিচার কালে সে সন্দেহের নিরাস হইয়া রাণীর প্রতি সন্দেহের উপপত্তি হয় অনন্তর সেপ্টেম্বর মাসে বিচার দ্বারা উক্ত দুই ব্যক্তি যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দেশান্তরিত হইয়াছে।

মন্ত্রি তেজঃ সিংহের রাজ্যলাভ ও পঞ্জাব
রাজ্ঞীর কারাবাস।

শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর লাহোরীয় মন্ত্রিগণের প্রতি হৃষ্ট হইয়া তাঁহারদিগকে বিশেষ বাধ্য করণাশয়ে বিলাতে সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহারদিগকে বিশেষ২ রূপে উচ্চ উপাধি পুরস্কার এবং জায়গীর প্রদানার্থ যে আজ্ঞা দেন তদনুসারে শ্রীযুত কর্ণেল লারেন্স সাহেব সরদার দিগকে জায়গীর উপাধি ও খেলয়াত দানের শুভদিন ৭ আগস্টে স্থির করিলেন, এবং রাজবাটীর মধ্যে সভা করিয়া রাজা তেজঃ সিংহকে শেয়াল কোর্ট রাজ্য ও দুর্গ প্রদান করত তাঁহার ললাটে রাজটীকা প্রদানার্থ শিশুরাজ দিলিপ সিংহকে আহ্বান করিলেন তাহাতে রাজমাতা অসম্মতা হইয়া স্বপুত্রকে নিষেধ করিয়া ছিলেন তদনুসারে রাজ কুমার সভায় সমাগত হইয়া মন্ত্রির ললাটে তিলক প্রদান না করাতে বৃটিস রেসিডেন্ট ও মন্ত্রি গণ রাণীর প্রতি বিরক্ত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে এই দুশ্চরিত্রা রাণী স্বপদে থাকিলে সর্ব্বদা কুমন্ত্রণা দ্বারা দিলিপ

সিংহের মনে দ্বেষ বৈষম্যের উদয় করাইয়া ভবিষ্যতে বৃটিস রাজ্যের সহিত বিরোধ জন্মাইয়া দিবেন এই বিবেচনার পর ২০ আগষ্টে কৌশল ক্রমে রাজ কুমারকে শলিমার নামক রাজোদ্যানে প্রেরণ করত হঠাৎ রাজ মাতাকে সেখ পুরার দুর্গে যাইতে আজ্ঞা দেন রাণী কাতরা হইয়া ক্রন্দন করত পুত্র দর্শন করিতে চাহিলেন, মন্ত্রী তেজঃ সিংহ ও রেসিডেণ্ট সাহেব তাহাতে সম্মত না হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করত লাহোরের দ্বাদশ ক্রোশান্তর শেখ পুরার দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন ঐ দুর্গ দ্বার এমত দৃঢতর রূপে রক্ষা করিতে আজ্ঞা দেন যে রাণীর নিকট তাঁহার পূর্ব্বতন দাস দাসী স্বজন বান্ধব অথবা রাজপুত্র কেহই যাইতে পারিবেন না।

৯ আগষ্টে পঞ্জাবের যাবদীয় রাজমন্ত্রি ও প্রধান২ কার্য্য কারি ও সেনাপতি দিগকে পুরস্কারের সহিত বার্ষিক ৩ লক্ষ মুদ্রার অধিক রাজ্য নিস্কর প্রদান করিয়া কর্ণেল লারেন্স সাহেব আপন ভ্রাতা জান লারেন্স সাহেবকে স্বকার্য্যের প্রতিনিধি রাখিয়া পীড়োপলক্ষে দুইবৎসরের নিমিত্ত স্বদেশ গমনাভিলাষে গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকট শিমলা পর্ব্বতে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীরাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিতে পঞ্জাবেতিহাসে সন্ধিখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ

সমাপ্তঃ॥

স্বধর্ম্ম পালন পরায়ণ গুণিগণ সমীপে নিবেদন এই যে সগুণ নির্গুণাত্মক ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন ব্যতিরেকে নানালঙ্কার বিভূষিতা হাস্য রসোৎপাদিনী কাব্যবাণী রূপযৌবন সম্পন্না বন্ধ্যা স্ত্রীর ন্যায় বিফলা হয়, যদ্যপি এতদ্গ্রন্থের মুখ্যোদ্দেশ্য ঈশ্বরের গুণ বর্ণনা না হউক ফলত প্রাসঙ্গিক নদ্যাদ্রি রাজ্য ও রাজা দিগের কৃতকার্য্য বর্ণনে তাঁহারি মহিমৈশ্বর্য্য প্রকাশ পাইতেছে অতএব সত্যেতিহাসে ঈশ্বর মাহাত্ম্য প্রকাশক বলিতে হয়, ইত্যালোচনায় ভরসা করি বিজ্ঞ মহাশয়েরা এতদ্গ্রন্থ পাঠে সমনস্ক হইবেন ইতি।

শ্রীরাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।